জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা।

—

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ-
প্রণীত।

কলিকাতা
৩/৪ নং গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট,
মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।
১৩১১।

[মূল্য ৸৹ বার আনা।

উৎসর্গ।

যিনি, সমৃদ্ধসমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও,

সাহিত্যসেবায় সতত নিরত

এবং

শত সুখে বেষ্টিত রহিয়াও,

সাহিত্যিক-সঙ্গ-সুখের জন্য স্বভাবতঃ লালায়ি

যাঁহার জ্ঞান ও গুণের অসামান্য সম্পদে,

রাজ-সম্পদ্-বিরাজিত রমণীয় প্রাসাদও

সরস্বতীর প্রমোদ-নিকুঞ্জ-স্বরূপ,—

কাব্য ও দর্শন-বিজ্ঞান উভয়ই যাঁহার সমান-সেব্য,

বাঙ্গালা ভাষা চিরকালই যাঁহার প্রাণারাধ্য প্রিয়বস্তু,

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ,

সেই স্বনাম-ধন্য, সর্ব্বজন-বরেণ্য,

উদার-কীর্ত্তি, আনন্দমূর্ত্তি,

মহারাজ বাহাদুর

সার্ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের

সুখ-স্মরণীয়

সম্মানার্হ নামে,

প্রগাঢ়ভক্তি ও প্রণতির সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

জানকীর অগ্নিপরীক্ষাসংক্রান্ত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম পরিচ্ছেদ। এই পুরাতন ও পবিত্র কাহিনী, বাল্মীকির পৃথ্বীবিখ্যাত রামায়ণ ও পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক-কবিদিগের পুরাণে ও কাব্যোপাখ্যানে, যে ভাবে আলিখিত হইয়াছে, তাহা ভক্তির বিলাস-ক্ষেত্র-স্বরূপ ভারতবর্ষেই সম্ভবে। আমি কখনও, ভক্তির সে উচ্চগ্রাম ও অমৃতময় ধামে আরূঢ় হইয়া, ইহা লিখিবার আশা করি নাই। কেবল কথাটি, সরলভাবে ও সরল ভাষায়, সর্ব্বজন-বোধ্য প্রণালীতে বুঝাইবার জন্য যত্নপর হইয়াছি; এবং যাহাতে, কোন অংশে, বিদ্বজ্জনের চিত্তরঞ্জন কিংবা বৈজ্ঞানিক যশঃকামনার অনুরোধে, প্রকৃত-সত্যের অপলাপ না হয়, সে বিষয়েও সতত সাবধান রহিয়াছি। যদি বঙ্গের নব্য-শিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া, রাম-জানকীর জগদ্দুর্লভ বিশাল-চরিত্র-পাঠে আকৃষ্ট হন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকের মুদ্রণসময়ে, ইহার প্রূফ্-সংশোধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য, আমার সহোদর-সদৃশ-প্রীতিভাজন, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট চিরকালের তরে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

ঢাকা—বান্ধব-কুটীর।
২২শে ফাল্গুন ১৩১১ সন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা

কাব্য—ইতিহাস—বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"পাপ্মভ্যশ্চ পুনাতু বর্দ্ধয়তু চ শ্রেয়াংসি সেয়ং কথা মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।"*

আজি লঙ্কার উত্তর দ্বারে, সমুদ্রের তীরে,—সুবেল-নামক † অনুচ্চশৈল-শৃঙ্গের অদূরে, লোকে লোকারণ্য।

---

* সেই জগন্মঙ্গল্যা, জগজ্জনমনোহারিণী, জননীর ন্যায় জগতের হিতকারিণী, ভাগীরথীর ন্যায় দুরিতনাশিনী জানকীর চরিত্রকাহিনী মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুক, এবং সকলেরই শুভসম্পৎসংবর্দ্ধনে সার্থক হউক।

† বাল্মীকীয় ভূগোল অনুসারে লঙ্কার চারি দিকে চারিটি প্রান্তর ছিল

অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ ও অতুল-প্রতাপ রাবণের নিধন-সময়ে, লঙ্কার বহির্দ্দারে, লোকের যেরূপ ঘটা হইয়াছিল, আজি তাহা হইতেও অধিকতর ভয়ঙ্কর লোক-সংঘট্ট। এক দিকে, রাবণের প্রাচীর-পরিখা-পরিবেষ্টিত কাব্যকীর্ত্তিত রম্যলঙ্কা; আর এক দিকে, দক্ষিণভারতের মেখলারূপিণী, তুঙ্গতরল-তরঙ্গশোভিনী সমুদ্ররেখা। মধ্যে ধূ-ধূ-বিস্তারিত বৃহৎ প্রান্তর। কিন্তু সে বিশাল প্রান্তরে আজি তিলার্দ্ধস্থান শূন্য নহে। সমস্তই লোকে পরিপূর্ণ।

তবে এই বৈচিত্র্য, আজিকার এই লঙ্কাসন্নিহিত লোকারণ্য নিবাত-নিশ্চল অটবী, অথবা অসংখ্য-চিত্রিত-মূর্ত্তির প্রদর্শনীর ন্যায়, নিস্পন্দ ও নীরব। যেখানে, বিশেষ কোন কারণে, বহুলোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত সমাগম হয়, সেখানে, মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত মধুর ও কর্কশ, অস্ফুট ও উচ্চৈঃস্বরিত কথোপকথনে, কেমন একটা অদ্ভুত হল-হলা-শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু আজিকার এই লোকারণ্য, প্রবল ঝটিকার প্রাক্কালীন নিস্তব্ধ-প্রকৃতির ন্যায়, একবারে শব্দ-

উত্তর-দিগ্বর্ত্তি প্রান্তরের শেষ সীমায়, সমুদ্রের তটে, ক্ষুদ্র একটি পর্ব্বত ছিল, তাহার নাম সুবেল। যথা বাল্মীকীয় যুদ্ধকাণ্ডের ৩৭শ সর্গে,—

"সুবেলারোহণে বুদ্ধিং চকার মতিমান্ প্রভুঃ।
রমণীয়তরং দৃষ্ট্বা সুবেলস্য গিরেস্তটম্।"

শূন্য। যে, যেখানে, যে ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, সে, সেখানে, ঠিক সেই ভাবেই, প্রস্তর-নির্ম্মিত পুতুলের মত, আপনাতে আপনি স্থির রহিয়াছে;—মুখ ফুটিয়া কথাটি কহিতে অথবা মুখ তুলিয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সাহস পাইতেছে না। ইহার কারণ কি?

উল্লিখিত লোকারণ্যের মধ্যস্থলে, মৃন্ময় বেদীর উপরে, জটাবল্কল-বিলক্ষিত জগজ্জয়ী রাম, হাতের ধনুর্ব্বাণ দূরে ফেলাইয়া, অপ্রফুল্লবদনে ও অগ্নিবর্ষিনয়নে, বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন; এবং মাঝে মাঝে, আপনার মনঃপ্রাণ-দাহি দীর্ঘশ্বাসে ক্ষোভিত হইতেছেন। দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, রামের অস্থিপঞ্জরও যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; এবং তাঁহার হৃৎপিণ্ড কেমন একটা অন্তর্গূঢ় অভাবনীয় দুঃখে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইতেছে। রামের দক্ষিণে ও বামে, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণ প্রভৃতি লঙ্কা-সমর-সহায় সুহৃদ্বর্গ;—পুরোভাগে,—একটুকু দূরে, ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ ও ভক্তকুল-চূড়ামণি বীরাগ্রণী হনুমান্;—সম্মুখে,—নয়ন-সান্নিধ্যে—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী,—রমণীজন-স্পৃহণীয় নবনীত-কোমলা ও ঋষি তাপস-পূজ্য নির্ম্মল পবিত্রতার প্রতিকৃতিরূপিণী,—তপ্ত-কাঞ্চন-প্রতিমা জানকী।

জানকী কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মানা। যাঁহার কাছে, মিথিলার

রাজভবনে ও অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে. অসংখ্য আশ্রিতবর্গ দুঃখ-তাপ-হরা বরাভয়-করা দেবী-প্রতিমার নিকট ভক্তের মত, গদ্গদ-ভক্তিতে কৃতাঞ্জলি রহিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত, আজি সেই জানকী ক্লিষ্ট-কৃতাঞ্জলি-মূর্ত্তিতে অবনতবদনা। জানকী চিরজীবনই পতিপাগলিনী ও পতিসোহাগিনী,—পতিহৃদয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী রাজরাণী;—তথাপি, আজি অকস্মাৎ, পতিবিরাগে যার-পর-নাই বিপন্না। তিনি তাঁহার প্রেমানুবন্ধ ও প্রাণপ্রতিম পতির নিকট ইহ জীবনে কখনও যে ভাবে দণ্ডায়মান হন নাই, আজি সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার স্ফুট নীলোৎপলসদৃশ চক্ষু দুটি হইতে দর-দরিত ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। তাঁহার সুকুমার অঙ্গযষ্টি, অতি দুঃখিনী শোকাতুরার শরীরের মত, ক্ষণে ক্ষণে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। তিনি এইরূপে, মাথা হেঁট করিয়া, অশ্রুজলে ভাসিতেছেন; এবং হায়! এ কি হইল, যেন এই এক কথাই চিন্তা করিতেছেন।

কিন্তু জানকীর অশ্রুবর্ষণ অথবা অঙ্গোচ্ছ্বাসে ভয়ের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। তাঁহার দৃষ্টি কাতর; অথচ দয়ার্দ্রহৃদয়া দেবতার ধবল-বহুলা স্নিগ্ধ দৃষ্টির ন্যায়, স্নেহ ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ;—সময়ে সময়ে ঘৃণা ও অভিমানেও যেন একটুকু সঙ্কুচিত। উহা শ্রীরামচন্দ্রের বিষাদ-

মলিন মুখচ্ছবির দিকে এক এক বার কেমন এক ভাবে আকৃষ্ট হইতেছে; এবং যেন দয়ায় গলিয়া,—আপনাকে ভুলিয়া, দৃষ্টির সেই অনির্ব্বচনীয় অস্ফুট ভাষায়, ধীরে ধীরে কহিতেছে,—হা রাম! তুমি আমায় চিনিলে না! হা হৃদয়বল্লভ! হা আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমি, এত বড় হৃদয়িক মহাপুরুষ এবং এত হৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াও, তোমার এ চিরসঙ্গিনীর হৃদয়টারে তৌলাইয়া বুঝিতে সমর্থ হইলে না।

লোক-ভয়ঙ্কর লঙ্কাযুদ্ধের অবসান সময়ে,—জয়-জয়-কোলাহলময় বিজয়মহোৎসবের শুভ-অভ্যুদয়ে, আজি সকলেই এইরূপ স্বপ্নাতীত অশুভ বিষাদে বিষণ্ণ দৃষ্ট হইতেছেন কেন? দেব-নর-দুরাধর্ষ দুর্ব্বৃত্ত রাবণ,—দক্ষিণ-ভারতের শরীরবদ্ধ শল্য, অথবা সর্ব্বপ্রকার দুঃখদুর্গতির একমাত্র কারণ, "সবংশে নির্ব্বংশ" হইবে, এবং তাঁহার বীর-প্রাচীরা, বীর-হুঙ্কার-মুখরা পৃথ্বীবিজয়িনী লঙ্কা, রামচন্দ্রের চরণতলে লুঠিত হইয়া, ভারত-ললনা ও ভারতীয় বনবাসী ঋষিদিগকে নিঃশঙ্ক করিবে, ইহা কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। আজি সেই রাবণ, রাম-শরে নিহত হইয়া, হতভাগ্য পামরের ন্যায়, ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছে; এবং তাহার লঙ্কারাজ্য ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে,—লঙ্কার সর্ব্ব-

বিধ সম্পদ, যেন সতী সাধ্বী জানকীর শাপানলে ভস্মীভূত হইয়া, সমস্ত সংসারের বিস্ময় জন্মাইয়াছে; অথচ কাহারও মুখে হাসি ফুটিতেছে না,—কেহই একবার রামচন্দ্রকে অভিনন্দন অথবা সে রামময়জীবিতা জানকীরেও অভিবাদন করিতেছে না, ইহার কারণ কি?

কারণ—অশ্রোতব্য ও অনুচ্চার্য্য কথা; কারণ—জানকীর চারিত্র-তথ্যনির্ণয়,—অথবা যে জানকীর জন্মগ্রহণে এ জগৎ পবিত্র হইয়াছে,—যাঁহার চারিত্রশক্তির অলৌকিক প্রভাবে মনুষ্যের কাব্যে অমৃতসিন্ধু উছলিয়াছে,—মনুষ্য-জগতের কোটি হৃদয় স্বর্গীয়পবিত্রতার সুধাস্বাদে অধিকারি হইয়া শত হস্ত উপরে উঠিয়াছে,—যাঁহার নামমাত্র-উচ্চারণেও জীব-হৃদয়ের পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই জ্বলদগ্নি-নিভা, জ্যোতিঃ পুণ্যশ্লোকা জনকনন্দিনীর অগ্নি-পরীক্ষা।

অগ্নিপরীক্ষা, এক অর্থে, উচ্চপদারূঢ় উন্নত জীবনের অপরিহার্য্য সঙ্গী। সোনা যেমন, আগুনে সন্তাপিত কিংবা সুচারুরূপে অগ্নিপরীক্ষিত না হইয়া মনুষ্যের আভরণ হইতে পারে না; সেইরূপ, যাঁহারা মনুষ্যজাতির সোনা,—চিত্তের উচ্চতা ও উদাত্ততা, এবং চরিত্রের অলোক-সাধারণ মহত্ত্ব অথবা পবিত্রতায় সুবর্ণজাতীয়, তাঁহারাও

অশেষপ্রকারে, অগ্নিপরীক্ষার অধীন না হইয়া, জগতের আলোক অথবা জগতীয় নর-নারীর আদর্শস্থানীয় হইতে সমর্থ হন না। বস্তুতঃ, যাঁহারা মানবসমাজে কোন না কোন অংশে বড়,—জ্ঞানে গুণে, প্রতিভার জ্যোতিতে, প্রতিষ্ঠার গৌরবে, অথবা নিত্যজীবনের নির্ম্মল-প্রেমময় নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে, সাধারণ মনুষ্য হইতে একটুকু বেশী সমুচ্ছ্রিত, তাঁহারা কেহই, সংসারে আসিয়া, সুখ-শয্যায় শয়ান রহিয়া, দিনপাত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলেই, কোথাও কালের অপূর্ণতায়, কোথাও নিম্নস্তরস্থিত মানব-সমাজের ঈর্য্যা ও অসূয়ায়,—কোথাও বা কেমন এক-প্রকার অচিন্তিত বিপাক-বিড়ম্বনায়, অথবা অপরিজ্ঞেয় দৈবী ব্যবস্থায়, কোন না কোনরূপ অগ্নিপরীক্ষার অধীন হইয়াছেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ, সে তুষানলবৎ নির্দ্দয়-পরীক্ষার নিদারুণ দাহে, অহোরাত্র দগ্ধ হইয়াও, মনুষ্যজাতিকে অভিসম্পাতের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রদানের দ্বারা, মনুষ্যত্বের মহিমা বাড়াইয়াছেন।

ইহাঁর সাক্ষী ইতিহাস। ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে প্রবর্ত্তমান অধ্যায় পর্য্যন্ত পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে, এই কথাই মুখ্য কথা। ইয়ুরোপীয় সাহিত্যসভ্যতার আদি প্রস্রবণ প্রতিভার বিগ্রহ হোমার; আর সূক্ষ্মার্থজ্ঞান-

সম্পদের প্রথম-প্রতিষ্ঠাতা, সর্ব্বজন-হিতৈষী, সদানন্দ সক্রেতিস্। আজি ইয়ুরোপ অশেষবিধ-সারস্বত বৈভবে অবনীর আদর্শস্থান হইয়া থাকিলেও, হোমার ও সক্রেতিসের নাম, সে বৈভব-রাশির উর্দ্ধতন স্থানে, উজ্জ্বলতম মণি-মাণিক্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর কি বিচার! যে দুই মহাপুরুষের নাম-মাহাত্ম্যে ইয়ুরোপের এত অভিমান, এত আদর, তাঁহাদিগের একজন,—অর্থাৎ কবিগুরু হোমার, স্বজাতির দ্বারে দ্বারে, কাঙ্গালের মত মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া, অকথ্য কষ্টেস্বষ্টে দিনপাত করিয়াছেন; এবং আর একজন,—অর্থাৎ জ্ঞানগুরু সক্রেতিস্, কতকগুলি অকাল-বৃদ্ধ অবোধ মূর্খের ঈর্ষ্যামূলক অবিচারে, বিষপানে তনুত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন!

ফরাসি জাতির রাজকীয় ইতিহাস, উহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া অবিচার, অত্যাচার, প্রজার হাহা-কার এবং পাশব-সুখলালসার প্রমত্তবিকারের সুদীর্ঘ ইতি-হাস। যাঁহারা রাজশক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া ফরাসি জাতির রাজসিংহাসনকে অলঙ্কৃত অথবা অবমানিত করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগ-বিলাস-সম্পর্কে না করিয়াছেন, এমন দুষ্কার্য্য নাই; এবং লোক-নিপীড়ন-সম্পর্কে না অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এমন পাতক নাই। গ্রাম্যভূমির ছাগ-কুক্কুর এবং বন-ভূমির

বিষ-সর্প ও ব্যাঘ্র-ভল্লুকও তাঁহাদিগের অনেকের তুলনায় প্রীতিকর পবিত্র বস্তু। ফ্রান্সের তাদৃশ সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীরা —চার্লস * হেন্‌রি ও চতুর্দ্দশ লুইর মত সম্রাট, এবং মারগারিটা ও ক্যাথেরিনার মত সম্রাজ্ঞীরা, সোনার অট্টালিকায়, শতসুন্দরীবেষ্টিত সোহাগের শয্যায়, সুখ-সচ্ছন্দে বাস করিয়া, সম্পদের ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গিয়াছেন; অথচ যে রাজদম্পতি রাজ্যের মঙ্গলসাধনকেই আপনাদিগের পার্থিব জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া জানিতেন, এবং দীন দুঃখীর দুঃখের কথা শুনিলে অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের জন্য যত্নপর হইতেন, সেই সাধুস্বভাব ষোড়শ লুই ও সুকুমার-মূর্ত্তি মেরায়া এণ্টোনেটা, নিজ নিজ দেহপ্রাণের প্রত্যেক পরমাণুতে জ্বলন্ত সূচিভেদের যন্ত্রণা ভুগিয়া, এবং জীবনব্যাপি অগ্নিপরীক্ষার চরম দশায় পঁহুছিয়া, অবশেষে, পুত্রপ্রতিম প্রজার বিচারে, পশুর ন্যায় কুঠারঘাতে নিহত হইয়াছেন।

* রত্নগর্ভা (!) ক্যাথারিনার দ্বিতীয় পুত্র নবম চার্লস। ক্যাথারিনা তাঁহার বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অতি সূক্ষ্ম বিষপ্রয়োগে বিনষ্ট করিতেন; পুত্র চার্লস অপেক্ষাকৃত সরল, তিনি আহূত অতিথিদিগকে স্বহস্তে গুলি করিয়া মনের ফূর্ত্তিতে খল-খল হাসিতেন। কিন্তু এইরূপ হইয়াও ইহারা রোমের টাইবিরিয়স প্রভৃতি সম্রাটের তুলনায় উচ্চতর শ্রেণীর জীব।

তাই বলিয়াছি, যাঁহারা মানবজাতির আভরণ, অগ্নি-পরীক্ষা তাঁহাদিগের অপরিহার্য্য। অগ্নিপরীক্ষার সে অর্থে, মা জানকীর অমিয়-মধুর অনবদ্যজীবন, জীবনের প্রথম-উন্মেষ হইতেই, এক অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ পরীক্ষা। জানকী জন্মিয়া অবধি জননীর মুখ দেখেন নাই,—জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শীতল হন নাই,—জননীর স্তন্য পান করিয়া প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করেন নাই। তথাপি, আপনার প্রকৃতি-নিহিত চারুচরিত্রের স্বাভাবিক-বিকাশে, সর্ব্বপ্রকার সুস্নিগ্ধ, সুমধুর, সুকোমল গুণে সংবর্দ্ধিত হইয়া, এ সংসারে, রমণীজাতির শিরোমণি-স্বরূপ শোভা পাইয়াছেন। তাঁহার মা নাই; তিনি সহিষ্ণুতার প্রতিমাসদৃশী পৃথিবীকে মাতৃ-জ্ঞানে পূজা করিয়া, আপনিই পৃথ্বীস্থ প্রাণিনিচয়ের মাতৃ-স্থানীয় হইয়াছেন। ইহা সামান্য পরীক্ষা নহে।

তার পর পরীক্ষা পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণে। বালিকারা, নবযৌবনের প্রথম-স্ফূর্ত্তি-সময়ে, আশার অনুরূপ বর ও অভিলষিত বিবাহের কথা চিন্তা করিয়া, কতই আনন্দ ও আমোদ করিয়া থাকে। জানকী, তাদৃশ অবস্থায়, আনন্দ ও আমোদের পরিবর্ত্তে, অহোরাত্র দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছেন; এবং আপনার উচ্চচরিত্রের উপযোগি পতিলাভের প্রার্থনায় ঈশ্বরের দিকে ঊর্দ্ধনয়নে তাকাইয়া, দিনপাত করিয়াছেন।

তাঁহার অলোক-সামান্য অতুল রূপের কথা শুনিয়া মিথিলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, সকল দেশের সমস্ত বীর-পুরুষেরাই, বরবেশে, তদীয় পিতৃনিবাসে, উপস্থিত হইয়াছে ; এবং তিনি কর্ম্মবিপাকে কাহার হাতে গড়াইয়া পড়েন,—কিরূপ পিশাচ অথবা পাপিষ্ঠের পদসেবা করিতে বাধ্য হন, এই কথা লইয়া, সর্ব্বত্রই আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু কনকলতা জানকী, এই অনিচ্ছায়ত্ত অদৃষ্টপরীক্ষায়ও, যেন আপনার হৃদয়শক্তির অলক্ষিত আকর্ষণে, লোকাভিরাম রামচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী হইয়া, পিতা ও পিতৃবন্ধুদিগের মনোরথ-সাফল্যের কারণ হইয়াছেন।

জানকীর তৃতীয় পরীক্ষা অভিষেকের উৎসব-সময়ে। রাজাধিরাজ দশরথ রামচন্দ্রকে যুবরাজের পদে অভিষেক করিবেন, এবং জানকী যুবরাজী হইয়া, তদানীন্তন ভারতের রাজসিংহাসনে রামের বামে বসিবেন। জানকীর কি ভাগ্য! জানকীর এই অসম্ভাবিত সৌভাগ্য প্রসঙ্গে, অযোধ্যার ঘরে ঘরে আমোদ ও আনন্দের উৎসব হইতেছে,—সমান-বয়স্কা সুন্দরী ও সখীদিগের মধ্যে সরস-মধুর প্রমোদ-পরিহাসের কথা চলিতেছে ; অথচ জানকীর জগন্মঙ্গল ও জগদালোচ্য অদৃষ্ট তাঁহাকে জটাবল্কলধারী রামচন্দ্রের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের দুর্গম-বর্ত্মে লইয়া যাইতেছে। ইহা কখনও সাধারণ পরীক্ষা নহে।

জানকী যদি ইচ্ছা করিতেন,—জানকী যদি সংসারের মেয়েদিগের মত সাংসারিক সুখের উপাসনা করিতে জানিতেন, তাহা হইলে, তিনি শ্বশ্রূবৃন্দ ও শুভাভিলাষি সুহৃদ্বর্গেরও মন রাখিতে পারিতেন; এবং অনায়াসে অযোধ্যায় থাকিয়া প্রাসাদবাসের সৌভাগ্যসুখে দিনপাত করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাঁহার মত আদর্শরমণীর আদর্শ জীবনে ইহা সম্ভবপর নহে। তিনি পৃথিবীর অনন্তকোটি অবলাকে পতিপ্রাণা ও পতিমাত্রপরায়ণা প্রেমময়ী সতীর পবিত্র-জীবন-সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার জীবনে প্রাসাদ-বাসের সুখসম্ভোগ সংঘটিত হইবে কেন? তিনি পতির সহিত বনবাসিনী হইলেন; এবং সুখ-সৌভাগ্য-লালিতা সুন্দরী যুবতী, কিরূপে পতিপ্রেমের পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়া, প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম-পরায়ণ, পুণ্যানুষ্ঠান-জীবন, পুরুষসিংহ রামচন্দ্রেরও বিস্ময় জন্মাইলেন।

তখন এক দিকে ভারত-রাজধানী অযোধ্যার অপ্রতিম বৈভব ও ভোগবিলাসের অনন্ত সামগ্রীসম্ভার; আর এক দিকে জানকীর প্রেমময় প্রাণ। এক দিকে কুলগুরু বশিষ্ঠ, কুলদেবতা অরুন্ধতী,—শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও সখিজনদিগের

অনুরোধ ও উপরোধ, আর এক দিকে জানকীর প্রেমময় প্রাণ। এক দিকে অসংখ্য দাস ও দাসীর আর্ত্তনাদ,—অসংখ্য অনুগত প্রজার হাহাকার ও অনুনয়-প্রার্থনা ; আর এক দিকে জানকীর প্রেমময় প্রাণ। এক দিকে সর্প শ্বাপদ-সঙ্কুল কণ্টক-কঙ্করাকীর্ণ দুর্গম-বনের বিভীষিকা, এবং বৃক্ষ-তলে তৃণ-পত্র-শয্যা ও বনবাস-জীবনের ত্রাস-জনক রুক্ষ-চিত্র ; আর এক দিকে জানকীর প্রেমময় প্রাণ। কিন্তু সেই পৃথ্বীবিশ্রুত ভয়ঙ্কর-চিত্তপরীক্ষায় পৃথিবীর সমস্ত সম্পদই ধিক্কৃত, উপেক্ষিত ও অধঃপতিত হইল ; এবং পতিপ্রাণা জানকীর প্রেমময় প্রাণ, শতচন্দ্রসমুজ্জ্বল সুশীতল-কান্তিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া, অবনীর অসংখ্য নর নারীকে প্রেমের অপ্রাতিম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিল।

যখন মাতা কৌশল্যা প্রভৃতি মাননীয় গুরুজনেরা সকলেই, জানকীরে বনবাস-সঙ্কল্পে নিবৃত্ত করিবার জন্য, একে একে প্রয়াসপর হইয়া, পরাভব পাইলেন, তখন রামচন্দ্র স্বয়ংও তাঁহার কচি-কিসলয় তুল্য হাত দুখানি হাতে তুলিয়া লইয়া, অশেষ-বিশেষে উপদেশ দিলেন। ভয় দেখাইলেন,—ভাবি সুখ সম্পদের চিত্র প্রদর্শন করিলেন, এবং ভালবাসার কথা কহিয়াও অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু যে জানকী লজ্জাবতী লতার ন্যায়, লজ্জায় সতত জড়সড় রহিতেন,—

রামচন্দ্রের চক্ষের দিকে চাহিয়া কথাটি কহিতে হইলেও লজ্জায় একেবারে যেন মরিয়া যাইতেন,—যিনি এতকাল প্রেমবিহ্বলা যুবতীর ন্যায় প্রেমের আনন্দ ও প্রমোদ-প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন প্রসঙ্গেই প্রাণপ্রিয় পতির সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসেন নাই,—স্বপ্নেও কখনও পতিহৃদয়ের প্রতিকূলতা করেন নাই,আজি সেই জানকী, বৃদ্ধাদিগের কাছে ভীরুস্বভাবা বালিকাটি হইয়াও, অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা তাপসীর ন্যায়, সকলকে পতিব্রতা ধর্ম্মের সারতত্ত্ব কথাচ্ছলে বুঝাইলেন,—কথাপ্রসঙ্গে আপনার গভীর প্রাণ-নিহিত প্রেমের পবিত্র রহস্য পরিব্যক্ত করিয়া, আদর্শসতী অরুন্ধতীকেও ভক্তি ও বিস্ময়ে মাথা নোয়াইতে বাধ্য করিলেন।

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা বুঝিতে হইলে, জানকীচরিত্রের এই অংশ,—ঐতিহাসিক কাব্যের এই অতুল চিত্র সকলেরই একান্ত মনঃসন্নিবেশের সহিত পাঠ করা আবশ্যক ;—জানকীর মুখে এ সময়ে যে সকল কথা ফুটিয়াছিল, তাহা রমণী মাত্রেরই হৃদয়ে, চিরকালের তরে, দৃঢ় মুদ্রিত থাকা প্রার্থনীয়। জানকী কি প্রকৃতির মেয়ে,—তিনি কিরূপ প্রাণ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন,—তিনি তাঁহার প্রেমভক্তির ইষ্টদেবতা প্রাণারাধ্য রামচন্দ্রকে কিরূপ তপস্বিনীর প্রাণে ভালবাসিতেন, তাহার কতকটা না বুঝিলে,

তাঁহার অগ্নিপরীক্ষার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে কেন? জানকী কহিলেন,—

"নাথ, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, প্রিয়সখী অথবা আপনার প্রাণটাও, পতিপ্রাণার নিকট, পতির তুলনায় কিছুই নহে। * কেন না, কিবা ইহলোকে, কিবা পরলোকে, পতিই অবলার একমাত্র গতি। অতএব, তুমি যদি অদ্যই বনবাসী হইয়া

* "ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ,
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব,
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্।
ঈর্ষারোষৌ বহিষ্কৃত্য পীতশেষমিবোদকম্
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে।
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ,
অচিন্তয়ন্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্।
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী,
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু।
সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ,
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ!
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি,
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসিচ।
সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী,
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ।"

অযোধ্যাকাণ্ড ২৮শ সর্গঃ। অনুবাদে যাহা আছে, তাহার সমস্ত মূল অংশ স্থানাভাববশতঃ উদ্ধৃত হইল না।

দুর্গম বনে প্রবেশ কর, আমিও পদতলে পথের কুশ-কণ্টক দলন করিয়া তোমার আগে আগে যাইব। আমি তোমার কথা রাখিলাম না বলিয়া, ক্রোধ করিও না,—বিরক্ত হইও না। পথিক যেমন, দূরপথে যাইতে হইলে, আপনার পানাবশেষ শীতল জলটুকু প্রীতির সহিত সঙ্গে লইয়া যায়, তুমিও সেইরূপ তোমার এ সাথের সাথীরে প্রীতির সহিত সঙ্গে লইয়া যাও। আমি ত তোমার কাছে কখনও কোন অপরাধ করি নাই। এমন অবস্থায়, তুমি কিহেতু, আমায় গৃহে রাখিয়া, একাকী বনে যাইবে? আমি ত্রৈলোক্যের সুখ-সম্পদও চিন্তা করি না, চিন্তা করি পতিপদ-সেবা,-চিন্তা করি আমার পতিব্রতাধর্ম্ম। সুতরাং আমি আমার পিতার রাজভবনে যেমন সুখে ছিলাম, তোমার সহিত গহন-বনেও সেইরূপ সুখে থাকিব। আমি, নিয়মধারিণী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায়, তোমার নিত্যসঙ্গিনী হইয়া,নিয়ত তোমার সেবাশুশ্রূষা করিব; এবং বনফুলের সুরভি গন্ধেই সন্তৃপ্ত রহিয়া তোমার সঙ্গে বনে বনে বেড়াইব। তুমি এখন আমার মনের কথা বুঝিলে ত, নাথ? আমি তোমার সেই জানকী।"

"মহাভাগ, আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত বনবাসিনী হইব; তুমি কখনও আমার এই সাধু সঙ্কল্পে বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যেমন ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ

করিবে; আমিও, ক্ষুধা পাইলে, সেইরূপ ফলমূল মাত্র খাইয়া, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। আমি কখনও কোনরূপ সুখ-লালসায় তোমায় কোন কষ্ট দিব না,—কোনরূপেই তোমার দুঃখের কারণ অথবা দুর্ব্বহ বোঝা হইব না। আমি তোমার আগে আগে যাইব, এবং তোমার ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু পাই, তাহাতেই পরিতৃপ্ত রহিয়া বন-নদী, বন-গিরি, বনের পল্বল ও বন-সরোবরের টল-টল জল মনের সুখে দেখিব। এক দিন নয়, দু দিন নয় নাথ, তুমি যদি শত বৎসর অথবা সহস্র বৎসর বনে বাস কর, আমিও তাহা হইলে, ঐ শত বৎসর কিংবা সহস্র বৎসরই, তোমার সহিত বনে রহিব এবং কোনরূপে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিলে, তাহাতেই আমি যার-পর-নাই আনন্দে থাকিব।

"আমার হৃদয়, মন ও প্রাণ,—আমার স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি, এ জগতে একমাত্র তোমাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। * আমি তোমা বই আর জানি না, তোমার চরণচিন্তা ভিন্ন

* অনন্যভাবামনুরক্তচেতসাং
ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি।
ইত্যাদিকানি।

আর কিছুতেই শান্তি পাই না। অতএব মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমায় ফেলাইয়া যাইওনা,—আমি কোন অংশেও তোমার ক্লেশের কারণ হইব না। কিন্তু তুমি আমায় তোমার সঙ্গিনী করিয়া না লইলে,—তোমার সহিত বিযুক্ত হইলে, আমি নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাসে গড়াইয়া পড়িব। আমি যখন তোমার পিছে পিছে যাইব, তখন সে বনপথ আমার কাছে বিহারশয্যার ন্যায় সুখ-সেব্য বোধ হইবে। বনের কুশ, কাশ, শর ও ঈষিকা প্রভৃতি কণ্টক-বৃক্ষ আমাকে কোনরূপ ক্লেশ দিতে পারিবে না। আমি উহাদিগকে সুকোমল তূলাচ্ছদ-মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ মনে করিব। বনে যদি প্রবল-বায়ু সমুত্থিত ধূলিজালে আচ্ছন্ন হই, আমি সে ধুলিপটলকে সুশীতল চন্দন জ্ঞানে আদর করিব; এবং বনে যখন তোমার পদপ্রান্তে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিব, তখন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদের কম্বলাস্তীর্ণপর্য্যঙ্ককেও তুচ্ছ বলিয়া ভাবিব।

"পুনরপি কহিতেছি নাথ, আমি বনে, পিতা মাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, এবং অযোধ্যার প্রাসাদের কথা ভুলিয়াও চিন্তা করিব না। আমি তোমায় সত্য বলিতেছি, আমার জন্য তুমি কোন প্রকারেও ক্লেশ পাইবে না। তোমার সাহচর্য্যই আমার সাক্ষাৎ স্বর্গ, তোমার সহিত

বিচ্ছেদই নরক। * তুমি ইহা জানিয়া হৃদয়ে প্রীত হও, এবং আমারে তোমার সঙ্গে লও। যদি তাহা না কর, তাহা হইলে অদ্যই আমি বিষপানে এ দেহ বিসর্জ্জন করিব। যাহারা তোমাতে বিদ্বেষী, তোমার জানকী কখনও তাহাদিগের বশতাপন্ন হইয়া পৃথিবীতে বাস করিবে না।”

দশরথ ও রামের অযোধ্যা সে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রধানা নগরী,—এবং অসংখ্য সমৃদ্ধ নর-নারীর নিবাসভূমি। অযোধ্যার বৃদ্ধ ও যুবা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত,—অযোধ্যা-বাসিনী পতিসোহাগিনী এবং অযোধ্যার কাঙ্গালিনী, সকলেই জানকীর সর্ব্বত্যাগি অধ্যবসায় দেখিয়া রমণীচরিত্রের চরম-উৎকর্ষ চিন্তা করিতে বাধ্য হইল,—যাহারা স্বার্থসুখকেই সংসারের সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিত, তাহারাও জানকীর কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল আপনাদিগের স্বার্থমুগ্ধতা ভুলিয়া গেল। জানকীর কথাগুলি, দেবার্চ্চনার নির্ম্মাল্য ফুলের মত, কালের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া, পৃথিবীর অসংখ্য কাব্য ও সংগীতের উপাদানস্বরূপ হইয়া রহিল।

জানকীর চতুর্থ পরীক্ষা চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে। অযোধ্যা

---

* যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা,
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ।
অথ মামেবমব্যগ্রাং বনং নৈব নয়িষ্যসে,
বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্।”

হইতে দণ্ডকারণ্য,—দণ্ডকারণ্য হইতে দক্ষিণাপথে জনস্থানের প্রান্তপরিসর পদব্রজে একমাস কি দুই মাসের পথ নহে; এবং বন বলিলে এখন লোকে যাহা বুঝে, সে বনভূমিও সে প্রকারের বন নহে। কিন্তু জানকী, জনক-হেন রাজার কন্যা, দশরথ-হেন রাজাধিরাজের পুত্রবধূ, এবং ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও, শুধু পতিপ্রেমের আকুলতায়, এই সমস্ত পথ পাদচারে চলিয়া গিয়াছেন;—পথক্লেশে অবসন্ন হইয়া পড়িলেও, পতির মুখমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই প্রাণে প্রফুল্ল রহিয়াছেন;—পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটিলে হাসি মুখে তাহা সহিয়া লইয়াছেন;—গাছের তলায় কঙ্কর-সংকীর্ণ ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়াও আপনার প্রাণাধিক পতিকে প্রীতপ্রফুল্ল রাখিতে যত্ন পাইয়াছেন;—এবং গৃহবাসে বহুসংখ্য দাসদাসীর দ্বারাও যাহা না সম্ভবে, আপনি একা তাহা সে সুকুমার বয়সে, অহরহঃ অক্লান্তশরীরে সম্পাদন করিয়া,—দূরস্থিত গোদাবরী হইতে জলের কলসী কাঁখে বহিয়া,—ফুল তুলিয়া, ফল আহরিয়া,—বিবিধ সুখাদ্য ও সুপেয় বস্তু সতত কুটীরে প্রস্তুত রাখিয়া, রাজ্যাধিকার-বঞ্চিত নির্ব্বাসিত পতির তাপিত প্রাণ সুখশান্তিতে শীতল রাখিয়াছেন।

তার পর সে বন। যাঁহারা বাল্মীকির মহাকাব্য এবং তদীয় পদাঙ্কচারী প্রসিদ্ধ কবি ভবভূতির উত্তরচরিত পড়িয়া-

ছেন,—উত্তরচরিতের দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি গিরি-নদী-নির্ঝর-সমাকুল বিশাল-বনভূমির সে বিচিত্র বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানকীর বন-বাস-দুঃখ কতকটা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। বনে কোথাও ক্ষুধিত ব্যাঘ্রনিবহ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া, বনভূমিকে নিনাদিত করিতেছে; কোথাও উচ্চণ্ড ভল্লুকসকল, পালে পালে ও দলে দলে পরিভ্রমণ করিয়া, বন্য জন্তুরও শঙ্কা জন্মাইতেছে;—কোন স্থানে বা বৃহৎকায় অজগর সকল,নিশ্বাস-বহ্নিতে দাবানল সৃষ্টি করিয়া, বনের প্রচ্ছায়-শীতল শ্যামল প্রদেশ-সমূহ পোড়াইয়া ফেলিতেছে; এবং বিকটমূর্ত্তি বনেচর রাক্ষসেরা, হাতে বিবিধ বিষাক্ত অস্ত্র লইয়া মানুষের সর্ব্বনাশ-বাসনায়, সর্ব্বদা চারিদিকে ঘুরিতেছে। পতিপ্রাণা ও প্রেমমাত্রপরায়ণা জানকী, ইহার মধ্যেও, নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে, দিবারাত্রি পতিসেবায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন; এবং পতির মুখখানি মুহূর্ত্তের তরেও মলিন দেখিলে, তাঁহাকে একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য, আপনার একটা প্রাণকে যেন শত প্রাণে প্রসারিত করিয়া, তাঁহার পদতলে পাতিয়া দিয়াছেন।

জানকীর জীবনব্যাপি অগ্নিপরীক্ষার পঞ্চম পরিচ্ছেদ রাবণের অশোকবনে। তিনি তিলার্দ্ধকাল যে রামের বিরহ-বেদনা সহিতে পারেন নাই,—যাঁহারে নয়নের অন্তরালে

রাখিয়া পিতৃভবনে যাইতেও প্রাণে স্ফূর্ত্তি বোধ করেন নাই, এখন কোথায় তাঁহার সে প্রেমময় রাম, আর কোথায় তিনি! তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা একটি পুরাতন কবিতায় সুচারুরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। জানকী সাধুমতি বিভী-ষণের সহধর্ম্মিণী সরমারে সম্ভাষণ করিয়া কহিয়াছিলেন,—

"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে
ময়া বিশ্লেষ-ভীরুণা,
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে
সরিৎসাগর-ভূধরাঃ।

"সখি, আমি কখনও গলায় হার পরি নাই। গলায় হার পরিলে, রাম-হৃদয়ের সহিত আমার এ তৃষাতুর হৃদয়ের অতটুকু বিচ্ছেদ হইবে, এই ভয়েই আমি হার পরিতে ভাল-বাসি নাই;—একগাছি সূক্ষ্ম সূত্রের মত হারের দ্বারা যত-টুকু বিচ্ছেদ অথবা ব্যবধান সম্ভবে, তাহাও আমার প্রাণে ভাল লাগে নাই। এখন পৃথিবীর কোন্ দেশে আমার সে রাম, আর কোন্ দেশে সেই আমি; এবং আমাদিগের দুই-য়ের মধ্যে কত সরিৎসাগর ও পর্ব্বতের ব্যবধান!"

জানকী রামের প্রেমে এমনই উন্মাদিনী ছিলেন বটে। কিন্তু, তিনি আর কি তাঁহার প্রাণাধিক রামচন্দ্রের পদারবিন্দ দর্শন করিতে পাইবেন? আর কি ফিরিয়া রামের সহিত, প্রাণ-

শীতলা ভালবাসার অমিয়সাগরে মরালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া, পৃথিবীর মনুষ্যকে স্বর্গীয় প্রেমের প্রতিভা দেখাইবেন? আবার কি কখনও, সমুদ্রপরিখা পার হইয়া, পুণ্যময় ভারত-ভূমিতে, ভারতেশ্বরীর স্বর্ণসিংহাসনে, রামের বামে উপবিষ্ট হইবেন? আবার কি কখনও, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইয়া, অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত, অসংখ্য লোক পালন এবং অসংখ্য লোকের দুঃখ ও সুখ-শান্তি বিধানের দ্বারা আপনার পরার্থ-জীবন সফল করিবেন? মনে এখন আর সে আশা নাই। রাক্ষসের সে নরকনিবাসে দেহ প্রাণে রক্ষা পাইবেন, এখন এমনও ভরসা নাই। আছে একমাত্র আপনার অমল-তেজঃপুঞ্জ ঊর্দ্ধোন্মুখ আত্মার অজেয় বল, আর আছে আপনার হৃদয়নিহিত দেব-দুর্লভ পবিত্রতা ও পতিপ্রেমের পুণ্যসম্বল। কিন্তু সে বল ও সে সম্বল উভয়ই এত বেশী যে, তিনি পাপাত্মা লঙ্কাধি-পতির অশোকবনে, অসহায়া হইয়াও, আপনাতে আপনিই অমিত সহায়-শৌর্য্য-সম্পন্না;—একাকিনী হইয়াও,অলৌকিক শক্তিশালিনী দেবতার মত, সরমা ও ত্রিজটা প্রভৃতি তদ্গত ভক্ত ভিন্ন, অন্য সকলেরই অনধিগম্যা।

বিকট দশনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা, দূরে দূরে জানকীরে অহোরাত্র বেষ্টিয়া রহিয়া, কখনও কল্পনার অতীত ভয় দেখা-

ইতেছে, কখনও সুখ-সম্পদের লোভ দেখাইয়া মন ভুলাইতে প্রয়াস পাইতেছে;—রাবণ আপনি সেখানে পুনঃ পুনঃ আসিয়া কখনও খড়্গহস্তে তর্জ্জন করিতেছে,—কখনও কর-পুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, লঙ্কার সাম্রাজ্যসম্পদ্ জানকীর পায়ে উপহার দেওয়ার জন্য, যাচমান হইতেছে। কিন্তু, পতিপ্রাণা জানকীর অত্যুগ্র পবিত্রদৃষ্টি, প্রদীপ্ত দামিনীর ন্যায়, কেমন এক লোকাতীত শক্তি প্রকাশ করিয়া, সকল-কেই শত হস্ত দূরে রাখিতেছে;—যে রাবণ পৃথিবীর কোথাও পরাভূত হয় নাই, সেও সেখানে, সতীর সে প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে, কেমন এক প্রকার পরাভব পাইয়া,ক্রোধে দুঃখে ও মনঃক্ষোভে, থর থর কাঁপিতেছে। সতীচরিত্রের অগ্নিপরীক্ষা সাহিত্যজগতে শত শত কাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ সমস্ত কাব্যই, জানকীর চরিত্রপরীক্ষারূপ জগদ্দুর্লভ দেব-কাব্যের নিকট, মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর জ্যোতির সান্নিধ্যে, সামান্য দীপশিখার ন্যায়. ক্ষণকাল নিবু নিবু জ্বলিয়া, এক-বারে নিবিয়া যাইতেছে। ধন্য ভারতভূমি! ধন্য ভারতীয় আর্য্যের ধর্ম্মপ্রাণা সভ্যতা! ধন্য ভারতের আদি কবি বাল্মীকি! ধন্য কাব্য ও ইতিহাসের চির-আরাধ্যা জগৎ-পাবনী মা জানকী!

জানকীজীবনের যষ্ঠ পরীক্ষা আজি সমুদ্রের তটে স্বামি-

সান্নিধ্যে। এ পরীক্ষা রূপক নহে, ইহা সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্ববিধ অর্থেই প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা। জন্মদুঃখিনী জানকী, দশমাস কাল, রাবণের অশোকবনে, মনোবুদ্ধির অচিন্তনীয় অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া, এবং অতি ভয়ঙ্কর চরিত্রপরীক্ষায় শুধুই আপনার অপ্রতিহত আত্মার সামর্থ্যে চারিত্রপবিত্রতা রক্ষা করিয়া, পতির সন্নিহিত হইয়াছেন;—এত দুঃখ, এত কষ্টের পর, পতি আজি প্রাণভরা ভালবাসার প্রিয়কথায় তাঁহার প্রাণ জুড়াইবেন ভাবিয়া, আশাপথ চাহিয়া আছেন। তাহাতে অকস্মাৎ এ কি হইল! তিনি মনে করিয়া আছেন, তাঁহার প্রাণারাম রাম, আজি তাঁহাকে নয়নজলে স্নান করাইয়া, নির্ম্মল মুক্তামালার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিবেন; রামের সে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আজি কোথা হইতে, কি কারণে, এ দুর্ব্বার-দারুণ পরিবর্ত্ত ঘটিল?

পতিপ্রাণা রমণীরা, এ পৃথিবীতে, মনুষ্যের পাপাচারে, অনেক সময়ই অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু জানকীর আজিকার দুঃখ সমুদ্র হইতেও গভীর; এবং শৈল-দেহব্যাপি দাবানল হইতেও দুন্নিরীক্ষ্য। তিনি যে পতিকে, আপনার প্রাণের মধ্যে, প্রীতির পবিত্রতম আসনে দেবতার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, অহোরাত্র পূজা করিয়াছেন;—যাঁহাকে চিরকাল আপনার দ্বিতীয় প্রাণ অথবা

দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে, নির্ভয় নির্ভরের ভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন ও ভাল বাসিয়াছেন, সেই পতি আজি তাঁহার প্রতিকূল-চারী,—সেই রাম আজি তাঁহার প্রতি বাম, তিনি কি প্রকারে ইহা বুঝিবেন, অথবা প্রাণে ইহা সহ্য করিবেন ?

রামের এ আকস্মিক চিত্তপরিবর্ত্তের দুইটি কারণ সম্ভব। এক কারণ লৌকিক, আর এক কারণ অলৌকিক। অলৌকিক কারণ অদৃষ্টের কর-রেখা ;—যে নিয়তি, ধীরে ধীরে, জানকীর বিচিত্র জীবনে, রমণীচরিত্রের বিবিধ লোকোত্তর সৌন্দর্য্য, যেন পটের পর পটে, চিত্রিতবৎ প্রদর্শন করিয়া আসিতে-ছেন, উহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য অর্থাৎ সতীত্বের চরমোৎকর্ষ প্রদ-র্শনের জন্য, সেই আপাত-নিষ্ঠুর অবোধ্য নিয়তিরই প্রাক্তনী লেখা। অলৌকিকের অর্থগ্রহ সম্ভব হইলেও সহজ নহে।

লৌকিক কারণ বিভীষণের মত বীরপুরুষের বুদ্ধির ভুল, অথবা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। মহামতি মারুতি মা জানকীরে রাবণের অন্তঃপুরে অনেক বার দেখিয়াছেন। প্রথম দর্শন অপহৃতা জানকীর অনুসন্ধান-সময়ে ; এবং শেষদর্শন রাবণ-নিধন ও লঙ্কাবিজয়ের পরে। হনুমান্ যখন প্রথমবার অশোকবনে জানকীর দর্শনলাভ করেন, তিনি তখন তাঁহার তদানীন্তন মূর্ত্তি দেখিয়া তদ্গত ভক্তিতে প্রণত হইয়াছিলেন। এক-বস্ত্র-পরিধানা, অঙ্গাভরণ-হীনা, অসহায়া রমণী অশ্রুজলে

ভাসিতেছেন ; অথচ আপনার জ্বলদগ্নিশিখারূপিণী অলৌকিক তেজস্বিতায় সশস্ত্র রাবণকেও শাসিত রাখিয়া দেবপূজ্যা সতীর দুরাধর্ষ সম্মান অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিতেছেন ;—এ মূর্ত্তি দেখিয়া হনুমান্‌ও বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়াছিলেন। হনুমান্ যখন রাবণের মৃত্যুসংবাদ লইয়া লঙ্কায় শেষ প্রবেশ করেন, তখনও দেখেন, তাঁহার সেই আরাধ্যদেবতারূপিণী জনক-নন্দিনী সেই ভাবেই উপবিষ্ট আছেন।

"দদর্শ মৃজয়া হীনাং সাতঙ্কামিব রোহিণীং
বৃক্ষমূলেনিরানন্দাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্।"

মা অস্নাত, এবং রামের কখন কি হয় এই একমাত্র ভাবনায়ই আতঙ্কিত। তাঁহার শরীর, অঙ্গসংস্কারের অভাবে, ধূলিধূসরিত। তিনি বৃক্ষমূলে, আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, নিরানন্দ বসিয়া আছেন ; কিন্তু সেখানেও রাক্ষসীদিগের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত। রাম যদি আপনি অশোকবনে প্রবেশ করিয়া জানকীর এই মূর্ত্তি চক্ষে দেখিতেন,—জান-কীরে লইয়া আসিবার জন্য, অন্য লোক না পাঠাইয়া আপনি যাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার চিত্তে কখনও এবংবিধ বিক-লতা ঘটিত না। তিনি নিশ্চয়ই, ভক্তি-বিহ্বলতার অনিবার্য্য উচ্ছ্বাসে, তাদৃশী জগদাদর্শ সতীর সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া রাম-নামের সার্থকতা করিতেন ;—এবং প্রেমময়ীর প্রেম-

তপস্যায়, আপনিও প্রাণে পরমা শান্তি লাভ করিয়া, শীতল হইতেন। কিন্তু, বিধাতার কেমন ইচ্ছায়, তিনি বিভীষণকে সে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; এবং জানকীরে সুগন্ধিদ্রব্য-সংযোগে স্নান করাইয়া, দিব্যাঙ্গরাগা ও দিব্যাভরণ-ভূষিতা অবস্থায় লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন।

"দিব্যাঙ্গরাগাং বৈদেহীং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
ইহ সীতাং শিরঃস্নাতামুপস্থাপয় মা চিরম্॥"

রামের মনে যে এমন অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল,—অসঙ্গত কথা ফুটিল, ইহা বিধিলিপি। আর, বিভীষণের মত বুদ্ধিমান্ ও প্রকৃততত্ত্বজ্ঞ ধার্ম্মিকব্যক্তিও যে একবার সে কথার প্রতিবাদ না করিয়া,—সে কথার প্রত্যুত্তরে একটি মাত্র কথা না কহিয়া, অমনি জানকীরে অঙ্গরাগে উপস্কৃত, এবং নানাবিধ উজ্জ্বল আভরণে সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে, অশোকবনের দিকে ধাবিত হইলেন, ইহাও বিধিলিপি। কিন্তু পতিপ্রাণা জানকী প্রথমতঃ কিছুতেই লঙ্কার আভরণ স্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন না। বিভীষণ যখন, তাঁহাকে স্তুতি মিনতি ও প্রণতিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, অঙ্গাভরণ পরিধানের জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট কহিলেন,—"না আমার দ্বারা তাহা হইতেছে না; আমি যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায়ই

পতিদর্শনে যাইব,—আমি এ অস্নাত অবস্থায়ই রামসান্নিধ্যে উপস্থিত হইব।”—

“এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
অস্নাতা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্ত্তারং রাক্ষসেশ্বর॥”

কিন্তু, প্রভুবাক্যপরায়ণ অবোধ বিভীষণ জানকীর মনোগত ভাব বুঝিয়াও বুঝিলেন না;—অথবা বুঝিবার যোগ্য উচ্চতর চিন্তাগ্রামে আরোহণ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি, পরিচারিকাদিগকে নির্ব্বন্ধসহকারে নিযুক্ত করিয়া, জানকীরে সুরভিসলিলে স্নান করাইলেন; এবং রাবণগৃহের বহুযত্নরক্ষিত বহুমূল্যবস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া, শিবিকাযানে, রাম-সন্নিধানে লইয়া চলিলেন।

স্বভাব-সরলা জানকীও, রাম-দর্শন-লালসার অতিমাত্র ব্যাকুলতায়, দুই একবার নিষেধ করিয়াই নিরুত্তর হইলেন; আর কিছুই ভাবিলেন না। কিন্তু, তাঁহার পবিত্র দেহ, বুঝি আজি পরের বুদ্ধিতে, লঙ্কার পাপার্জ্জিত বস্তুস্পর্শে একটুকু অপবিত্র হইল। বুঝি তুলসী-চন্দন-গঙ্গাজলের পূজাযোগ্য দেব-ভোগ্য সামগ্রী পাপাত্মার ব্যবহার কলঙ্কিত পঙ্কস্পর্শে, অজ্ঞাতসারে, একটুকু অপরাদ্ধ হইল। যাহা সাধারণ লোকের শরীরে অনায়াসে সহ্য হইয়া থাকে, অনন্যসাধারণ উচ্চশ্রেণিস্থ ব্যক্তিদিগের সূক্ষ্মতর-তন্তুময়

নির্ম্মল শরীরে তাহা সহ্য হয় না। লঙ্কার মত কলুষ-নিবাসের মণিমুক্তাও জানকীর নির্ম্মল তনুতে সহিল না। উহা সে দেব-শরীরকে যেন একটু কলুষিত করিল। যে জানকী, দশ মাস কাল, রাবণগৃহে, যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল খাইয়া, জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এবং লঙ্কার একগাছি সূতাও শরীরে স্পর্শ না করিয়া, আপনার সেই একমাত্র মলিন বসনে আপনাকে আবরিয়া রাখিয়াছেন, সেই জানকী, বুঝি আজি, বিভীষণের বুদ্ধিদোষে, রাক্ষসের উপচার ও উপহার গ্রহণ করিয়া, দেবতাদিগের চক্ষেও কিঞ্চিন্মাত্রায় দূষিত হইলেন। তিনি যখন এইরূপে স্নাত, অনুলিপ্ত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্ত্রাভরণে অলঙ্কৃত অবস্থায়, আপনার অতুলরূপে ঝল-মল হইয়া, মূর্ত্তিসঞ্চরা কনক-দামিনীর ন্যায়, রামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার রূপের চমকে সে লোকারণ্য মোহিত ও স্তম্ভিতবৎ হইলেও, রামের চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধি-বিবেক সহসা একবারে অন্ধকারে ডুবিল ;—এমন অনিন্দ্যমূর্ত্তি অপ্রতিম রূপসী রাবণের মত পাপিষ্ঠের পুরীতে সতীর পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, সে বিষয়ে রামের মনে সহসা ঘোরতর সংশয় জন্মিল। রাম, যখন বিভীষণকে অশোকবনে প্রেরণ করেন, তখনও তাঁহার হৃদয় সংশয়ে ঈষৎ কলুষিত। সে সংশয় এখন, মহামোহ-

ময় করাল মেঘের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার মুখচ্ছবিকে ঢাকিয়া ফেলিল;—তাঁহার স্নেহময় চক্ষু হইতে অগ্নি বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম জানকীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মুহূর্ত্তকাল তূষ্ণীম্ভূত রহিলেন;—দুই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলাইলেন;—তার পর, হৃদয়ের জ্বালাময় বিষ-রাশি অজস্র উদ্গিরণ করিয়া, জানকীরে মর্ম্মঘাতি কটুকথা বলিলেন।

এ সংসারে যেখানে অমৃত, সেই খানেই বিষ। পৌরাণিক-কবিরা, এ তত্ত্বের মর্ম্মরহস্য বুঝিয়াই, অগাধ-সমুদ্রমন্থনে আগে তুলিয়াছেন অমৃত, তার পর তুলিয়াছেন কালকূট-বিষ-রাশি। কিন্তু, রামের হৃদয় শুধুই প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার অপার ও অগাধ সমুদ্র বলিয়া পরিচিত। নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে যে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে-ই চিরজীবনের তরে তাঁহার কাছে বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্র সমাজের বহির্ভূত ও সামাজিকদিগের অস্পৃশ্য নিষাদ-নায়ক গুহক-চণ্ডালকেও প্রেমের আবেশে গাঢ় আলিঙ্গন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এবং দুরক্ষর-ভাষিণী সর্ব্বনাশিনী বিমাতাকেও স্নেহের ভাষায় সম্ভাষণ করিতে কৃপণতা প্রদর্শন করেন নাই। দীন-দুঃখী কাঙ্গালের কথা দূরে থাকুক, অযোধ্যার পশুপক্ষীও যেন রামের গুণে বশীভূত রহিত; এবং রাম যে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, সে পথের শিশু হইতে

বৃদ্ধ, সকলেই সে নবদূর্ব্বাদল-শ্যামল, স্মিত-মধুর-স্নেহশীতল, শান্তনেত্র মূর্ত্তিনিরীক্ষণে, নয়নে ও মনে, ক্ষণকাল কেমন এক প্রকার অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইত। রামের সেই হৃদয়ে,—সেই সুশীতল অমৃতসমুদ্রে সহসা এমন বিষ উথলিয়া উঠিবে, ইহা কেহই কি অনুমান করিতে পারিয়াছে? সুতরাং, যাহারা চারি দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার তদানীন্তন মুখচ্ছবি দেখিতেছে, তাহারা সকলেই ভয়ে ও দুঃখে মর্ম্মস্থলে দগ্ধ হইতেছে,—সকলেই ভাবিতেছে, হা! রামের এ কি হইল!—জানকীর ললাটে এ কি ঘটিল!—রামজানকীর চির-কীর্ত্তিত পীযূষ-স্নিগ্ধ প্রেমে, কে কোথা হইতে এ দ্রবীভূত কাল-কূট-ধারা ঢালিয়া দিল!

উপস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের মধ্যে সুগ্রীব, বিভীষণ ও হনুমান্ প্রভৃতি বীরেরা, রামচরিত্র কতকটা বুঝিয়া থাকিলেও, সম্যক্ বুঝিবার সুযোগ পান নাই। রামচন্দ্র তাঁহাদিগের চক্ষে বীরের মধ্যে বীর,—বীরচূড়ামণি মহাবীর,—রণক্ষেত্রে দুর্জ্জয়;—রাজনীতিতে যার-পর-নাই নীতিকুশল হইয়াও, দেবপুরুষবৎ দয়াধর্ম্মময়। কিন্তু রাম, পৌরুষে ও সাহসে,—সমরাঙ্গনের কঠোর কর্ম্মে, এবং শত্রু-মিত্র-শাসনের কঠোর-কোমল দুঃসাধ্য ধর্ম্মে, মহামহিমময় দৃপ্ত-পুরুষ হইয়াও, হৃদয়ের অভ্যন্তরে সততই কিরূপ সরস-মধুর প্রেম-পুরুষ

ছিলেন, তাহা তাঁহারা সম্যক্ জানিতেন না, সম্যক্ বুঝিতেন না। তাঁহারা, এই হেতু, শুদ্ধস্বভাবা জানকীর প্রতি রামের তথাবিধ কর্কশ ব্যবহার দর্শনে, চিত্তে যার-পর-নাই ক্লিষ্ট হইলেও, কতকটা স্তব্ধ-ভাবাপন্ন।

পক্ষান্তরে, লক্ষ্মণের অবস্থা অন্যরূপ। লক্ষ্মণও, অন্যের ন্যায়, আগা গোড়া সমস্তই দেখিয়া আসিতেছেন ও কানে শুনিতেছেন; কিন্তু তিনি, রামের আজিকার কার্য্য পর্য্যালোচনায় ক্রোধে একবারে ভস্মীভূত হইয়া, প্রকৃতই দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন। কারণ, লক্ষ্মণ এ জগতে যদি কিছু জানিয়া থাকেন, সে বস্তু রামের হৃদয়; যদি কোন পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকেন, সে পদার্থ রামচরিত্র। লক্ষ্মণ বেদ-বেদান্ত পাঠ করেন নাই, পাঠ করিয়াছেন রামের লোকোত্তর জীবন-বৃত্তান্ত; পিতামাতারও উপাসনা করেন নাই, উপাসনা করিয়াছেন রামের শ্রীপাদপদ্ম। তিনি আজি তাঁহার সেই চির-পরিচিত ও চির-জীবনারাধিত রামচন্দ্রকে চিনিয়াও যেন চিনিতে পারিতেছেন না। যে রাম, এ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার শক্তিসম্পদ, সুকীর্ত্তি ও সম্মান এক দিকে রাখিয়া, পতিপ্রাণা ও পবিত্রহৃদয়া জানকীরে আর এক দিকে রাখিতেন, এবং সংসারের সমস্ত সুখ-সমৃদ্ধি হইতে জানকীরে শতসহস্র গুণে বেশী মনে করিতেন, আজি সেই

রাম, জানকীর সম্পর্কে, কালান্তক যমের মত ক্রূর ও ভয়ঙ্কর হইয়াছেন, রামের এ অস্বাভাবিক ভাববিপর্য্যয় কিছুতেই লক্ষ্মণের প্রাণে সহিতেছে না।

অপিচ, লক্ষ্মণ যেমন জানিতেন রামচন্দ্রকে, ঠিক তেমনই জানিতেন রামহৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী,—প্রীতি ও পবিত্রতার প্রত্যক্ষ বিগ্রহরূপিণী জানকীকে। তিনি জ্বলন্ত অগ্নিশিখায়, ধূমোদ্গার-সম্পর্কে, কলঙ্কস্পর্শ সম্ভাবনা করিয়াছেন; তথাপি জগৎপাবনী জানকীর চরিত্রসম্পর্কে, স্বপ্নে কিংবা কল্পনায়ও, অণুমাত্র কলঙ্ক সম্ভাবনা করেন নাই। জানকী তাঁহার চক্ষে, শুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের আদর্শভূতা শরীরিণী দেবতা, এবং বয়ঃকনিষ্ঠা হইয়াও, শুধু চারিত্রসম্পদে, সুমিত্রার মত আর এক মাতা। তিনি জানকীর পা দুখানি ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহজীবনে চক্ষে দেখেন নাই; এবং যখন অপহৃতা জানকীর পরিত্যক্ত আভরণ উপলক্ষে রামের সহিত তাহার আলাপ হয়, তখন মায়ের পাদাভরণ নূপুর ভিন্ন অন্য কোন আভরণ তিনি চিনিয়া লইতে সমর্থ হন নাই। * আজি সেই সর্ব্বজন-পূজ্যা,

---

* পৃথিবীর অনেক প্রবীণ পণ্ডিত ভারতীয় সভ্যতাকে জগতের আদিসভ্যতা ও সর্ব্বাংশে দেব-সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা এ কথায় বিশ্বাস না করেন, লক্ষ্মণ-মুখ-নিঃসৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের

সর্ব্ববিধ-সম্মানার্হা জানকীর ঈদৃশী লাঞ্ছনা ও ক্লিশিত বিড়ম্বনা দর্শনে, তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গিয়াছেন; এবং আকাশের চন্দ্রসূর্য্যকেও মনে মনে ধিক্কার দিয়া, মানবজীবনের অস্তিত্ব বিষয়েই কেমন যেন সন্দিহান হইয়াছেন।

লক্ষ্মণ, এক এক বার তাঁহার নয়ন-প্রান্তে রামচন্দ্রের তদানীন্তন মুখচ্ছবি দেখিতেছেন, আর যেন ভাবিতেছেন,—যাঁহাকে এতকাল দয়ার সাগর এবং মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যের প্রস্র-বণস্বরূপ জানিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি, এই রামই কি সেই রাম? যিনি বিবাহের সময় হইতে দণ্ডে দশবার জান-কীর চন্দ্রমুখ না দেখিলে অধীর হইতেন, এবং জানকীরে যথার্থই জীবনসর্ব্বস্ব জ্ঞানে আকুল-প্রাণে উপাসনা করি-তেন, এই রামই কি সেই রাম? যিনি অযোধ্যার রাজভবনে,

---

বিস্ময় ও ভক্তি জন্মাইবে। রাম যখন লক্ষ্মণকে, জানকী-পরিত্যক্ত আভরণের মধ্যে কেয়ূর ও কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণগুলি চিনিয়া লইতে বলিলেন, তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,—

"নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।"

অর্থাৎ,—"আমি এ কেয়ূর চিনি না, ইহা হাতের আভরণ; আমি এ কুণ্ডলও চিনি না, ইহা কর্ণাভরণ; আমি চিনি পায়ের এ নূপুর দুগাছি; কেননা, নিত্য মায়ের পদ-বন্দনা করিতাম।

অথবা অতি দুর্গম দণ্ডকারণ্যে, কোন স্থানেও জানকীরে আপনার বর্ত্তুল-মসৃণ সুকোমল বাহু ভিন্ন আর কোন উপাধান ব্যবহার করিতে দেন নাই; এবং জানকীর নয়ন-পথ-পরিভ্রষ্ট হইয়া এক পা দূরে যাইতে সমর্থ হন নাই, এই রামই কি সেই রাম? পরন্তু, যিনি জানকীর বিরহে, বন-পথে ও গিরিপ্রস্থে, বিকলমতি উন্মত্তের মত বিলাপ করিয়াছেন,—কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়াছেন,—কখনও চৈতন্যের অবস্থায় কঠিন পাষাণকেও অশ্রুজলে ভাসাইয়াছেন;—এবং বনের লতা, পাদপ ও বিহঙ্গদিগকে সম্ভাষণ করিয়াও আপনার গভীর হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখ জানাইয়াছেন, এই রাম কি সেই রাম?

এইরূপ অনেক কথাই তখন লক্ষ্মণের মনে পড়িল; এবং লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহবিভোর অথচ অনাবিল-ন্যায়-ধর্ম্মময় উদার প্রাণ পুড়িয়া পুড়িয়া তাঁহাকে পাগলের মত করিয়া তুলিল। শ্রীরামচন্দ্র, জানকীর পরিত্যক্ত আভরণ দর্শনে, কিছুকাল সংজ্ঞাশূন্য রহিয়া, শেষে কিরূপ করুণ-স্বরে কাঁদিয়াছিলেন, * আজি সে কথা লক্ষ্মণের মনে পড়িল।

---

* "হা প্রিয়েতি রুদন্ ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য ন্যপতৎ ক্ষিতৌ।
হৃদি কৃত্বা স বহুশ-স্তমলঙ্কারমুত্তমম্।"

রাম, সুগ্রীবের সহিত সৌহার্দ্দপ্রতিষ্ঠার পর, প্রস্রবণ পর্ব্বতের সুরম্য-পাদদেশে, কুন্দ, কদম্ব, সিন্ধুবার, শাল, শিরীষ ও মালতী প্রভৃতি বনজপুষ্পের শোভা দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ জানকীর নাম উল্লেখে কত কথা কহিয়াছিলেন; এবং বর্ষা-সমাগমে, নবজলধরের গুরুগম্ভীর শ্রোত্রপেয় নিঃস্বন, ময়ূরের কেকারব ও মৃদুরুত-বিহঙ্গদিগের মধুর-কূজন শুনিয়া, জানকীর কথা কহিয়া কহিয়া, কতই পরিতাপ করিয়াছিলেন, তাহাও লক্ষ্মণের মনে পড়িল।

আর মনে পড়িল সমুদ্র তটের সেই চিরস্মরণীয় কথা। প্রেমাবতার রামচন্দ্রের সে অপূর্ব্ব প্রেম-কথা, বাল্মীকির প্রসাদাৎ, প্রেম-গাথার ন্যায়, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে; এবং এই পৃথিবীর যেখানে যে প্রেমের তপস্যায় দীক্ষিত হইতেছে, উহা তাহার প্রাণে পীযূষধারাবৎ স্পৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং রাম-জানকীর প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি-সময়ে, সে কথার একটি অক্ষরেও আজি আমরা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না। আমরা জানকীর পতিপ্রেম কতকটা বুঝিয়াছি, রামচন্দ্রের জানকী-প্রেমও আমাদিগের বুঝা আবশ্যক। আর রামচন্দ্র জানকীনিগ্রহের দ্বারা কি পরিমাণে আত্মনিগ্রহ করিতেছেন, তাহাও আমাদিগের পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যাকাল। আকাশে শরৎকালীন চন্দ্রের সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না,—সম্মুখে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল অপার সমুদ্র, এবং সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, নীলাঞ্জন আভার উপরে, চন্দ্রের প্রতিবিম্বিত লীলা ও জ্যোৎস্নার ক্রীড়াবিলাস। রামচন্দ্র, সঙ্গীয় সেনার জন্য সমুদ্রের উপকূলে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতের * শিখরে, প্রাণাধিকা জানকীর ধ্যানে, একাকী উপবিষ্ট আছেন; এবং বুঝি ঐ তরঙ্গ-বিলসিত জ্যোৎস্নার তরল-সৌন্দর্য্য দর্শনে, জানকীর রূপের জ্যোৎস্না স্মরণ করিয়া, অথবা কিরূপে জানকীর উদ্ধারার্থ ঐ দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া ভাবিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলাইতেছেন। তখন সমুদ্র পাগলের মত এক একবার অট্টহাস্যে হাসিতেছে, আবার সুদূর-শ্রুত শোঁ শোঁ শব্দে শোকাতুরের মত বিলাপ করিতেছে।—

"সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপম্।
সাগরঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্ব্বিশেষমদৃশ্যত॥"

রামের বোধ হইতেছে যে, তাঁহার মাথার উপর যে মেঘাবৃত আকাশ বিলম্বিত রহিয়াছে, উহা যেন একটা মহাসমুদ্র; আর আকাশের ছায়া-ঢাকা অপার সমুদ্র যেন

---

* মহেন্দ্রমথ সংপ্রাপ্য রামোরাজীবলোচনঃ।
আরুরোহ মহাবাহুঃ শিখরম্ দ্রুমভূষিতম্॥

একটা অধঃক্ষিপ্ত আকাশ। দেখিতে দেখিতে রামের হৃদয় একেবারে অবসন্নবৎ হইল; এবং সমুদ্রের শীকর-সিক্ত বায়ুস্পর্শে তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। রামের সুখ-দুঃখসঙ্গী,—সুহৃৎ, সহায় ও নিত্যসেবক লক্ষ্মণ, সে সময়েও, সে শৈল-শিখরে, অলক্ষিত রূপে কাছে ছিলেন। লক্ষ্মণ কাছে আছেন জানিয়া, রাম সমুদ্রবায়ুকে সম্ভাষণ করিয়া, এবং ঊর্দ্ধে একবার সায়ন্তন চন্দ্রের দিকে চাহিয়া, বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে, বড়ই কাতরতার সহিত কহিলেন,—

"বাহি বাত যতঃ কান্তা, তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ।"

যাও বায়ু, যাও; যেখানে আমার বিরহ-বিধুরা, দুঃসহ-দুঃখকাতরা প্রাণাধিকা একা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ধীরে, ধীরে,—ধীরে বহিয়া, একবার সেখানে তুমি যাও; এবং তাঁহার স্পর্শে শীতল ও সুরভি হইয়া, ফিরিয়া এখানে আসিয়া আমাকে স্পর্শ কর। আমি তাহা হইলে, তোমার স্পর্শেই তাঁহার তনুস্পর্শলভ্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিব; এবং তিনিও, আমারই মত, আকাশের ঐ চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন বলিয়া, ঐ চন্দ্রদর্শনেই আমি তাঁহার দৃষ্টি-সমাগম লাভে কৃতার্থ হইব। *

---

* আমার চিরপ্রীতিভাজন পূজনীয় সুহৃৎ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কহিতে কহিতে রামের অগাধ হৃদয় উথলিয়া উঠিল।—একবার বোধ হইল, বুঝি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, সাগরের প্রবাল শয্যায় অনন্ত কালের তরে শয়ন করিলে, তাহাতে তাঁহার প্রাণের জ্বালা প্রশান্ত হইবে। তার পর, এক দিকে পৌরুষী প্রতিহিংসা, আর এক দিকে প্রাণধন-জানকী-দর্শনের অতৃপ্ত পিপাসা, উভয়ই আবার জাগিয়া উঠিল। তখন বলিলেন—না, ইহা হইতে পারে না। এইপ্রকার আচরণ আমার মত পুরুষের যোগ্য হইতেছে না ;—

"বহ্বেতৎকাময়মানস্থং শক্যমেতেন জীবিতুম্।
যদহং সা চ বামোরুরেকাং ধরণিমাশ্রিতৌ॥"

আমি আর আমার প্রাণের জানকী এক পৃথিবীতে আছি, ইহাই এইক্ষণ আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি শুধু এই কথা ভাবিয়া, ও এই ভাবে জানকীরে হৃদয়ে অনুভব করিয়াই, জীবনধারণ করিব ; এবং জানকীর উদ্ধারসাধন

এবং বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর কর্ম্মসহযোগী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, বাল্মীকীয় রামায়ণের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন বঙ্গানুবাদ-প্রসঙ্গে, অনেক স্থলে, মূল শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া, রামানুজ-বিবৃত ভাবার্থের ব্যাখ্যা সঙ্কলন করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগেরই অনুসরণে সেইরূপ ভাবার্থ-বিবৃতি সঙ্কলন করিয়াছি।

দ্বারা জগতের নিকট ঋণ-মুক্ত হইব। নির্জ্জল শস্যক্ষেত্র যেমন সন্নিহিত সজলা ভূমির অন্তঃপ্রবাহিত জলস্পর্শে আর্দ্র থাকে, আমিও সেইরূপ, জানকী আমার জীবিত আছেন এই সংবাদেই হৃদয়ে আর্দ্র হইয়া, জীবনধারণে সমর্থ রহিব।

রামের মুখে সে সময় আরও অনেক কথা ফুটিল। প্রত্যেক কথারই এই অর্থ যে, রামের হৃদয় একটি মনোহর পিঞ্জর, সেই পিঞ্জরের নিত্যবিহারিণী বিহঙ্গী রাম-মনো-মোহিনী জানকী;—রামের শরীর সর্ব্বপ্রকার পৌরুষ-শক্তির পূর্ণবিকশিত বিগ্রহ, সে বিগ্রহের প্রাণ-দেবতা পুণ্যময়ী জনকদুহিতা। সুপুরুষ মাত্রেই আপনার জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে। কিন্তু জানকীর প্রতি রামের ভালবাসা একটুকু পৃথগ্বিধ। উহাতে প্রীতি, ভক্তি, প্রাণের পিপাসা, প্রেমাকুল তনুর প্রতপ্ত লালসা, সমস্তই অত্যধিক ও অতি সুচারু রূপে মিশিয়া, সর্ব্বদা এক বিচিত্র বস্তুর ন্যায় বিকসিত রহিত; এবং জানকীর নিবিড়-কৃষ্ণ কেশরাশি, নীলপদ্ম-প্রতিম নিত্যস্নিগ্ধ চক্ষু, লাল টুক্ টুক্ ঠোঁট দুখানি অবধি করিয়া, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সর্ব্বদা ধ্যানস্থ বস্তুর মত, রামের মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ হইত।

জানকী রাবণ-গৃহে রহিয়াছেন ; কিন্তু রামের আত্মা—রামের হৃদয় মন ও প্রাণ, যেন প্রেম-ধ্যানের কিরূপ এক অলক্ষিত ও অপরূপ শক্তিতে, সূক্ষ্মশরীরি পদার্থের ন্যায়, সকল সময়েই জানকীর কাছে। রামের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তাঁহার প্রেমের পুতুল জনক-দুহিতা নবযুবতী হইলেও, দেব-কন্যার ন্যায় তেজস্বিনী সতী ; এবং আপনার সর্ব্বাতিশায়ি সম্মান ও সতীত্ব রক্ষায় দেবাঙ্গনার ন্যায় শক্তিশালিনী। লঙ্কায় এক রাবণ ; কিন্তু রামের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐরূপ এক লক্ষ রাবণ একত্র হইয়া ভয় প্রদর্শন করিলেও, সতী সাধ্বী জানকীর স্বাভাবিক তেজঃশক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। রাম এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভাই লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া পুনরপি গলদশ্রুলোচনে কহিলেন,—

"আমার সে অসিতাপাঙ্গী সতী জানকী এইক্ষণ রাক্ষসের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। হা! আমি যাঁহার নাথ, তিনি অনাথার ন্যায় আশ্রয় খুঁজিতেছেন, অথচ কেহই তাঁহার পরিত্রাণার্থ অগ্রসর হইতেছে না ; আমি ইহা কেমন করিয়া সহিব! তিনি রাজর্ষিজনকের কন্যা, রাজাধিরাজ দশরথের পুত্রবধূ,এবং আমার প্রাণাধিকা। আমার এ-হেন জানকী রাক্ষসের দুরক্ষর বাক্যযন্ত্রণায়

নিপীড়িত হইতেছেন, আমি কোন্ প্রাণে ইহা সহ্য করিব! শরৎকালের শশাঙ্কলেখা যেমন সুনীল মেঘ-পটল ভেদ করিয়া আপনার শক্তিতে সমুদিত হয়, জানকীও আমার সেইরূপ, আপনার স্বভাবশুদ্ধ চারিত্রশক্তিতে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দিগকে পরাভব করিয়া আমাকে দেখা দিবেন। তিনি একেই ত কৃশতনু, তাহাতে আবার বিদেশে, বিপাকে, অনাহারে ও অন্তর্দ্দাহি শোকে, অধিকতর কৃশা হইয়াছেন! কবে আমি তাঁহার সমস্ত দুঃখের মূলীভূত মহাপাপ রাবণের বক্ষঃস্থলে নিদারুণ আঘাত করিব; এবং কবেই বা, ঐরূপ আঘাতের দ্বারা রাবণকে নিধন করিয়া, তাঁহার প্রাণ জুড়াইব? হা কবে! কবে আবার সে স্বর্গসমুচিতা দেবতা-সদৃশী সতী, সে প্রীতিমতী জানকী, উৎকণ্ঠাকুল হৃদয়ে আমাকে কণ্ঠে জড়াইয়া, আনন্দজনিত নয়নজলে আর্দ্র হইবেন; এবং কবে,—কতদিনে আমিই বা, মলিন বসন * পরিত্যাগের পর, শুক্লাম্বর ধারণের ন্যায়, আমার এই মর্ম্ম-নিহিত শোক-শল্য উদ্ধার করিয়া জানকীরে হৃদয়ে ধারণ করিব।"

---

* "কদা নু খলু মে সাধ্বী সীতাঽমরসুতোপমা।
সোৎকণ্ঠা কণ্ঠমালম্ব্য মোক্ষ্যত্যানন্দজং জলম্ ॥
কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রয়োগজং
সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্লেতরং যথা।"

রামচরিত্রের এ সকল চিত্র ও রামের এ সকল কথা, একে একে, লক্ষ্মণের মনে পড়িল ; এবং যে রাম সত্যই জানকীরে গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, সেই রাম আজি, জানকীরে পাপস্পৃষ্ট নিকৃষ্ট বস্তু জ্ঞানে, বহু-লোক-সমক্ষে, পরুষ-বাক্যে নিগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ করি-তেছেন, এই দৃশ্য লক্ষ্মণের প্রাণে কেমন একটা আগুন জ্বালিল। কিন্তু রাম পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তাঁহার না হইতেছে দয়া, না হইতেছে দুঃখ, না হইতেছে হৃদয়ে পূর্ব্বসঞ্চিত প্রীতির অণুমাত্র সঞ্চার। তিনি যেন আপ-নাকেও একবারে ভুলিয়া ও আত্মজীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত ইতিবৃত্ত বিস্মৃত হইয়া, নীল-কুঞ্চিত-কুন্তলা রূপো-জ্জ্বলা জানকীর দিকে এক একবার নয়নকোণে চাহিতে-ছেন ; আর কেমন এক অভাবনীয় ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া জানকীরে কহিতেছেন,—

"ভদ্রে, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলিয়া যাও, আমি তোমায় আর চাহি না। নেত্ররোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন দীপ-শিখার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, আমিও সেইরূপ তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছি না। যে স্ত্রী, পরাধীনরূপে, পরগৃহে বাস করিয়াছে, কোন্ সৎকুল-জাত তেজস্বী পুরুষ, পুরাতন সৌহার্দ্দ ও স্নেহের

লোভে, সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে? রাবণ অতি পাপিষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। সে যখন তোমায় পাপ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছে, তখন কিরূপে আমি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় তোমায় স্পর্শ করিব?"

রাম, এ সকল কথা এবং ইহা হইতেও অধিকতর কটু আরও বহু অনুচ্চার্য্য কথা কহিয়া, জানকীর মর্ম্মচ্ছেদ করিতে লাগিলেন; এবং তখন সমুদ্রের তটে, সে নীরব নিস্পন্দ লোকারণ্যের মধ্যে যত প্রকারের লোক দণ্ডায়মান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকেও দুঃসহ শোক-দুঃখে আকুল করিয়া তুলিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ এখন আর আকুল নহেন। তাঁহার হৃদয় ইতঃপূর্ব্বে যার-পর-নাই আকুল হইয়াছিল। তাঁহার সে আকুলতা এখন আর নাই। এখন তিনি ধ্যান-স্তিমিত ঋষির ন্যায় আপনাতে আপনি অবস্থিত। তাঁহার মুখশ্রী মলিন; মুখখানি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, অথচ সে মুখে কথা ফুটিতেছে না। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তিনি যেন ঈশ্বরের ধ্যানে আত্মনিবিষ্ট হইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

ইহা বলা বাহুল্য যে, জানকীর অবস্থা তখন আর এক প্রকার। জানকী, আপনার সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষায় স্বর্গীয় বীরাঙ্গনার মত তেজস্বিনী মেয়ে হইলেও, শিশুকাল হইতেই

যার-পর-নাই নম্রস্বভাবা, নবনীত-কোমলা ও স্নেহশীলা। তিনি স্বামীর কাছে চির দিনই পাদপ-কণ্ঠ-শোভিতা লতাটির মত ;—স্বামিগৃহে আসিয়াছেন অবধি, সকল সময়েই, স্বামীর স্নেহে ও আদরে এবং প্রেমাকুল ভালবাসার শত প্রকার উপচারে, লালিত ও সংবর্দ্ধিত। তিনি রামচন্দ্রকে যেমন জগদেকশরণ্য মহাবীর ও মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, আপনাকেও সেইরূপ রামহৃদয়ের উপযুক্ত রাজরাণী,—রামের যোগ্য দেবরমণী জ্ঞানে সম্মান করিতেন। এ আত্মসম্মানের ভাব স্বামি-সোহাগেই পর্য্যবসিত রহিত, কখনও স্বামীকে অতিক্রম করিয়া অভিমানে ফুটিত না। ফলতঃ, জানকীর চক্ষে কেহ কখনও রুক্ষ দৃষ্টি দেখিতে পাইত না,—জানকীর অপ্রিয়কারিণী রমণীরাও কখনও তাঁহার মুখে একটি রুক্ষ কথা শুনিয়া ক্লিষ্ট হইত না। আজি সে জানকীর চরিত্রে মুহূর্ত্তের তরে একটুকু পরিবর্ত্ত ঘটিল,—জানকী মুহূর্ত্তকাল আপনার স্বাভাবিক মৃদুলতা বিস্মৃত হইয়া,—তিক্ত নহে, কিন্তু—একটুকু উচ্ছ্রিত—একটুকু পূজার্হ অভিমানের প্রকৃতি-সমুচিত উচ্চ ভাব ধারণ করিলেন।

জানকী ইচ্ছা করিলে শ্রীরামকে বহু কটু কথা বলিতে পারিতেন। তিনি বলিতে পারিতেন,—"নাথ, তুমি অযোধ্যায় রাজসিংহাসনে বঞ্চিত হইয়া বনবাসী হইয়াছ,ইহা আমার দোষ,

না তোমার বিমাতার দোষ? তুমি বনবাস-সময়ে আমাকে ঋষি-তপস্বিদিগের আশ্রমের অদূরে—প্রহরি-পরিরক্ষিত ও প্রাচীর-বেষ্টিত উত্তম কুটীরে না রাখিয়া, অপরিরক্ষিত লতাপাতার কুটীরে রাখিয়াছ, ইহা আমার দোষ, না তোমার দোষ? তুমি স্বভাব-কুটিলা শূর্পণখার অপমান এবং খর-দূষণ-প্রভৃতি রাক্ষসের নিধন-বিধান করিয়া লঙ্কার পাপিষ্ঠ রাবণকে প্রাণের শত্রু করিয়াছ, ইহা আমার দোষ, না তোমার দোষ? আর তুমি সেই রাবণকে আমার অপহরণ-সংবাদ শ্রবণ মাত্রই সমূলে ধ্বংস করিতে পার নাই, ইহাও আমার দোষ, না তোমার দোষ?"

কিন্তু জানকী শ্রীরামচন্দ্রকে কটুর প্রত্যুত্তরে কটু কথা কহিলেন না। তিনি রামের উল্লিখিতরূপ বিবিধ দুরুক্তি শুনিয়া প্রথমতঃ লজ্জায় একবারে জড়সড়,—জড়ীভূত হই-লেন; রাম এত লোকের সমক্ষে ঐরূপ জনতাপূর্ণ স্থলে তাঁহাকে বিষাক্ত বাক্যশল্যে বিদ্ধ করিয়া, আপনার ও তাঁহার উভয়েরই তাদৃশ নিগ্রহ করিতেছেন, এই চিন্তায় লজ্জায় একবারে মরিয়া গেলেন;—যেন আপনার তনুতে আপনি প্রবিষ্ট হইয়া লোকলোচনের অদৃশ্য হইতে চাহি-লেন *। তার পর, কিছুক্ষণ অতি করুণ ও অস্ফুটস্বরে

* "প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বান্যেব জনকাত্মজা।
বাক্‌শরৈ স্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ।"

কাঁদিলেন। জানকী আর কোন দিন কাঁদেন নাই, আজি কিছুক্ষণ বড়ই বেশী কাঁদিলেন। পিতা জনক—সে প্রশান্ত-মূর্ত্তি রাজর্ষি তাঁহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন; তাঁহার গৃহে তিনি কোন দিন কাঁদেন নাই। অযোধ্যায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর স্নেহমধুরবাৎসল্যে পিতাকে স্মরণ করিবারও সুযোগ পান নাই; এবং স্বামীর সোহাগে সংসারের কোন কথাই চিন্তা করেন নাই। তিনি যে পথে চলিয়া গিয়াছেন, দাস-দাসীরা আগে আগে সেই পথে ধাবিত হইয়া পথের কাঁটাটি পর্য্যন্ত দূর করিয়াছে। সুতরাং অযোধ্যায় তাঁহার চক্ষে কখনও এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে নাই। আজি তাঁহার সে স্ফুট-নীল-পদ্ম-সদৃশ চক্ষু দুটিতে কিছুক্ষণ অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরিল। তাঁহার প্রাণের রাম—প্রাণাধিক ধন—প্রাণ-সখা—প্রাণবন্ধু, প্রাণারাধ্য পতি, প্রাণের মর্ম্মাস্থি পর্য্যন্ত স্বপ্নাতীত পাপকথায় পোড়াইয়া পোড়াইয়া, সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, এই অভাবনীয় ঘটনায় কিছুক্ষণ তাঁহার বক্ষঃস্থল চক্ষের দরদরিত ধারায় আর্দ্র হইল। অগ্নিপরীক্ষা আর কাহাকে বলে? ইহাই ত জানকীর সহস্র অগ্নিপরীক্ষা। যখন এ নিদারুণ হৃদয় দাহে, নিরন্তর অশ্রুবর্ষণে, প্রাণটা একটু লঘু হইল,—জানকীর যখন এইরূপ বোধ জন্মিল যে, তাঁহার পার্থিব-জীবনের শেষ

হইয়াছে,—পৃথিবীতে তাঁহার আর কেহ নাই, তখন তিনি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া, রামের দিকে চাহিয়া, গদ্‌-গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

"কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্,
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব।
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি,
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে।
পৃথকস্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে,
পরিত্যজ্যৈনাং শঙ্কাস্তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা।

পাঠক, দেখিতেছেন যে, যে জানকী শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডে দশবার প্রাণনাথ শব্দে সম্ভাষণ করিয়াও প্রাণের লালসায় তৃপ্ত হইতেন না, সেই জানকী আজি শ্রীরামচন্দ্রকে শুধু বীর ও মহাবাহু প্রভৃতি নামেই সম্ভাষণ করিতেছেন,—রামের রণ-দুর্ম্মদা বীর-শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সম্বোধন-শব্দ যোজনা করিতেছেন; একবারও তাঁহার চিরপরিচিত স্নেহকরুণা ও মহত্ত্বের পরিচায়ক কোন শব্দ প্রয়োগ করিয়া, তাঁহাকে করুণরসে আর্দ্র করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন না। ইহাই স্নেহকোমলা জানকীর কোমল হৃদয়ে ক্রোধের শেষসীমা,—কটূক্তির পরাকাষ্ঠা। ক্রোধের আর একটুকু পরিচয় উপদেশের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে। জানকী,

যুবতী হইয়াও, চরিত্রের দুর্নিরীক্ষ্য উচ্চতায়, এইক্ষণ বর্ষীয়সী তাপসীর মত। তিনি ইচ্ছা করিতেছেন না, অথচ তাঁহার অলোকসামান্য ঊর্দ্ধচারি উচ্চ প্রকৃতি, এ ঘোরতর বিপত্তি অথবা পরীক্ষাসময়ে, আপনা হইতেই উচ্চতর গ্রামে উঠিয়া, রামচন্দ্র-সম্ভাষণে, সমগ্র পৃথিবীকেই যেন, স্ত্রীচরিত্র বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেছে। জানকী কহিলেন—

"বীরবর, পৃথিবীর নিম্নশ্রেণিস্থ পুরুষেরা নিম্নশ্রেণিস্থা রমণীদিগকে যেরূপ রুক্ষ কথা বলে, তুমি কেন আমায় সেই রূপ অযোগ্য, অশ্রোতব্য, রুক্ষ কথা কহিয়া আত্মনিগ্রহ করিতেছ। তুমি আমায় যেরূপ মনে করিয়াছ, আমি তাহা নহি। চরিত্রবলই আমার একমাত্র সম্বল; আমি 'আমার সেই চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, আমি সম্মানার্হ ও সর্ব্বথা প্রত্যয়যোগ্য। তুমি আমাকে সম্মান ও বিশ্বাস করিয়া চিত্তে শান্তি লাভ কর। তুমি নিকৃষ্টপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র চিন্তা করিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে এক বস্তু মনে করিয়াছ,—স্ত্রীজাতিমাত্রেরই চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছ। ইহা তোমার যোগ্য নহে। তুমি যদি আমায় চিনিয়া থাক,—আমি যদি তোমার কাছে পরীক্ষিতা হইয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি তোমার সে শঙ্কা ও সন্দেহ একেবারে পরিত্যাগ কর।"

জানকী পুনরপি কহিলেন,—"তুমি আর আমি সুদীর্ঘ কাল একসঙ্গে বাস করিয়াছি,—সুদীর্ঘ কাল একে অন্যকে প্রবর্দ্ধিত অনুরাগে ভালবাসিয়াছি। যদি তাহাতেও তুমি আমাকে সম্যক্ না বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আমি এমনিই ত মরিয়া আছি, নূতন আর মরিব কি? তুমি যখন বীর-শ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে আমার অনুসন্ধানের জন্য লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলে, আমায় তখন কেন এ পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি তাহা হইলে, তখনই ত এ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া তোমার সকল যন্ত্রণার শেষ করিতে পারিতাম! আমি তখন ঐরূপে উদ্ধার পাইলে, তুমি তোমার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া বৃথা এত কষ্ট পাইতেনা; এবং তোমার সুহৃৎস্বজনদিগেরও কোন কষ্ট হইত না।

যাহার শরীরে কিংবা মনে কোন প্রকার পাপ-স্পর্শ থাকে, তাহার মন ও প্রাণ, বিচারস্থলে, আপনা হইতেই একটুকু কম্পিত হয়,—মুখচ্ছবি মলিন হইয়া উঠে। জানকী দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ বিপন্ন হইয়া থাকিলেও, তাঁহার মন ও প্রাণ পর্ব্বতের মত অটল,—মুখচ্ছবি পবিত্রতার স্বাভাবিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার সমস্ত কথাই উপদেশপূর্ণ, অথচ প্রত্যেক কথাই আত্মসম্পর্কে কাতরতাশূন্য। রাম, তাঁহার রাজ-শক্তি, পৌরুষী কীর্ত্তি ও রণাঙ্গন-শৌর্য্যে,

যত বড় পুরুষ হউন না কেন, হৃদয়ের উচ্চতা, উদারতা ও অমল প্রেম-মহত্ত্বে, তিনি এ সময়ে, জানকীর নিকট কতকটা নিষ্প্রাভ হইয়াছেন। কারণ, রামের চিত্ত সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন; জানকীর চিত্ত সত্য ও পবিত্রতার দীপ্তিতে পরিপূর্ণ। রামের প্রেম, পৃথিবীর পঙ্কিলা নীতির নিকট পরাভূত হইয়া, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় বিশীর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে. জানকীর প্রেম, সে পঙ্কিলা নীতিকে পদতলে দলন করিয়া, আপনার পূর্ণজ্যোতি ও পুণ্যময় পরার্থপরতায় প্রতিভাসিত হইতেছে। তাই, জানকীর মুখে এখন যে সকল কথা ফুটিতেছে, তাহা মানুষীর কথার মত নহে,—ঊর্দ্ধতন-ধাম-বাসিনী দেব-শক্তি-বিলাসিনী স্বর্গীয় রমণীর কথার মত। জানকী সে কথার উদারগাম্ভীর্য্যে কতকটা আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়া আবার কহিলেন,—

"ত্বয়া তু নৃপশার্দ্দূল রোষমেবানুবর্ত্ততা,
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্।
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ,
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্।
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ,
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বন্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্।"

অর্থাৎ,—

"রাজাধিরাজ, তোমার সম্পর্কে ইহাই আমার দুঃখ যে, তুমি, লঘুপ্রকৃতি পুরুষের ন্যায়, রোষের বশীভূত হইয়া, আমা-হেন স্ত্রীকেও সাধারণ শ্রেণির স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করিলে। তুমি বিচারবিজ্ঞ পুরুষ, অথচ আমায় একবারেই না চিনিয়া,—আমার জানকী নাম এ জগতে কি নিমিত্ত এত সম্মানিত, তাহা একবারও না ভাবিয়া, আমার বহুমান-যোগ্য চরিত্রে উপেক্ষা করিলে; আর, তুমি বাল্যে যে সংকল্পে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা, এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি, সমস্তই একবারে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিলে।"

কহিতে কহিতে জানকীর শরীরে কেমন এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতির আবির্ভাব ও হৃদয়ে কিরূপ এক অনির্ব্বচনীয় দৈবী শক্তির স্ফূর্ত্তি হইল,—বাষ্প-গদ্-গদ-ভাষিণী জনকনন্দিনী লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"সুমিত্রা-কুমার!"—মা লক্ষ্মী লক্ষ্মণকেও এখন আর দেবর কিংবা বৎস লক্ষ্মণ বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, লক্ষ্মণও যেন একটু পর হইয়াছেন,—এই হেতুই, সে পর-পর ভাবে সম্ভাষণে কহিলেন,—সুমিত্রাকুমার! আমার একটি শেষ কার্য্য কর; আমার জন্য এখনই এখানে চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। চিতার উদ্দীপ্ত অগ্নি আমার এ আকস্মিক

দুঃখের একমাত্র ঔষধ। আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া মুহূর্ত্ত-কালও বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না। পতি আমার গুণে অপ্রীত। তিনি যখন সর্ব্বসমক্ষে আমায় বিসর্জ্জন করি-লেন, তখন অগ্নিই আমার একমাত্র গতি। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া এ দেহ বিসর্জ্জন করিব।"

পূর্ব্বে কহিয়াছি, লক্ষ্মণ এতক্ষণ ধ্যানস্থবৎ নিঃস্তব্ধ ছিলেন। জানকীর কথায় সহসা যেন তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি, সহসা চৈতন্য লাভ করিয়া, ক্রোধ-স্ফুরিত চক্ষে, রামের দিকে একবার তাকাইয়া চাহিলেন; এবং জানকীর অগ্নি-পরীক্ষাই রামের মনোগত সঙ্কল্প, ইহা তাঁহার আকারে ও প্রকারে বুঝিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিলেন।

লোকে প্রতিমা বিসর্জ্জন করে সমুদ্রে, কিংবা নদীর জলে। আজ্ঞানুবর্ত্তী লক্ষ্মণ, অযোধ্যার এ সোনার প্রতিমা,—রাম-হৃদয়ের এ স্বর্ণলক্ষ্মীকে, সুদূর-লঙ্কার বহির্দ্বারে, চিতার অনলে বিসর্জ্জন করিবার জন্য, সমস্ত সামগ্রীই দ্রুত-হস্তে প্রস্তুত করিলেন। লক্ষ্মণ কি এ সময়ে মিথিলা ও অযোধ্যার কথা মনে করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন? হা মিথিলাধিপতি বৃদ্ধ জনক! তুমি এখন কোথায়! তুমি যাঁহাকে নিমেষ মাত্র না দেখিলে এ সংসার নয়নে অন্ধকার দেখিতে,—যাঁহাকে অপত্যরূপে লাভ করিয়া আপনাকে

এতই গৌরবান্বিত মনে করিতে, তোমার সে প্রাণের জানকী জন্মের মত চলিয়া যাইতেছেন, তুমি একবার দেখিতে পাইলে না। আর অযোধ্যার রাজরাণী তুমি দুঃখিনী কৌশল্যা! তুমিই বা এইক্ষণ কোথায়। তুমি রাম-হেন পুত্র হইতেও যে পুত্রবধূকে এত বেশী ভালবাসিতে,—যাঁহার স্বভাবের অমল মাধুর্য্যে ও মুখচ্ছবির অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে সংসারের সকল দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে, তোমার সে প্রাণাধিক পুত্রবধূ,—তোমার সে বুকের ধন আজি চিতার আগুনে জীবন্ত ভস্ম হইতেছেন; তুমি একবার তাঁহার সে চন্দ্রমুখ চক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইলে না!

চিতার অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যাহারা চারিদিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাঁহারা স্তিমিত-নেত্রে সে অগ্নির জ্বলন্ত শিখা চাহিয়া দেখিল। তাহারা রামের ক্রোধকে এতক্ষণ সাধারণ লোকের ক্রোধ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রাম কি উদ্দেশ্যে জানকীর প্রতি ঐরূপ ক্রোধের অগ্নি বর্ষণ করিয়াছিলেন, এতক্ষণে তাহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু জানকী, তাঁহার সে মহামুহূর্ত্তেও, আপনার চারিত্র-গৌরবে ধীর, স্থির, এবং পতিপ্রাণা সতীর পাতি-ব্রত্য-ধর্ম্মে অটল। রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি রামকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি, স্বামি-

পরিত্যক্তা সাধারণ রমণীর ন্যায়, আগুনের দিকে প্রধাবিত না হইয়া, সুদূর-তীর্থ-যাত্রিনী পতিপরায়ণা তাপসীর ন্যায়, স্বামীকে তখন পুনঃ পুনঃ ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং তদনন্তর অগ্নিকেও প্রদক্ষিণ করিয়া, দেবধর্ম্ম উদ্দেশ্যে, ঊর্দ্ধনয়নে, করপুটে কহিলেন—

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ,
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ।
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ,
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ।"

অর্থাৎ,—"আমার হৃদয় যদি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র হইতে মুহূর্ত্তের তরেও পরিভ্রষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বলোক-সাক্ষী এই অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। রাম যদি শুদ্ধচারিণী সাধ্বী জানকীরে বুদ্ধির ভুলে বিপথগামিনী মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সর্ব্বলোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।" মা জানকী তখন অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পুনশ্চ কহিলেন—

"বচসি মনসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে,
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি!
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং,
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী।"

—অর্থাৎ,—"আমি যদি কায়-মনোবাক্যে শুদ্ধচারিণী সতী না হই,—আমি যদি বাক্যে কিংবা মনে, অথবা আমার এ শরীরে,—স্বপ্নে কিংবা জাগরণে, কখনও রঘুনাথ রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিভাবে জানিয়া থাকি, তাহা হইলে জীবের সুকৃত-দুষ্কৃত-কর্ম্মসাক্ষী এই অগ্নি আমার দুরিত-স্পৃষ্ট শরীরকে এখনই দগ্ধ করুন।"

জানকী, এইরূপে, এক দুই ক্রমে, তিন বার উল্লিখিত মহাশপথ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া, অগ্নির পূজা করিলেন; এবং হৃদয়ে ও মনে মুহূর্ত্তের তরেও ভীত কিংবা বিচলিত না হইয়া, সমুদ্রবায়ুসন্ধুক্ষিত জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। সে তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা, তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা, জগন্মোহিনী সুন্দরী যখন প্রথমতঃ অগ্নির সন্নিহিত হন, তখন দর্শকদিগের এইরূপ মনে লইয়াছিল যে, যেন স্বর্গের একটি দেবতা পৃথিবীর পাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরকে পড়িতেছেন। কিন্তু জানকীর সুকুমার তনু,—সে প্রস্ফুট-প্রফুল্ল লাবণ্যের ছবি,—সে স্নেহ-করুণা, মাধুরী ও মহিমার মোহন-মূর্ত্তি, যখন অগ্নির লক-লক জিহ্বায় আচ্ছাদিত হইয়া, ক্ষণকালের তরে অদৃশ্য হইল,—অগ্নি যখন ঘৃতধারাসন্ধুক্ষিত যজ্ঞীয় বহ্নির ন্যায় হুহুঃশব্দে বর্দ্ধিত হইয়া সে উচ্ছলিত রূপরাশি একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল, তখন চারিদিকে একটা ভয়-

ঙ্কর হাহাকার ও চীৎকারের ধ্বনি উঠিল। স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল; বালক ও বৃদ্ধেরা মাটীতে লুটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; এবং যে বিশাল লোকারণ্য এতক্ষণ কেমন একটা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে সকলকে বিস্মিত রাখিয়াছিল, উহা এক্ষণে শুধুই বিলাপ, পরিতাপ ও হাহাকারের হৃদয়বিদারি সঙ্কুল-শব্দে ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িল!

আদিকবি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের অনেক কবিই জানকীর এই অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্ত কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গের কবি কৃত্তিবাসও, এই প্রসঙ্গ বর্ণনায়, বঙ্গীয় নরনারীকে নয়নজলে ভাসাইয়াছেন। আমরা বাঙ্গালি। কৃত্তিবাসকে বড়ই ভালবাসি। তাই এখানে কৃত্তিবাসের লেখা হইতে কএকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব।

"লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড,
বানর কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড।
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি,
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী।
সাত বার রামের চরণ প্রদক্ষিণ,
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন।
কনক অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে,
যোড় হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে।

শুন বৈশ্বানর দেব, তুমি সর্ব্ব আগে,
পাপ পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে।
কায়-মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী,
তবে অগ্নি তব ঠাঁই পাব অব্যাহতি।
শিরে হাত দিয়া কাঁদে সবে সবিশেষ,
সীতা সতী অগ্নি মধ্যে করেন প্রবেশ।
অগ্নিতে প্রবিষ্ট মাত্র রামের মহিষী,
ঢালিয়া দিলেক তাতে ঘৃতের কলসী।
অগ্নি ঘৃত পাইলে অধিক উঠে জ্বলে,
কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে।
কুণ্ড মধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি,
শ্রীরামের ঝুরিতে লাগিল দুটি আঁখি।"

বাল্মীকির বর্ণনায় ও রামের অশ্রু-বিসর্জ্জনের কথা আছে। রাম, জানকীর অগ্নিপ্রবেশ সময়ে, অধোবদনে নীরব ছিলেন। কিন্তু জানকী যখন, সত্য সত্যই সহমৃতা সতীর ন্যায়, ঊর্দ্ধজিহ্ব অগ্নির মধ্যে ঝাঁপদিয়া পড়িলেন, তখন আর রামের সহিষ্ণুতা রহিল না। তিনি তখন দুই চক্ষুর দর-দরিত ধারায় ব্যাকুল হইলেন, এবং জানকী আর নাই ইহা মনে করিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই শোক-বর্ণনা কৃত্তিবাসি কবিতায় একটুকু বেশী ফুটিয়াছে।

"কুণ্ড মধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি,
শ্রীরামের ঝুরিতে লাগিল দুটি আঁখি।
দেখেন সংসারশূন্য যেমন পাগল,
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল।
কি করি লক্ষ্মণ ভাই সীতা কি হইল,
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল।
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার,
অযোধ্যায় ছত্র দণ্ড না ধরিব আর।
অগ্নি হৈতে উঠ সীতে জনককুমারি,
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি।"

জানকীর জন্য রামের উল্লিখিত-রূপ শোক-ব্যাকুলতার কথাগুলি পাঠ করিয়া সুন্দরীদিগের মধ্যে অনেকে হয় ত অন্তরে একটুকু ক্লিষ্ট হইবেন। তাঁহারা হয় ত শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ বলিবেন যে, "নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, তুমি এই মুহূর্ত্তে যাঁহাকে এত প্রকারে নিগ্রহ করিয়া আপনিই অগ্নির মধ্যে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করিলে, তাঁহার জন্য এক্ষণ আবার এ ভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ কেন?" রামের সম্পর্কে এরূপ কথা অসম্ভব নহে। ভবভূতি-চিত্রিত বন-তাপসী বাসন্তী, শ্রীরামচন্দ্রকে এমনই দুই একটি কথা কহিয়া দুঃখের আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাসন্তী কহিয়াছিলেন "রাম তুমিই না সর্ব্বদা জানকীর দিকে চাহিয়া বলিতে—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে,—
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিতোত্তরেণ।"

অর্থাৎ, "তুমিই আমার জীবন,—তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নে আমার চন্দ্রের জ্যোৎস্না, অঙ্গে সুশীতল অমৃত;—রাম, তুমি না এইরূপ শত শত মধুর কথা কহিয়া সে মুগ্ধস্বভাবা অবলাকে মোহিত রাখিতে? সেই রাম তুমি কি প্রকারে,—হা! সে কথা আর কহিয়া কাজ কি?"

কিন্তু, এই বাসন্তীই আবার, সময়ান্তরে, রামচরিত্র অথবা জানকীর প্রতি রামের অতুল-প্রেমাকুলতা সমালোচনা করিয়া কহিয়াছিলেন,—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি,
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোনু বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

আমরাও এখানে এই হেতুই রামের চরিত্রের আর সমালোচনা করিব না। আমরা, বন-তাপসী বাসন্তীরই চরণ-রেখা অনুসরণ করিয়া, এইমাত্র কহিব যে,—যাঁহারা রামের মত লোকোত্তর পুরুষ, তাঁহাদিগের চিত্ত ও চরিত্র

উভয়ই সাধারণের দুরধিগম্য। তাঁহাদিগের হৃদয় এক দিকে কুসুম হইতেও অধিকতর কোমল, আর এক দিকে বজ্র হইতেও অধিকতর কঠোর। তাঁহারা কখন কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাধারণ লোকে বিচার করিয়া অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। নহিলে, স্নেহ ও প্রীতির অগাধ-জলধিস্বরূপ রাম তাঁহার প্রাণাধিকা জানকীরে অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিবেন, এমন সম্ভব হইতে পারে না।

কিন্তু, রামের নাম যদি রাম, জানকীর নাম জানকী। জানকীর পিতা মহাত্মা জনক,—যাজ্ঞবল্ক্যের প্রজ্ঞাবান্ ছাত্র,—প্রাতঃস্মরণীয় সীরধ্বজ, রাজা হইলেও, স্বকীয় জীবনের অগ্নিকল্প পবিত্রতায়, ঋষিদিগের নিকট দেবতার মত পূজা পাইয়াছেন। তিনি জানকীর এই অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিয়া একবার বলিয়াছিলেন যে,—"আমার কন্যাকে পরীক্ষা করে, সে অগ্নি আবার কেমন অগ্নি।" * জানকী সেই জনকেরই শিষ্যা, শিক্ষিতা ও শতযত্নসংবর্দ্ধিতা স্নেহ-লালিতা দুহিতা। রামচন্দ্র, জানকীর জনকসম্পর্ক উল্লেখ করিয়া, সর্ব্বদা অতিমাত্র অভিমানের সহিত নানা কথা কহিতেন; এবং অমন পুণ্যশ্লোক ও তপঃপূত মহাপুরুষের কন্যা চারিত্রসম্পদে স্বভাবতঃ কিরূপ উচ্চশ্রেণীস্থ হইতে

* "আঃ কোঽয়মগ্নির্নামাস্মৎ-প্রসূতিপরিশোধনে।"

পারে, তাহা চিন্তা করিয়া, জানকীরে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতেন। বস্তুতঃ, সে অংশে রাম এ মানবজগতে যেরূপ আরাধ্য হইয়া রহিয়াছেন, জানকী তাঁহা হইতেও অধিকতর আরাধ্য পদবী লাভ করিয়া সমগ্র রমণীজাতির শীর্ষস্থানীয়া হইয়া আছেন। তিনি জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, এই ভারত-ভূমি, পুণ্যভূমি নামের জন্য, অধিকতর যোগ্য হইয়াছে; এবং তাঁহার জন্মসম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত রমণীই আপনাকে শ্রেষ্ঠতর পদার্থ বলিয়া মনে করিবার অধিকার পাইয়াছে। জানকী, রাবণের অশোকবনে, আত্মার অলৌকিক ও অপরিভবা শক্তিতে আপনাকে আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন।* আজি এ শপথ-পরীক্ষার সময় পৃথিবীর সামান্য অগ্নি কি তাঁহাকে ভস্ম করিবে? ইহা সম্ভবপর নহে।

* যাঁহারা Occult Science অর্থাৎ অলৌকিক রহস্য-বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এই জগতের প্রত্যেক পদার্থ,—বিশেষতঃ সর্ব্ববিধ প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পরমাণুময় আবরণের দ্বারা সতত আবৃত থাকে। উহা শরীর হইতেই শত শত রেখার মত বহির্গত হয়, এবং তার পর, মণ্ডলের আকার ধারণ করিয়া, সেই শরীর অথবা শরীরি পদার্থকে বেষ্টিয়া রহে; উহার নাম (aura) অরা। ইংরেজী অরা শব্দ, সংস্কৃত 'অর' শব্দ হইতে উৎপন্ন কি না, তাহা পণ্ডিতদিগের বিবেচ্য। কিন্তু 'অরা' শব্দ ইংরেজীতে নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে;—A subtle emanation proceeding from any thing, esp. that essence which is claimed to emanate from all living things and to afford an atmosphere for the operations of animal magnetism and such like occult phenomena.

রাম, যে সময়ে জানকীর শোকে আকুল হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, এবং দ্রষ্টৃবর্গের মধ্যে যখন সকলেই রামকে বেষ্টিয়া, অথবা সমুদ্র-তটবর্ত্তি প্রান্তর-ভূমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, বিলাপ করিতেছে, জানকী তখন সে অগ্নি-রাশি হইতে অস্পৃষ্টতনুতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ সকলকেই বিস্ময় ও হর্ষে অভিভূত করিলেন; এবং কতিপয় দেব-পুরুষও, সে সময়, সেখানে, রাম ও লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে, প্রকট হইয়া, জানকীর অনবদ্য চরিত্র সম্পর্কে জয়-জয়-শব্দ-সহকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিলেন যে, জানকীর সুললিত-সুকোমল তনু অগ্নিতে সন্তাপিত হওয়া দূরে থাকুক, উহা যেন অনল-স্নাত হইয়া আরও বেশী স্নিগ্ধ-কান্তি লাভ করিয়াছে; এবং তাঁহার অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্র-

অধ্যাত্মবাদিদিগের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানুষ চিত্তে যে পরিমাণ উন্নত ও চরিত্র যে পরিমাণ পবিত্র হয়, তাহার শরীরাবরণভূত 'অরা' অর্থাৎ তেজোময়ী আণব-বেষ্টনী, সেই পরিমাণে শক্তিশালিনী হইয়া, তাহাকে পৃথিবীর পাপ-তাপ ও পাপাত্মার দৃষ্টিপ্রসার হইতে পরিরক্ষিত রাখে। উল্লিখিত পণ্ডিতেরা একথা সমর্থনের জন্য বহু ঐতিহাসিক কাহিনী প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন; এবং সতী সাধ্বী লল-নারা নিদ্রিত অবস্থায়ও যে শুধু আপনাদিগের শরীর-নিসৃত তেজঃশক্তির অমিত-প্রভাবে পাপস্পর্শ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহারও অনেক বিশ্বাস-যোগ্য কাহিনী গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছেন। যদি, আজিকালিকার পতিব্রতা সতীদিগের চারিত্র-রক্ষাবিষয়েও 'অরা' অর্থাৎ আবরণ-মণ্ডলের তেজঃপ্রভা এইরূপ কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে উহা জগদারাধ্যা জানকীর দেহে কি পরিমাণ বিকশিত ও শক্তিযুক্ত ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

নিচয় ও শিরোভূষণ কুসুমদামও, যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে।*

দেবপুরুষদিগের মধ্যে যিনি সে অগ্নিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন,—বাল্মীকি যাঁহাকে অগ্নিদেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রামকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"এই নাও রাম,—এই নাও তোমার জানকী। ইনি বিদেহাধিপতি জনকের দুহিতা, ইঁহার তনুতে অণুমাত্রও পাপস্পর্শ নাই। জানকী কায়মনোবাক্যে সতী, এবং এ জগতে এক মাত্র তোমাতেই প্রীতিমতী। জানকী যখন, রাক্ষসের পুরীতে বহু রাক্ষসীর দ্বারা পরিরক্ষিত অবস্থায়, অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন ইঁহার চিত্ত ও চরিত্র নিমিষের তরেও কলুষিত হয় নাই। ইঁহার আত্মা, একমাত্র তোমাতেই ধ্যান-রত রহিয়া, আপনার শক্তিতে ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। জানকী বিশুদ্ধ-স্বভাবা ও নিষ্পাপা। এ বিষয়ে কিছুমাত্র আর বক্তব্য নাই। অতএব আমি আজ্ঞা করিতেছি, রাম, তুমি জানকীরে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও।"†

---

* উপরি লিখিত কথাগুলি কবি-কল্পনা না, ঐতিহাসিক সত্য, তাহা পাঠক এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন।

† "এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং পিতামহসমীরিতম্।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিভাবসুঃ॥
বিধূয়াথ চিতাং তাংতু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ।
উত্তস্থৌ মূর্ত্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকাত্মজাম্॥

রাম, দেবাত্মার বাক্য শুনিয়া, কিছুক্ষণ হর্ষবিস্ফারিত-লোচনে নিস্তব্ধবৎ রহিলেন ; তার পর মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—"আমিও জানকীরে জানি। জানকী অনন্যহৃদয়া, মদেক-পরায়ণা, এবং প্রকৃত পতিপ্রাণা। এ সংসারে আমি ভিন্ন আর কাহারও মূর্ত্তি জানকীর চিত্তে কদাপি অঙ্কিত হয় নাই,—কোনরূপ কল্পিত কলঙ্কও জানকীর নির্ম্মল চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারে নাই ; আমি ইহাও জানি, জানকী আপনার তেজঃপুঞ্জময় চরিত্রশক্তিতেই সর্ব্বত্র সুরক্ষিত,

তরুণাদিত্যসঙ্কাশাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাম্।
রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্॥
অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্।
দদৌ রামায় বৈদেহীমঙ্কে কৃত্বা বিভাবসুঃ॥
অব্রবীত্তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ।
এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে॥
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌণ্ডীরং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা॥
রাবণেনাপনীতৈষা বীর্য্যোৎসিক্তেন রক্ষসা।
ত্বয়া বিরহিতা দীনা বিবশা নির্জ্জনে বনে॥
রুদ্ধা চান্তঃপুরে গুপ্তা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা।
রক্ষিতা রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ॥
প্রলোভ্যমানা বিবিধস্তর্জ্জ্যমানা চ মৈথিলী।
নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষস্ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা॥
বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্লীষ্ব রাঘব।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥"

লঙ্কাকাণ্ডম্ ;—বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

এবং সমুদ্রের পক্ষে শিলাময়ী বেলাভূমির ন্যায়, রাবণের অলঙ্ঘ্য। সে দুরাত্মা মনেও কখন ইঁহার অপমান করিতে সমর্থ হয় নাই। কেন না, মহাসতী জানকী, রাবণের অন্তঃপুরে, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে তাহার অস্পৃশ্য ছিলেন। ফলতঃ, প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে স্বভাবগুণে অবিচ্ছিন্ন, জানকীও সেইরূপ, আমা হইতে সতত অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন। জানকী ত্রিলোকমধ্যে পবিত্র, এবং কীর্ত্তি যেমন মনস্বি-পুরুষের অত্যাজ্য, জানকীও সেইরূপ আমার অত্যাজ্য।"

রাম পুনরপি কহিলেন,—"দেবগণ, আপনারা জগতের পরিরক্ষক, করুণার্দ্রহৃদয় এবং স্বভাবতঃ হিতবাদী। আপনারা যাহা কহিলেন, তাহা সর্ব্বজন-মঙ্গলজনক। আমি জানকীরে যার-পর-নাই শুদ্ধচারিণী ও সতী সাধ্বী জানিয়াও যে শ্রুতিপীড়ক কটুবাক্যের দ্বারা অগ্নিপরীক্ষায় প্রণোদিত করিয়াছিলাম, তাহা শুধুই লোকাপবাদ হইতে অব্যাহতির জন্য। আমি এইক্ষণ, আপনাদিগের বাক্যে, সে অংশেও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া, জানকীরে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলাম।"*

---

* "ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং বরঃ।
দধ্যৌ মুহূর্ত্তং ধর্ম্মাত্মা হর্ষব্যাকুললোচনঃ॥

রামের কথা যখন সমা' ন সে সহস্রকণ্ঠ-সভাস্থলে পুনরায় একটা গগন-স্পা-শ জয় জয়-শব্দ সমুত্থিত হইল; এবং এবার জানকীর পরিম্লান অধরেও একটুকু প্রফুল্ল হাসি ফুটিল। জানকী, অগ্নিপরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং দেবচরিত্রের গতি ও পরিণতি সম্যক্ বুঝিয়া, রামের প্রতিও প্রসন্ন হইলেন। রাম, একে একে আবির্ভূত দেবপুরুষ-দিগকে প্রণতিজ্ঞাপনে পূজা করিতেছেন, এইরূপ সময়ে,

এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমানুরুবিক্রমঃ।
উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥
অবশ্যঞ্চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতাচেয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা॥
বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্যহি॥
অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্তপরিরক্ষিণীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্॥
ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্ত্তেত বেলামিব মহোদধিঃ॥
ন চ শক্তঃ স দুষ্টাত্মা মনসাপি চ মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুম প্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা॥
বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুংময়া শক্যা কীর্ত্তিরাত্মবতা যথা॥
অবশ্যঞ্চ ময়া কার্য্যং সর্ব্বেষাং বো বচো হিতম্।
স্নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবঞ্চ বদতাং হিতম্॥"

লঙ্কাকাণ্ডম্;—বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

একটি শ্বেতাম্বর-সুশোভিত শুভ্রমূর্ত্তি দেবপুরুষের প্রতি সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন, এবং সে দেবপুরুষের চরণোপান্তে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দেবপুরুষ রামচন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গনে সন্তর্পণ করিয়া স্নেহশীতল মধুর স্বরে কহিলেন.—

"বাছা রাম, আমায় চিনিতে পারিতেছ কি? আমি তোমার পিতা দশরথ। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দেবতাদিগের সঙ্গে এখানে আসিয়াছি। আমি তোমা-হেন পুত্রের গুণে, স্বর্গবাসী হইয়া থাকিলেও,আজি তোমায় এখানে বিজয়ী দেখিয়া যেরূপ সুখ লাভ করিতেছি, স্বর্গ-বাসেও আমার তেমন সুখ বোধ হয় নাই। কৈকেয়ী যে সকল কটু কথা কহিয়া তোমায় বনবাসী করিয়াছিল, সে-গুলি আমার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ ছিল। আমি আজি, তোমায় লক্ষ্মণের সহিত নিরাপদ দেখিয়া, নীহারমুক্ত সূর্য্যের ন্যায়, দুঃখমুক্ত হইলাম। কৌশল্যা এত দিনে কৃতার্থ হই-লেন। তুমি অরণ্যবাস হইতে গৃহবাসে ফিরিয়া যাইবে, তিনি ইহা দেখিয়া সুখী হইবেন। পুরবাসিগণেরও পরম ভাগ্য, তাহারা তোমায় রাজসিংহাসনে রাজ্যেশ্বররূপে অভি-ষিক্ত দেখিবে। বাছা, ভরত সত্যই ধর্ম্মচারী বীর; সে শুদ্ধস্বভাব ও তোমাতে একান্ত অনুরক্ত। তুমি ভরতের

সহিত যাইয়া সম্মিলিত হও, এইটিই আমি এইক্ষণ দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ বনবাসী হইয়াছিলে;—লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নিয়মনির্দ্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে; এবং দুর্ব্বৃত্ত রাবণকে নিহত করিয়া দেবতাদিগেরও প্রীতি জন্মাইলে। তুমি এ দুষ্কর কার্য্য সাধনের দ্বারা যশস্বী হইয়াছ, এইক্ষণ ভারত-সাম্রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হও।”

দেবমূর্ত্তি দশরথ লক্ষ্মণকেও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—“বৎস, তুমি নিরন্তর কায়মনোবাক্যে রাম ও জানকীর সেবা করিও, ইহাতে তোমার ধর্ম্মলাভ হইবে। রাম সততই সর্ব্বলোকের হিতসাধনে ব্যাপৃত; রাম প্রসন্ন রহিলে তোমার যশ ও পুণ্য বৃদ্ধি পাইবে।” রাম-লক্ষ্মণের পশ্চাদ্‌ভাগে জানকীও দশরথের দিকে চাহিয়া বদ্ধাঞ্জলি দণ্ডায়মানা ছিলেন। দশরথ, জানকীরে মৃদুমধুর ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—

“বাছা বৈদেহি, আমি তোমাকে আমার কন্যাটির মত ভালবাসি। তুমি রামের প্রতি মন্যু ত্যাগ করিয়া মনে প্রফুল্ল হও, এইটি আমার অনুরোধ। রাম যে তোমার জন্য অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহা প্রকৃতই

তোমার হিতার্থ,—তোমার বিশুদ্ধচরিত্রের যশঃখ্যাপনার্থ। তুমি সুদুষ্কর শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা আপনার চারিত্রপবিত্রতা রক্ষা করিয়াছ; এবং এ অগ্নিপরীক্ষার কঠোর অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত সংসারে,—সকল শ্রেণির কুলকামিনীর মধ্যে কীর্ত্তি-মতী ও যশস্বিনী হইয়াছ। তোমা-হেন সতীকে পতিসেবায় উপদেশ করা অত্যুক্তি মাত্র। আমি তথাপি বলিতেছি, তুমি তোমার পতিকে পরম দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিও।"

এইরূপ কথার অবসরে রাম আবার কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—"পিতঃ, আপনি আমার বনবাস-যাত্রা সময়ে মাতা কৈকেয়ীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, কৈকেয়ী ও ভরত উভয়-কেই ঘোরতর অভিসম্পাতের সহিত পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। আপনি তাঁহাদিগের প্রতি পুনরায় প্রসন্ন হইলে আমার প্রাণটা শীতল হয়।" যথা বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ডে,—

"ইতি ব্রুবাণং রাজানং রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
কুরু প্রসাদং ধর্ম্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতস্য চ॥
সপুত্রাং ত্বাং ত্যজামীতি যদুক্তা কেকয়ী ত্বয়া
স শাপঃ কেকয়ীং ঘোরঃ সপুত্রাং নস্পৃশেৎ প্রভো।

দশরথ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"বাছা, আমি তোমার বাক্যে প্রীত হইলাম, এবং কৈকেয়ী ও ভরত উভয়কেই আজি সরল হৃদয়ে ক্ষমা করিলাম।" এই কহিয়াই, দশরথ

লক্ষ্মণ ও জানকীরে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া, অন্তরীক্ষে চলিয়া গেলেন। দেবতারাও দেখিতে না দেখিতেই অদৃশ্য হইলেন। এ দিকে, পুরুষ প্রবীর রামচন্দ্র, মৃদুহসিত-মধুরা প্রেমস্নেহময়ী জানকীরে গাঢ় আলিঙ্গনে কণ্ঠে গাথিয়া, ও সমবেত বীরবৃন্দকে স্ব স্ব স্থানে নিশাযাপনের উপদেশ দিয়া, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত, আপনার লতাপত্ররচিত প্রবাস-কুটীরে প্রফুল্লচিত্তে প্রবেশ করিলেন; এবং দীর্ঘস্থায়ি দুঃস্বপ্নের পর সানন্দ-জাগরণ, অথবা সুদীর্ঘকাল-ব্যাপি কঠোর-তপস্যার পর সুখ-শীতলা সিদ্ধির মত, শান্তি ও আনন্দ, উভয়ই এক সঙ্গে লাভ করিয়া, সর্ব্বাংশে কৃতার্থ হইলেন।

জানকীর অগ্নিপরীক্ষাসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনী এখানে পরিসমাপ্ত হইল। কিন্তু, এ স্থলে দুই তিনটি কঠোর বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান ও উত্তরদান অব-শিষ্ট রহিল। প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই পুস্তকের দ্বিতীয় পরি-চ্ছেদে পাঠকের আলোচ্য হইবে।

স্বনাম-ধন্য ভবভূতি জানকীর চরিতাখ্যায়ক মহাকবি বাল্মীকিকে, শব্দব্রহ্মের সিদ্ধ সাধক, সাক্ষাৎ সত্যদর্শী মহর্ষি জ্ঞানে পূজা করিয়াছেন; এবং তদীয় হৃদয়ের প্রতিভাকে আপ-নার হৃদয়ে আকর্ষণ করিতে সততই যত্নপর রহিয়াছেন। তিনি, একস্থলে, সেই বাল্মীকির ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, এবং

যেন জানকীর জগৎপূজ্য চারিত্রলেখা ধ্যানস্থবৎ চিত্তচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, গদ্গদ-কণ্ঠে কহিয়াছেন যে, উহা মাতার ন্যায় সংসারের মঙ্গল-বিধায়িনী, এবং ভাগীরথীর ন্যায় দুরিত-নাশিনী। তাঁহার এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কেন না, জানকীর ইতিহাস-কথা যে স্থানে যখন মনুষ্যের শ্রুতি-গোচর হয়, সেই স্থানেই তখন পবিত্রতার স্বর্গীয় সমীর প্রবাহিত হইতে থাকে, মনুষ্যের নয়নে ধারা বহে, এবং হৃদয় উৎকর্ষের এক উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করে। জানকীর নামে অবনীতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হউক। এ নাম ভারত-ললনার কোমল হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহুক।

যেন জানকীর জগৎপূজ্য চারিত্রলেখা ধ্যানস্থবৎ চিত্তচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, গদ্গদ-কণ্ঠে কহিয়াছেন যে, উহা মাতার ন্যায় সংসারের মঙ্গল-বিধায়িনী, এবং ভাগীরথীর ন্যায় দুরিত-নাশিনী। তাঁহার এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কেন না, জানকীর ইতিহাস-কথা যে স্থানে যখন মনুষ্যের শ্রুতি-গোচর হয়, সেই স্থানেই তখন পবিত্রতার স্বর্গীয় সমীর প্রবাহিত হইতে থাকে, মনুষ্যের নয়নে ধারা বহে, এবং হৃদয় উৎকর্ষের এক উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করে। জানকীর নামে অবনীতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হউক। এ নাম ভারত-ললনার কোমল হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহুক।

অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী যদি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও উল্লিখিত না থাকিত,—যদি এ পৃথিবীতে আর কোন দেশে কোন কালে, অন্য কোন নরনারীর অদৃষ্টে অগ্নিপরীক্ষার নিদারুণ ব্যবস্থা সংঘটিত না হইত, তাহা হইলে জানকীর অগ্নিপরীক্ষা-সম্বন্ধিনী সমস্ত কথাই ধর্ম্মানু-রাগ-বিহ্বলা কবিকল্পনার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারিত। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, অগ্নিপরীক্ষার কোন না কোন রূপ কথা পুরাতন ইতিহাসের প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত। সকল দেশের ইতিহাসেই, কখনও সাধারণ ভাবে, কখনও বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত, ইহার উল্লেখ আছে; এবং যাঁহারা ঐতিহাসিক সত্যের নানারূপ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের লেখায়ও ইহার প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। এমন অবস্থায়, পুরাতন ইতিহাসের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অগ্নিস্পর্শের দ্বারা চারিত্রশুদ্ধির সাক্ষ্যদান শুধুই ভারতীয় কবির কাব্যসৃষ্টি নহে।

অগ্নিপরীক্ষা গ্রীকজাতির মধ্যে সময়ে সময়ে ব্যবস্থাপিত হইত। ইহার প্রমাণ গ্রীক-কবি সফোক্লিশের লেখা। সফোক্লিশ (Sophocles) অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার একখানি নাটকে অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা আত্মশুদ্ধি-

প্রমাণের প্রার্থনা স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। যাঁহার সম্বন্ধে, বিষয়-বিশেষে, দেশীয়দিগের সংশয় হইতেছে, তিনি আত্ম-সাধুতার উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া নির্ভীক কণ্ঠে কহিতেছেন, —"এস,—তোমরা অগ্নিদগ্ধ লৌহফলক লইয়া আমার সম্মুখে এস, আমি জ্বলদগ্নিলৌহফলক হাতে তুলিয়া লইয়া বুকে রাখিব, অথবা অগ্নির উপর হাঁটিয়া যাইব।" * ঈদৃশী পরীক্ষা অবশ্যই জানকীর অগ্নিপরীক্ষার সমশ্রেণীস্থ নহে। কিন্তু তথাপি ইহা অগ্নিপরীক্ষারই প্রকারবিশেষ; এবং নাট্যসাহিত্যে উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও প্রমাণের পরিপোষক। যে দেশের লোকেরা অগ্নিপরীক্ষার কোন অনুষ্ঠান চক্ষে দেখে নাই, অথবা কোন কথা কানেও শুনে নাই, সে দেশের কাব্যনাটকে ইহার এইরূপ উল্লেখ থাকা একবারে অসম্ভব।

আমাদিগের যেমন বেদ, অথবা রামায়ণ ও মহাভারত, ইহুদি জাতির সেইরূপ (Old Testament) পুরাতন টেষ্টেমেণ্ট। এ গ্রন্থ একদিকে মহাকাব্য, আর একদিকে মহাগৌরবময় জাতীয় ইতিহাস। ইহুদিদিগের এই জাতীয় ইতিহাসে,—ডানিয়েলের গ্রন্থ (Book of Daniel) নামক

* Sophocles as translated and quoted by Eppes Sargent. Author of The Despair of Science. &c. &c.

পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে,—একসঙ্গে তিনটি ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত যুবার অতি ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক-পদ্ধতিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে ; এবং যাঁহারা পরীক্ষিত হইলেন, আগুনে তাঁহাদিগের মাথার একগাছি কেশ ও পরিধেয় বস্ত্রের একগাছি সূতাও স্পৃষ্ট হইল না দেখিয়া, রাজ্যেশ্বর ও রাজপুরুষেরা কিরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়ের ভাষায় বর্ণিত রহিয়াছে।

রাজ্যেশ্বর দ্বিতীয় নেবুকদ্‌নেসর। ইনি পূর্ব্বে ছিলেন বাবিলন ও নেনেভার সম্রাট্, এখন হইয়াছেন ইহুদি রাজ্যেরও নূতন অধীশ্বর। ইনি ৬০৬খৃঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ; এবং সুখে দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে পঁচাত্তর বর্ষ কাল সাম্রাজ্যের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া, ৫৮১ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। আমরা এইক্ষণ যে অগ্নিপরীক্ষার বৃত্তান্ত কহিতেছি, তাহার অনুষ্ঠাতা অথবা বিধাতা উল্লিখিত (Nebuchadnezzor) নেবুকদ্‌নেসর।

নেবুকদ্‌নেসর যখন বহু যুদ্ধের পর ইহুদি রাজ্য আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন, তখন ধর্ম্মাভিমানী ইহুদিদিগের জাতীয় ধর্ম্ম উন্মূলন করাই, কিছু কাল, তাঁহার জীবনের প্রধান অধ্যবসায় হইয়া উঠিল। ইহুদিরাজ্যের রাজধানী জারুসালম-নগরে একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ছিল।

ইহুদিরা সে মন্দিরকে স্বর্গ হইতেও অধিকতর পবিত্র মনে করিত, এবং প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। নূতন সম্রাট্, সে মন্দির লুণ্ঠন করিয়া, উহার সমস্ত সম্পত্তি তদীয় পুরাতন রাজধানী বাবিলনে লইয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে, তিনি সে দেবমন্দিরের অদূরে, দূরা (Dura) নামক রমণীয় প্রান্তরে, আপনার এক স্বর্ণময় প্রতিমা * প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এবং সেই প্রতিমার নিকট প্রাতে ও সায়াহ্নে প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠ-নিঃসৃত বেণু, বীণা ও বীরবংশীর নিনাদ-নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ সময়ে, তদ্গত ভক্তির সহিত প্রণত হইবার জন্য, সমস্ত ইহুদিদিগের মধ্যে, এক সাধারণ আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

এই উদ্ভট ও অশ্রুতপূর্ব্ব আজ্ঞা উপলক্ষে ইহুদিরাজ্যে এক ভয়ানক গোলযোগ ঘটিল। বহু লোক এদিকে ওদিকে পালাইয়া রহিল;—পালাইয়া প্রাণে রক্ষা পাইল। পলাতক-দিগের মধ্যে অনেকে নিষ্ঠুর সৈনিকের হাতে ধরা পড়িয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দিরূপে, বাবিলনে প্রেরিত হইল। যাহারা হৃদয়ে দুর্ব্বল,—ধর্ম্মে পর-মুখ-প্রেক্ষী, তাহারা দলে দলে উপস্থিত হইয়া, সে স্বর্ণপ্রতিমার নিকট জানুপাত-সহকারে

* এই প্রতিমা সম্রাটের নিজ প্রতিকৃতি, না তাঁহার মনঃকল্পিত দেবতা-বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি, তাহা নিশ্চয় করিয়া কহিতে চাহি না।

প্রণাম করিল। কিন্তু, তিনটি ভগবদ্‌ভক্ত নির্ভয় যুবা, বিজেতৃ সম্রাটের সান্নিধ্যে আনীত হইয়া, তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার নিকট প্রণত হইতে সর্ব্বতোভাবে অসম্মত হইল।

যুবকত্রয়ের নাম সাদ্রাক, মেসাক ও আবেদ্‌নিগো।* এই তিনটি যুবকই বিজেতৃ রাজ্যেশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ছিল; এবং তাঁহার অনুগ্রহে, রাজাধিকারে, তিনটি অধ্যক্ষ-তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। রাজা কখনও এমন মনে করিতে পারেন নাই যে, যাহারা এত প্রকারে তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত, এবং তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত, তাহারা তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলচারী হইবে; এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে। সুতরাং, তিনি সাদ্রাক প্রভৃ-তির তাদৃশ অসম্মতির কথা শুনিয়া একবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎই, হাতে পায়ে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া, জ্বলন্ত লৌহচুল্লীতে নিক্ষেপ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। †

* Shadrach, Meshach, and Abednego.

† "And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace."

যে কথা সে-ই কার্য্য। রাজ্যেশ্বর যদি অতি বড় নিদারুণ পাপিষ্ঠ হয়, তথাপি তাহার আজ্ঞা সেবকগণের শিরোধার্য্য। সেবকসৈনিকেরা সাদ্রাক, মেসাক ও আবেদ্‌-নিগো এই তিন জনকেই, দ্রুতহস্তে, হাতে পায়ে অতি দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, অগ্নিকুণ্ড অথবা অগ্নিময় লৌহ-চুল্লীতে নিক্ষেপ করিল। * কুণ্ডের অগ্নি এত বেশী জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে, যাহারা ঐ সাধু যুবক তিনটিকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবার জন্য কুণ্ডের সন্নিহিত হইল, তাহারা আগুনের তাপে অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর গ্রাসে গড়াইয়া পড়িল। তাহাদিগের এ অবস্থা দেখিয়া রাজ্যেশ্বর ও তদীয় পার্শ্বচরদিগের চিত্তে কিরূপ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল, তাহা বর্ণনার অতীত।

রাজা নেবুকদনেসর, ক্ষণকাল পরে, স্বয়ং কুণ্ডের দিকে চাহিয়া, সাদ্রাক প্রভৃতির তদানীন্তন অবস্থা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন, সাদ্রাক, মেসাক ও আবেদনিগো, তিনজনই সেই জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে নিরাপদে দণ্ডায়মান রহিয়া ইতস্ততঃ

* "Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace."

পাদচারণ করিতেছে; তাহাদিগের শরীরের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া কিংবা পুড়িয়া গিয়াছে; এবং একটি দেবতার মূর্ত্তি, যেন আশ্বাস ও অভয়দানের জন্য, তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে, নেবুকদনেসরের মনে, সেই মুহূর্ত্তেই এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত ঘটিল; এবং অগ্নিপরীক্ষিত যুবকত্রয়, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে, তখনই অগ্নিকুণ্ড হইতে বহিঃসারিত হইয়া, আশাতীত সম্মানের সহিত অভিনন্দিত হইল। রাজা, রাজ-কুমারবর্গ, রাজ্য-শাসনের প্রধান অধ্যক্ষ ও সেনাপতিবৃন্দ, এবং রাজার সচিবনিচয়েরা, সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে, সমবেত ভাবে, পরীক্ষিত যুবকত্রয়ের সন্নিহিত হইয়া, তাহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বস্ত্রাদি, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, অগ্নি সে নিরীহ যুবকত্রয়ের উপর কোন অংশেও কিছুমাত্র কার্য্য করে নাই,—তাহাদিগের মাথার এক গাছি চুলে আগুনের আঁচ লাগে নাই,—পরিধেয় বস্ত্রে অগ্নিস্পর্শের চিহ্ন নাই, এবং শরীরেও আগুনের গন্ধ নাই। * ইহা

* "And the princes, governors, and captains, and the King's counsellers, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair

কিরূপে সম্ভবে? সে কথার উত্তর পরে দিব। কিন্তু, পাঠককে আপাততঃ ইহাই মনে রাখিতে বলিব যে, সাদ্রাক প্রভৃতির অগ্নিপরীক্ষাবিষয়িনী এই আশ্চর্য্য কাহিনী, যেমন ইহুদিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে, তেমন বাবিলনের ইতিহাসে, বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ আছে; এবং এই ঘটনা, পরবর্ত্তী ইতিহাসনিচয়েও, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে।

ইংলণ্ডের ইতিহাস ও ব্যবস্থাবিজ্ঞান উভয়ই অগ্নিপরীক্ষার প্রামাণিক সাক্ষী। একাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞী, * রূপবতী এমা,—নর্ম্মাণ-ডিউক রিচার্ডের কন্যা ও ইংলণ্ডের রাজা এড্ওয়ার্ড-দি-কনফেসরের মা,—কিরূপে অগ্নিপরীক্ষায় আপনার অমল স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া, প্রাণে রক্ষা পাইয়া ছিলেন, ইতিহাসে তাহার বর্ণনা আছে; এবং অগ্নিপরীক্ষার প্রণালী, প্রক্রিয়া ও ভয়াবহ পদ্ধতির

of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. &c. &c. ডেনিয়েলের এই বর্ণনার সহিত বাল্মীকির নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় মিলাইয়া পাঠ করিলে, পাঠক নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন। কেন না উহা বাল্মীকির লেখার অনুবাদের মত। যথা যুদ্ধকাণ্ডে,—

"রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্।
অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্॥"

* 'Queen Emma, daughter of Richard II, Duke of Normandy, and mother of Edward the Confesser, the king of England. She lived in the 11th. Century."

বৈচিত্র্যবিষয়ক বহু কথা ব্ল্যাকষ্টোনের * ব্যবস্থাবিজ্ঞানে সুচারুরূপে বিবৃত রহিয়াছে। যাঁহারা অবিশ্বাসী ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক কাব্য নিচয়,—বিশেষতঃ তাঁহার ফেয়ার-মেইড্-অব-পার্থ্ (Fair Maid of Perth.) নামক উপন্যাসের অঙ্গীভূত টীকাগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইংলণ্ডীয় অগ্নিপরীক্ষার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বিষয়ে অনেক কথা অবগত আছেন।

অগ্নিপরীক্ষা যখন এই ভাবে আধুনিক ইতিহাসে এবং ইয়ুরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রেও সুপরিচিত, তখন জানকীর অগ্নিপরীক্ষাকাহিনীকে আর্য-কবি-বর্ণিত অপ্রাকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা বিচারসঙ্গত হয় কি ?

বাল্মীকির পৃথ্বীখ্যাত রামায়ণে, ঐতিহাসিক সত্য, ইলিয়দের মূল-নিবদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যবৎ, অনেক স্থলেই কল্পনার কুসুম-কিশলয়ে আচ্ছাদিত হইয়াছে। সে কল্পনা, কখনও বাণের মুখে, বজ্রাবস্ফোটবৎ বিশ্বগ্রাসি অগ্নি জ্বালি-

* "Fire ordeal was performed, either by taking up in the hand, unhurt, a piece of red-hot iron, of one, two, or three pounds' weight; or else by walking, barefoot and blindfold, over nine red-hot ploughshares, laid lengthwise, at unequal distances; and if the party escaped being hurt, he was adjudged innocent; but if it happened otherwise, he was then condemned as guilty."

য়াছে ; কখনও নীরন্ধ্র-নিবিড় প্রলয়-জলদের অজস্র ধারা বর্ষণে আগুন নিবাইয়াছে। বস্তুতঃ, বাল্মীকির কল্পনা, দেশীয় চিন্তার চির-পরিগৃহীত পদ্ধতিতে, কত প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছে,--সম্ভবের সহিত অসম্ভব, এবং লৌকিকের সহিত অলৌকিক ও অদ্ভুতকে মিলাইয়া মিশাইয়া, কিরূপ লোকোত্তর সৌন্দর্য্য ফলাইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু, কবিকল্পনার এইরূপ উদ্দাম-বিলাস ও উন্মদ-লীলা সত্ত্বেও, রামায়ণী কথায় যে সকল মৌলিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটিও অসত্য নহে।

লোকাভিরাম রামচন্দ্রের উদারকীর্ত্তি,—রামকর্তৃক বিশ্বামিত্রের আশ্রমে তাড়কাবধ ও মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গপণে জানকীর পাণিগ্রহণ,—মন্থরার মন্ত্রণায় রামজানকীর বনবাস, রামের শোকে দশরথের মৃত্যু,—বনে জানকীহরণ, জানকীর উদ্ধারার্থ বন্যসেনা-সংগ্রহ,--রাম-রাবণের দীর্ঘকাল-ব্যাপি দারুণ সংগ্রাম ও সংগ্রামে সবংশ-রাবণ-নিধন, সমস্তই ঘটনামূলক প্রকৃত বৃত্তান্ত। জানকীর অগ্নিপরীক্ষাও ঐরূপ একটি মৌলিক ঘটনা। বাল্মীকির পরবর্ত্তী ঋষি ও কবিরা,—ঋষিদিগের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, এবং কবিদিগের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, মুরারি ও মহানাটককার

প্রভৃতি সকলেই উল্লিখিত অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্তকে মৌলিক ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন; এবং ভারতবর্ষের অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও, আবহমান পুরাতন কাল হইতে এই প্রসিদ্ধ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া, জনক-দুহিতার পবিত্র স্মৃতিকে অশ্রুজলে তর্পণ করিয়াছেন। এমন পূর্ব্বাপরপ্রত্যয়-স্থলে, আমরা আজি, কিরূপ অসার যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, এই জগদ্বিশ্রুত আশ্চর্য্য বৃত্তান্তকে অমূলক জ্ঞানে উপেক্ষা করিব; এবং যাঁহার চারিত্রকীর্ত্তি সতত শতসহস্র কণ্ঠে গীত হইতেছে,—যাঁহার ইতিহাস, বৈদ্যুতিক শক্তি হইতেও অধিকতর বশীকরণশক্তি প্রয়োগ করিয়া, সংসারের অসংখ্য রমণীকে অহোরাত্র উচ্চতর পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে, তদীয় জীবনের মুখ্যতম ঘটনাটিকে মিথ্যাজ্ঞানে উড়াইয়া দিব?

কিন্তু যাঁহারা জড় বিজ্ঞানকেই জগতের একমাত্র বেদ বলিয়া পূজা করেন, এখানে তাঁহাদিগের দ্বিতীয় ও কঠিনতর প্রশ্ন। তাঁহারা এ স্থলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মানুষ আগুনে হাত দেয়, অথচ সে আগুনে তাহার হাত পোড়ে না, ইহা কি কখনও সম্ভবে? দাহিকা শক্তি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অগ্নি কি কখনও, মনুষ্যের অনুরোধে ও উপরোধে অথবা অন্য কোন কারণে, সে দাহিকাশক্তিতে

বঞ্চিত হইয়া, শীকর-সিক্ত সমীরণের ন্যায় শীতল ও সুখ-স্পর্শ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগের বহু কথা বলিবার আছে। আমরা কথাগুলি ধীরে ধীরে কহিব; এবং জানকীর অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্তকে যে জন্য আমরা সতীর চারিত্রকীর্ত্তি-খ্যাপক জগন্মঙ্গল্য সত্য বলিয়া হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি, তাহা ধীরে ধীরে বুঝাইতে যত্নবান্ হইব।

প্রথম কথা,—আমরাও প্রশ্নকারিদিগের ন্যায় বিজ্ঞানের ভক্ত-উপাসক, এবং বৈজ্ঞানিক সত্যেরই নিয়ত-পোষক। বিজ্ঞান আমাদিগের চক্ষে বিশ্বময়-ভাগবত-কাব্যের ভাবার্থ-বোধিনী আক্ষরিক ব্যাখ্যা। সুতরাং, আমাদিগেরও ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস, এবং ইহা আমরা শত প্রকারে বলিয়া আসিতেছি যে, এই অনন্ত প্রভাবময়ী প্রকৃতির রাজ্যে অপ্রাকৃত ঘটনা একেবারে অসম্ভব। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা স্বভাব-জগতে কখনও সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু, অপ্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক এক কথা; এবং অসাধারণ,—অলৌকিক, অথবা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব আর এক কথা। এই পৃথিবীর অনেক দেশে জল অহরহঃই জমিয়া বরফ হয়; এবং সে বরফ লইয়া লোকে বাণিজ্য করে। কোন কোন দেশে বরফ এমন দৃঢ় ও ঘনীভূত হয় যে, মানুষ তাহার উপর এক

প্রকার ক্ষুদ্র গাড়ী চালাইয়া চলিয়া যায়। যাঁহারা এইক্ষণ বিনা বরফে জল খাইতে পারেন না, তাঁহাদিগের নিকট জল ও বরফের এই প্রকার অবস্থাপার্থক্য বর্ণনা করিয়া বুঝান অনাবশ্যক। অথচ, এ কথা ইতিহাসে লিখিত আছে যে, আমেরিকার এক জন বিজ্ঞ পরিব্রাজক,—বহু দিন হয়,—দেশ-বিশেষের রাজার নিকট জলের এইরূপ রূপান্তর-প্রাপ্তির কথা কহিয়া, বিপন্ন হইয়াছিলেন।

জল যেমন অবস্থা-বিশেষে শীতল ও ঘনীভূত রহে, অবস্থা বিশেষে উত্তপ্ত অথবা অতি সূক্ষ্ম বাষ্পে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়, অগ্নিও সেইরূপ,—অবস্থাবিশেষে—অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় ও উচ্চতর দিব্যশক্তির প্রভাবে—অজ্ঞাত ও উচ্চতর প্রাকৃত নিয়মের বিশিষ্ট বিধানে,—দাহজনক না রহিয়া, জলের ন্যায় সুখ-স্পর্শ হইতে পারে না কি?

অগ্নির এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্ত অথবা শক্তিলোপ অসংখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, তাঁহারা, অশেষপ্রকারে সাবধান রহিয়া, রসায়নের অবিজ্ঞেয় অধ্যাত্মক্রিয়ার সহিত অগ্নির সম্পর্ক পরীক্ষা করিয়াছেন; এবং একই অগ্নি এক জনকে পোড়াইতেছে, আর এক জনের শরীরে শিশিরসিক্ত পুষ্পের ন্যায় অনুভূত হইতেছে,—অথবা একই-জন-সম্পর্কে,

এই মাত্র সমীরবৎ শীতল, স্পর্শে আনন্দ জন্মাইয়া, মুহূর্ত্ত পরেই আবার, দাহিকা শক্তির জ্বালাময় ক্রিয়ায় অঙ্গদাহ ঘটাইতেছে, ইহাও তাঁহারা, দিবা-দ্বিপ্রহরের সময়, দশ জনে একত্র হইয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। সুতরাং, মানুষ আগুনে হাত দেয়, অথচ সে আগুনে তাহার হাত পোড়ে না ; এবং দেব প্রভাব-পরিরক্ষিত ব্যক্তিরা, জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াও, অণুমাত্র দগ্ধ হন না, ইহা এখন আর ইতিহাসজ্ঞ মনুষ্যের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে না।

জানকীর ইতিহাস যুগ-যুগান্তরের কথা। মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা দূরে থাকুক, কল্পনাও সেখানে, বহু সহস্র বৎসরের কাল-ব্যবচ্ছেদ পার হইয়া, সহজে পহুঁচিতে পারে না। ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞী এমার বৃত্তান্ত, আধুনিক ইতিহাসে পরিগৃহীত হইয়া থাকিলেও, এক প্রকার পুরাতন কাহিনী। এমা একাদশ শতাব্দীতে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। আজি বিংশতি শতাব্দীর আরম্ভ। এমার সে পরীক্ষা, তদানীন্তন বিজ্ঞব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়া থাকিলেও, বৈজ্ঞানিকের বিশেষ প্রণালীতে অনুধাপিত হয় নাই। আমরা, এই হেতু, এই স্থলে, পাঠকের নিকট কএকটি আধুনিক ও অতি কঠোর বিজ্ঞানপরীক্ষিত অগ্নিবৃত্তান্ত উপস্থিত করিব। যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরা, আপনাদিগের পুরাতন সংস্কারের

বশবর্ত্তী হইয়া, দৈবী ক্রিয়ায় একবারে অবিশ্বাসী, তাঁহারাও এই বৃত্তান্ত নিচয়ের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে, ইহা হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, যে অগ্নি, কাঠ পাথর পোড়াইয়া নগর দগ্ধ করে, এবং বনে দাবানল সৃষ্টি করিয়া জগজ্জিঘৎসু জিহ্বা প্রসারণ করিয়া থাকে, সেই অগ্নিই, অন্তরীক্ষচারী দেবতাদিগের ইচ্ছা হইলে, জগতের জ্ঞানোৎকর্ষসম্পাদক ও বিশেষ কোন মঙ্গলজনক প্রয়োজনে, জানকীর মত দেবচরিত্রা রমণীর অঙ্গস্পর্শ সময়ে, অমৃতসম শীতল হইতে পারে।

বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের যে সকল অধীতিব্যক্তি, ইংলণ্ড ও আমেরিকার অতীত অর্দ্ধ শতাব্দীর তাত্ত্বিক-ইতিহাস লইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই (Daniel. D. Home) ডেনিয়েল ডি হোম নামক আশ্চর্য্যকর্ম্মা অলোক-সাধারণ পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। যাঁহারা হোমকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না জানিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে অদ্ভুত-ক্ষমতাপন্ন ঐন্দ্রজালিক মনে করিয়া, নানারূপ কল্পনা ও জল্পনার আশ্রয় লইতেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা, সত্যলিপ্সু সাধুহৃদয়, সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত লোকদিগের সাহচর্য্যে, হোমের সন্নিহিত হইতেন, এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত

কার্য্যকলাপ চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। রুষের সম্রাট্ প্রথম আলেক্জেণ্ডার্, জর্ম্মণ্-সম্রাট্ প্রথম উইলিয়ম্, এবং ফরাশি-সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি দিক্পাল ব্যক্তিরা, অশেষপ্রকারে ও অতি দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়া, হোমকে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন অথচ অমায়িক-স্বভাব আধ্যাত্মিক (Psychic) জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিয়াছেন ; এবং ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপের তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক ও বিশ্রুতকীর্ত্তি পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই, তদীয় সত্যনিষ্ঠা, সৌজন্য ও শুদ্ধচারিতা প্রভৃতি গুণের গৌরবে, তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি দেখাইয়াছেন।

হোমের জন্মস্থান স্কট্লণ্ড,—প্রথম বয়সের শিক্ষাস্থান আমেরিকা, এবং কর্ম্মস্থান প্রধানতঃ ইয়ুরোপ। কিন্তু, কর্ম্ম বলিলে এখানে কি বুঝিব ? হোমের কোনরূপ বিষয়বাণিজ্যের ব্যবসায় ছিল না। তিনি যে সকল কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা জগতে পরিচিত, তৎসম্পর্কে তিনি কাহারও নিকট কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। তথাপি তাঁহার কর্ম্ম ছিল। সে এক মাত্র কর্ম্ম—উদার ও অনন্ত উন্নতিপ্রমুখ অধ্যাত্ম ধর্ম্ম-সংস্থাপন ;—লৌকিক-জগতে অলৌকিক অধ্যাত্মশক্তি অথবা দেবাত্মাদিগের প্রভাবপ্রদর্শন ;

এবং পূর্ণানন্দ পর-ব্রহ্মের প্রেম-মঙ্গলময় বিশেষ বিধান ও পর-লোকের অস্তিত্বে নিঃসংশয় বিশ্বাস-উৎপাদন।

হোম পরলোককে প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া উপদেশ করিতেন; এবং পারলৌকিক জগতের জল-স্থল-গিরি-কাননময় নানাবিধ দৃশ্য ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যক্ষবৎ চক্ষে দেখিতেন। তিনি সকলকেই সরল হৃদয়ে বলিতেন যে, তাঁহার শরীরে কিরূপ এক (Magnetic) ম্যাগন্যাটিক্ অর্থাৎ চৌম্বক পদার্থ আছে, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু, সেই পদার্থের আকর্ষণে, লোকান্তরবাসী সুপরিচিত সুহৃৎস্বজন ও উজ্জ্বল-মূর্ত্তি দেবতারা, সময়ে সময়ে, তাঁহাকে দর্শন দান করেন; এবং সময় বিশেষে, তাঁহার দেহে আবিষ্ট হইয়া, পৃথিবীর জল, অগ্নি, সোনা, রূপা ও কাষ্ঠপ্রস্তর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জড়পদার্থের উপর, অজড় অধ্যাত্ম-প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন।

হোমের শরীরে বিশেষ কি পদার্থ এবং সে পদার্থে বিশেষ কি শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন নাই।* কিন্তু তাঁহারা সে পদার্থ

---

* সে পদার্থ অথবা শক্তির প্রকৃত পরিচয় দুরধিগম্য হইলেও, বৈজ্ঞানিকেরা উহাকে Mediumistic Element অর্থাৎ মাধ্যমিক-শক্তি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিডিয়ম শব্দ যেমন ইংরেজীতে নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, মাধ্যমিক শব্দও সেইরূপ বাঙ্গালায় নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইল। অর্থ এই,—যাঁহারা জড়

অথবা শক্তির অশেষ-বিধ ক্রিয়া চক্ষে দেখিয়াছেন, — ক্রিয়া-সম্পর্কে শতপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া চিত্তে প্রত্যয় পাইয়াছেন ; এবং উহার অলৌকিক আকর্ষণে, সূক্ষ্মশরীরি আত্মিক-নর-নারীরা, হোমের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া, জড়বস্তুর উপর কতপ্রকার অভাবনীয় কার্য্য করিতে পারেন, ইহা তাঁহারা, দিবসে ও রাত্রিতে, সূর্য্যের প্রখরজ্যোতিতে ও সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে, পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ডি, ডি, হোম কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অধ্যাত্মশক্তির বিবিধ ক্রিয়া, অষ্টাদশ-পর্ব্বাত্মক মহাভারতের মত, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, বিশাল গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। সে বিস্তারিত

ও অজড়, অথবা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যস্থলে সেতুস্বরূপ,—অর্থাৎ যাঁহাদিগের শরীরনিহিত তথাবিধ বিশেষ শক্তির আশ্রয় লইয়া সূক্ষ্মশরীরি আত্মিকেরা জড়-জগতে প্রবেশ ও জড়বস্তুর উপর কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারাই মিডিয়ম অথবা মাধ্যমিক। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও বহু পরীক্ষার দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, এই মাধ্যমিকী শক্তি সমস্ত নর-নারীর শরীরেই অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। উহা যত্নে বাড়ে, অযত্নে নষ্ট হয়,—একজনের শরীর হইতে আর একজনের শরীরে সঞ্চারিত হইতে পারে ; এবং দশ জনে একস্থ হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চেষ্টা করিলে, বিশেষ রূপে বিকাশিত হইয়া থাকে। তবে, এ শক্তি হোম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মিডিয়মের দেহে যে পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছে, সাধারণতঃ অন্যের দেহে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। বিদ্যুৎ যেমন চিরন্তন পদার্থ, মাধ্যমিক শক্তিও সেইরূপ চিরন্তন পদার্থ। বিদ্যুতের শক্তি, অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়া, মনুষ্যজগতের প্রয়োজনসাধক হইয়াছে। মাধ্যমিক শক্তিও সেইরূপ, অল্প দিবস হয় আবিষ্কৃত হইয়া, পারলৌকিক জগতের জ্ঞান লাভে, মনুষ্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

বৃত্তান্তবিবৃতি এখানে এক কিংবা এক শত পৃষ্ঠায়ও পরিসমাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু তথাপি, এ স্থলে, তৎসংক্রান্ত কএকটি কার্য্য অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। নহিলে, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা-সম্বন্ধি দুজ্ঞের্য় বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক পাঠকের নিকট, কখনও দেবকার্য্য বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইবে না।

হোমের বয়স যখন সাত আট বছর, তখন হইতেই, তিনি যে গৃহে অবস্থান করিতেন, সে গৃহে, সময়ে সময়ে, দেবানুভূতির বিবিধ কার্য্য মনুষ্যের দৃষ্টি ও শ্রুতির বিষয়ীভূত হইত। ঘরে হোম ছাড়া, আর কেহ নাই,—হোম বাল্যকালের নিশ্চিন্ত-সুখে নিদ্রাভিভূত; অথচ সেই ঘরে, সুদূরবর্ত্তী টেবল, চেয়ার ও অন্যান্য কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুর উপরে, মনুষ্যের কর-তালি-তুল্য শব্দ হইত। ঘরের বিবিধ বস্তু, মনুষ্যের কর-সম্পর্ক বিনা, কিরূপ এক অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে, শূন্যে উঠিয়া, এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইত।

হোম যখন ঊনবিংশতি-বর্ষীণ অর্দ্ধশিক্ষিত যুবা, তখন তাঁহার উল্লিখিত অধ্যাত্ম-শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইল যে, তাঁহার নাম উপলক্ষে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার প্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত, একটা হৈ চৈ হল-হলা শব্দ

উঠিল। তিনি, তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি দেখাইয়া, কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না, তথাপি লোকে সহস্র জিহ্বায় তাঁহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল; কাহারও কোন অপকার করিতেছেন না, তথাপি অসংখ্য লোক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার যশ ও সম্মান বহু লোকের হৃদয়ে কঙ্করবৎ বিঁধিল; এবং প্রচলিত ধর্ম্মের প্রচারকেরা—যাঁহারা, অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়া মনুষ্যকে অহোরাত্র আতঙ্কিত রাখিতে ভালবাসেন, সেই হৃদয়-শূন্য ধর্ম্মযাজকেরা, তাঁহাকে অপদেবতার আশ্রিত মনে করিয়া, নানাপ্রকারে তাঁহার অনিষ্ট করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, দেশের ধীর, স্থির, সত্যপ্রিয়, সদাশয়-সুপণ্ডিতদিগের হৃদয়, হোমের প্রসাদাৎ পরলোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভে, যেন কৃতার্থ হইয়া, একবারে তাঁহার দিকে গড়াইয়া পড়িল; এবং তাঁহাদিগের সাক্ষ্যের নির্ভরে, শত শত সংবাদপত্র, রাজনীতির কথা বিস্মৃত হইয়া, পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ে, প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

হোমকে লইয়া, লণ্ডনে যাঁহারা অলক্ষিত সূক্ষ্মশরীরীর শক্তি পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা সহস্রেরও অধিক। এখানে, তন্মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান-গুরু (Sir William Crookes) সার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্স্, (Alfred

Wallace) আল্‌ফ্রেড্‌ ওয়ালেস্‌, (Lord Lindsay) লর্ড লিণ্ডসে, (Lord Adare) লর্ড এডেয়ার্‌, (Lord Danraven) লর্ড ডান্‌রাভেন, (Lord Brougham) লর্ড ব্রূহাম্‌ প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে দলবদ্ধ হইয়া, পরীক্ষার উপযোগি বিবিধ রাসায়নিক যন্ত্র ও বহুসংখ্যক পরীক্ষণ-পটু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি পণ্ডিত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়াছেন; এবং এক এক দিন অধ্যাত্ম শক্তির এক এক প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া অবলোকন করিয়া, বিস্ময়হর্ষে রোমাঞ্চিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন।

বাহাদুরী কাটের বড় টেবল। টেবলের ভার বিশ মণ। টেবলের উপর সাত আট জন বলিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত লোক উপবিষ্ট। হোম, কোন দিন, সে টেবলকে বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে স্পর্শ মাত্র করিয়াছেন,—কোন দিন তাহাও না করিয়া, এবং টেবল হইতে আট দশ হাত দূরে রহিয়া, উহাতে আবিষ্টবৎ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছেন। ঐ অবস্থায়ও, উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের দুর্ব্বহ বোঝা লইয়া, টেবল কখনও বেলুনের মত শূন্যে উঠিয়াছে; কখনও বা অল্প কিছু উপরে উঠিয়া, তরঙ্গ-দোলায়িত তরণীর ন্যায়, দক্ষিণে ও বামে মৃদু মৃদু দুলিয়াছে, অথবা শূন্যের উপরই

এক দিকে বহুক্ষণ কা'ত রহিয়া, অধ্যাত্মশক্তির মহিমা দেখাইয়াছে।* টেবলের উপর জল, দুগ্ধ ও মদিরা প্রভৃতি দ্রববস্তুতে পরিপূর্ণ বিবিধ কাচ-পাত্র;—কাঁটা, ছুরি, চামচা ও কুসুম-স্তবক-শোভিত ফুলদান,—এবং কামিনী-জন-স্পৃহণীয় দর্পণাদি ভঙ্গুর বস্তু। অথচ টেবলের উপরিস্থিত জলের পাত্র, ফুলের আধান প্রভৃতি সমস্ত

* The instances in which heavy bodies, such as tables, chairs, sofas, &c, have been moved when the medium has not been touching them, are very numerous. I will briefly mention a few of the most striking. My own chair has been twisted partly round, whilst my feet were off the floor. A chair was seen by all present to move slowly up to the table from a far corner, when all were watching it; on another occasion an arm chair moved to where we were sitting, and then moved slowly back again (a distance of about three feet) at my request. Sir William Crookes, F. R. S.

* * * * *

On five separate occasions, a heavy dining-table rose between a few inches and 1½ feet of the floor, under special circumstances, which rendered trickery impossible. On another occasion, a heavy table rose from the floor in full light, while I was holding the medium's hands and feet. On another occasion the table rose from the floor, not only when no person was touching it, but under conditions which I had pre-arranged so as to assure unquestionable proof of the fact. Sir William Crookes, F. R. S.

সামগ্রীই, বজ্রলেপবদ্ধ বস্তুর মত, যেমন ছিল তেমনই অবিচলিত রহিয়া, পরীক্ষকদিগের বিস্ময় জন্মাইয়াছে।

হোম কখনও চক্ষে দেখেন নাই, এমন একটি হারমোনিয়ম, গৃহস্বামী ক্রুকস্ অথবা অন্য কাহারও বাড়ীতে,চাবি দ্বারা বদ্ধ,—ভূতলে বিপর্য্যস্ত—এবং লৌহ অথবা তাম্রজাল নির্ম্মিত ডবল খাঁচায় বেষ্টিত। হারমোনিয়মের চাবি গৃহস্বামীর পকেটে *। কিন্তু, তথাপি উহাতে, অধ্যাত্মশক্তির অলৌকিক প্রভাবে, অমিয়মধুর গীত অথবা সুর-লয়-সঙ্গত সঙ্গীতের গত মুহুর্মুহু বাজিয়াছে; এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কখনও মনে মনে কোন গীতের প্রস্তাব করিলে, সে গীতও উহাতে ধ্বনিত হইয়াছে। হোম যখন সে হারমোনিয়মটি অঙ্গুলিদ্বারাও স্পর্শ করেন নাই, তখন উহা, কোন দিন, কাহারও বাড়ীতে, ঘরের চারি দিকে, শূন্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সঙ্গীতের শ্রুতিহারি আলাপে, সকলেরই হৃদয়ে সুধাপ্রবাহ ঢালিয়াছে।

টেবলের উপরে, ফুলের তোড়ায়, অথবা কাহারও বক্ষে

* "Presently the accordion was seen by those on either side of Mr. Home to move about, oscillating and going round and round the cage, and playing at the same time. * * * The instrument then continued to play, no person touching it and no hand being near it." &c. &c.　　Crookes.

বোতামের ছিদ্রে, একটি সুরম্য গোলাপ, সুন্দরীর অধরের মত, মৃদু হাস্যে শোভা পাইতেছে। কিন্তু সেখানে, বহু চক্ষের দৃষ্টিসান্নিধ্যে, কখনও এক খানি বাহুবিচ্ছিন্ন সুগঠিত হস্ত, কখনও বা শিশুর অঙ্গের মত, সুকোমল বাহুসম্পৃক্ত, ছোট্ট এক খানি হাত* কখনও বা হাতের দুইটি অঙ্গুলি

* "A beautifully-formed small hand rose up from an opening in a dining table and gave me a flower; it appeared and then disappeared three times at intervals, affording me ample opportunity of satisfying myself that it was as real in appearance as my own. This occurred in the light in my own room, whilst I was holding the medium's hands and feet. On another occasion, a small hand and arm like a baby's, appeared playing about a lady who was sitting next to me. It then passed to me and patted my arm and pulled my coat several times. At another time, a finger and thumb were seen to pick the petals from a flower in Mr. Home's button hole, and lay them in front of several persons who were sitting near him. A hand has repeatedly been seen by myself and others playing the keys of an accordion, both of the medium's hands being visible at the same time, and sometimes being held by those near him."

* * * *

"A luminous hand came down from the upper part of the room, and after hovering near me for a few seconds, took the pencil from my hand, rapidly wrote on a sheet of paper, threw the pencil down, and then rose up over our heads, gradually fading into darkness."

Researches in the phenomena of Spiritualism by Sir William Crookes, F. R. S.

মাত্র, টেবলের মধ্যস্থল অথবা ঘরের এক পার্শ্ব হইতে, ধীরে ধীরে ফুশটিয়া উঠিয়াছে; এবং সে গোলাপটি কাড়িয়া লইয়া আর একজনকে নিয়া উপহার দিয়াছে। ঐ রূপ অপার্থিব হস্ত, কখনও দ্রষ্টৃবর্গের মধ্যে কাহারও হস্তস্পর্শ করিয়া, প্রীতির পরিচয় দিয়াছে; কখনও একর্ডিয়ন (Accordion) নামক বাদ্য যন্ত্রের উপর ক্রীড়া করিয়া আনন্দ-লহরী সৃষ্টি করিয়াছে; কখনও বা কাহারও হস্ত হইতে পেন্‌শিলটি কাড়িয়া নিয়া, একখানি কাগজের উপর পত্র লেখার মত, কোন না কোন বিষয়ে দুই চারিটি পংক্তি লিখিয়া, দেখিতে না দেখিতে, শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে।

হোমের সান্নিধ্যে লোকান্তরবাসী সূক্ষ্মদেহিদিগের অলৌকিক প্রভাবে, এইরূপ আরও কত আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বিস্ময়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা, এ স্থলে, এই প্রবন্ধের অনুরোধে, সংক্ষেপে বিবৃত হওয়া আবশ্যক। মানুষ, পশুপক্ষীর ন্যায়, জলে স্নান করে,—গায়ে জল ঢালিয়া শীতল হয়, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু হোম, কখনও কখনও, পরের গৃহে,—পরকীয় প্রার্থনার অনুরোধে,—সে আকস্মিক প্রার্থনা সম্পর্কে পূর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত না থাকিয়া,

ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কোনরূপ সুদূর-কল্পিত সাহায্য-গ্রহণেরও অবকাশ না পাইয়া, জ্বলন্ত অগ্নিতে স্নান করিতেন; এবং উদ্দীপ্ত অগ্নিরাশির মধ্যে, আপনার মাথা ও শরীরের একার্দ্ধ প্রবেশিত করিয়া, অগ্নির উপর অধ্যাত্ম-শক্তির কিরূপ আধিপত্য আছে, তাহা সকলকে দেখাইতেন।

এইরূপ অগ্নিস্নানের সময়ে হোমের শরীরে এক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দৈবী আভা উদ্ভাসিত হইত। তিনি, ক্ষণকাল, ধ্যানস্থবৎ রহিয়া, মনে মনে প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনার পর, যখন তিনি নীরব-গাম্ভীর্য্যে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং ধীরে ধীরে শ্বেত-শিখাময় ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখীন হইতে থাকিতেন, তখন সকলেরই মনে, কেমন এক প্রকার ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হইত। যে একবারে অবিশ্বাসী, তাহার মনও তখন আপনা হইতে বিশ্বাসের দিকে গড়াইয়া পড়িত। সকলেই তখন স্পষ্ট বুঝিত যে, হোমের শরীরে আর কেহ প্রবেশ করিয়াছেন; এবং পৃথিবীর হোম, কোন অপরিজ্ঞাত অপার্থিব শক্তির আকর্ষণে, উচ্চতর প্রভাবে পঁহুচিয়া, মনুষ্যকে দেবাত্মার মহিমা দেখাইতেছেন।

হোম, উল্লিখিতরূপ তন্ময় আবিষ্ট অবস্থায়, ঈশ্বরের

প্রেম,—পরলোকের অস্তিত্ব,—লোকান্তরবাসী পুণ্যাত্মা-দিগের সুখ-সম্পদ্,—পাপাত্মার তমিস্র-দুঃখদুর্ভোগ, এবং বহুদুঃখের পর ক্রমোন্নতি ও শান্তিলাভ,—আর, মানব-জীবনে—সর্ব্বজনে নিরভিমান প্রীতিদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে, যে সকল উপদেশ-বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাহা সকলের প্রাণেই, তখন দেব-বাক্যের ন্যায় অনুভূত হইত;—যে শুনিত, তাহারই শরীর শিহরিয়া উঠিত। তিনি ঐরূপ সময়ে ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে, পৃথিবীর মনুষ্য যেমন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া, অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি পদার্থের উপর অসাধারণ প্রভুত্ব লাভ করে; লোকান্তরবাসী দেবাত্মারাও সেইরূপ, অধ্যাত্মশিক্ষায় উন্নত হইয়া, জড় ও অজড় উভয় জগতের উপর আশ্চর্য্য প্রভুত্ব-লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের প্রভুত্ব অসীম। তাঁহারা যখন ইচ্ছা করেন, তখনই, তাঁহাদিগের আকর্ষণী ও বিকর্ষণী প্রভৃতি বিবিধ দিব্যশক্তির মহিমায়, জলে আগুন জ্বলে, এবং অগ্নি জলের মত শীতল অথবা সুখ-স্পর্শ হইয়া থাকে। হোমের অগ্নিস্নান কার্য্যে এ কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইত; এবং তিনি যাঁহাদিগের দেহে আত্মশক্তি সঞ্চার করিতেন, অগ্নির সুশীতল স্পর্শ তাঁহাদিগকেও ক্ষণ-কাল কিরূপ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত রাখিত।

অগ্নিস্নানের এই অদ্ভুত বিবরণ উপলক্ষে, লণ্ডনের মত কূট-তর্ক ও ক্রূর-পরীক্ষার স্থলে, কত প্রকারেই আন্দোলন ঘটিয়াছে, এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাসায়নিক পণ্ডিত-দিগের মধ্যে কত প্রকারের আলোচনা হইয়াছে, তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে, যাঁহারা এ প্রসঙ্গে, নিজ নিজ গ্রন্থপত্রে, আপনার মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা স্থানাভাববশতঃ সম্প্রতি তিনটি মাত্র লোকের কথা কহিব। ১। (Dr. Alfred R. Wallace) ডক্টর এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। ২। (Eugene Crowell, M. D.) ইউজিনি ক্রোয়েল। ৩। (S. C. Hall.) এস, সি, হল।

ডক্টর ওয়ালেস আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে অদ্যাপি একটি জ্যোতিঃস্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন ; এবং তৎ-প্রণীত অধ্যাত্মতত্ত্বসংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থাদি সকলেরই সহজ-লভ্য। ইউজিনি ক্রোয়েল আমেরিকার পণ্ডিত। তিনি, সাধারণতঃ চিকিৎসক বলিয়া সম্মানিত হইলেও, বৈজ্ঞানিক-সমাজে সুপরিচিত ; এবং লোক-হিতৈষি-ধার্ম্মিক ও সুলেখক বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত। তিনিও, তাঁহার অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক সুবৃহৎ গ্রন্থচয়ে, আবিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা অগ্নিস্পর্শ ও অগ্নিস্নানের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, এ

বিস্ময়াবহ সত্যে আপনার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। আমরা এখানে পণ্ডিতবর হলের কথাই একটুকু বিবরিয়া লিখিব। কারণ হল, ডি ডি হোমের অনুগ্রহে, আপনিও অগ্নিস্নান করিয়াছেন; এবং মানুষ আগুনের বোঝা মাথায় লইয়াও, ঈশ্বরের উচ্চতর ও অলৌকিক নিয়ম-বিধানে, কিরূপ নিশ্চিন্ত রহিতে পারে, তিনি আত্মদেহে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

হল, বিষয়িদিগের নিকট বারিষ্টর বলিয়া পরিচিত হই-লেও, পণ্ডিতদিগের মধ্যে আপনার অসামান্য পাণ্ডিত্য হেতু উচ্চপদবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; এবং বিয়াল্লিশ বৎসর কাল, (Art Journal) শিল্পসন্দর্ভনামক পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া ও বহুবিধ গ্রন্থ লিখিয়া, স্বদেশীয় সমাজে বড় লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। গুণ-গ্রাহিণী ভিক্টোরিয়া, হলকে, তদীয় জ্ঞানগৌরবে, বিশেষ সম্মান করিতেন; এবং লণ্ডনের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তাঁহাকে সম্মান করিতে ভাল বাসিতেন। হল অধ্যাত্মসত্যের একটি সম্ভ্রান্ত সাক্ষী। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যদান-সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একখানি গ্রন্থের একটি বিশেষ প্রবন্ধের নাম—("Wonders I have seen")—"অর্থাৎ আমার চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য ঘটনাবলী।"

এখানে সে সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবৃতি অনাবশ্যক। কিন্তু হল, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে, জ্বলন্ত অগ্নিরাশি মাথায় লইয়া, কিরূপ বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেটুকু পাঠকের অবশ্যই পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়।

হলের অগ্নিস্নান অথবা অগ্নিধারণ সময়ে, লণ্ডনের অন্যতম প্রসিদ্ধ বারিষ্টার (H. D. Jencken) এচ্, ডি, জেন্‌কেন্, (Lord Lindsay) লর্ড লিণ্ড্‌সে, (Lord Adare) লর্ড এডেয়ার প্রভৃতি বহু বিচারপটু বিচক্ষণ ব্যক্তি চারিধারে উপবিষ্ট। ঘরের অগ্নিকুণ্ডে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি-জ্বলিতেছে ; এবং হোম তখন, দেবাবিষ্ট-অবস্থায়, পুনঃ পুনঃ সেই অগ্নির কাছে যাইয়া, আপনার শরীরের কটি পর্য্যন্ত অগ্নির মধ্যে ডুবাইয়া দিতেছেন। এ সময়ে, দর্শকদিগের মধ্যে এক জনে, একটুকু সংশয়াকুল মনে, জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"এ অগ্নি আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে কি ?" হোম বলিলেন,—"যাহারা ঈশ্বর ও দেবশক্তিকে সজীব সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করে, তাহারা পারে।"

হোমের ভাব-গদ্গদ বাক্য শুনিয়া, বিশ্বাসভক্তিপরায়ণ বৃদ্ধপণ্ডিত হল নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন ; এবং হোম তৎক্ষণাৎই, সম্মুখবর্ত্তি অগ্নিকুণ্ড হইতে, একটা অতিবৃহৎ জ্বলদঙ্গার-পিণ্ড হাতে তুলিয়া, হলের মাথার উপর

আনিয়া স্থাপন করিলেন। দর্শকেরা চমকিত হইয়া হলকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন---আপনার কিরূপ বোধ হইতেছে?" হল প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আগুনের মত লাগে না, কিন্তু স্পর্শ টা মৃদু তাপযুক্ত।" হোম তখন হলের কাছে যাইয়া, তাঁহার সুদীর্ঘ শুভ্র কেশগুলি সেই আরক্ত অঙ্গারপিণ্ডের উপর পিরামিডের ধরণে সাজাইয়া, ধীরে ধীরে একটি চূড়া বাঁধিলেন। সকলে দেখিল যে, হলের মাথার উপর লাল রঙের আগুন জ্বলিতেছে; এবং মাথার কেশনিচয়, সে আগুনের মধ্যে, অতি সূক্ষ্ম রজত-রেখার মত শোভা পাইতেছে! *

* "Mr. Hall was seated nearly opposite to where I sat; and I saw Mr. Home, after standing about half a minute at the back of Mr. Hall's chair, deliberately place the lump of burning coal on his head! I have often wondered that I was not frightened, but I was not; I had perfect faith that he would not be injured. Some one said, 'Is it not hot'? Mr. Hall answered, 'warm, but not hot.' Mr. Home had moved a little way, but returned, still in a trance; he smiled, and seemed quite pleased, and then proceeded to draw up Mr. Hall's white hair over the red coal. The white hair had the appearance of silver thread over the red coal. Mr. Home drew the hair in to a sort of pyramid, the coal, still red, showing beneath the hair." Mrs. Hall's letter printed in the *Spiritual Magazine*,—*1870*.

অগ্নিকুণ্ডের ঐরূপ লাল আগুন মা জানকীর নীল-কুঞ্চিত কেশরাশি এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কিরূপ আশ্চর্য্য শোভা ফলাইয়াছিল, তাহা বাল্মীকির অল্পাক্ষর-গ্রথিত কথার কবিসমুচিত সম্প্রসারণে একখানি পরবর্ত্তি কাব্যে * অতি সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। যথা মহানাটকীয় নবমাঙ্কে,—

'বহ্নৌ প্রবিষ্টায়াং সীতায়াম্।'

"পদে পাণৌ লাক্ষা, বসনমিব কৌসুম্ভরজনং
কটীদেশে, কেশেম্বরুণরুচি কহ্লারকুসুমম্;
হরিদ্রামুদ্রাস্থে ঘনকুচতটে কণ্ঠনিকটে,
কৃশানুর্বৈদেহ্যাঃ শপথসময়ে ভূষণমভূৎ।"

অর্থাৎ,—মা জানকী যখন অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সে অগ্নি তাঁহার জন্য অপূর্ব্ব আভরণের মত হইল। অগ্নির জ্বলন্ত শিখা, তাঁহার পাদযুগলে ও করকমলে অলক্তরাগের ন্যায়,—কটিদেশে কুসুম্ভরাগরঞ্জিত বিচিত্র

---

* সে কাব্য সাধারণ নাটক নহে,—অতি পুরাতন মহানাটক। মহানাটক সংস্কৃতসাহিত্য ভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব বস্তু। উহা কিয়দংশে নাটক, কিয়দংশে আখ্যায়িকা। রচনা-পর্য্যালোচনায় সকলেরই এই প্রতীতি হইবে যে, উহা অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি নব্য নাটকনিচয়ের বহু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু লেখক কে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। প্রতিভান্বিত ও প্রগাঢ় ভক্তিমান্ লেখক আপনাকে হনুমৎ-কবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বসনের ন্যায়, কেশরাশিতে রক্তোৎপলের ন্যায়, এবং বদনে, —বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠদেশে হরিদ্রাবিলেপের ন্যায়,—প্রতিভাত হইয়া, এক অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিল।

শ্বেতশীর্ষ বৃদ্ধ হলের রজতসূত্রায়িত কেশরাশিতে তাদৃশী শোভা অসম্ভব। কিন্তু, অগ্নিশিখার লোহিত আবরণে সে কেশও ক্ষণকাল দর্শনীয় হইয়াছিল। অগ্নিপিণ্ড যখন হলের মস্তক হইতে অপসারিত হইল, তখন সকলেই দেখিল যে, তাঁহার একগাছি কেশেও আঁচ লাগে নাই, এবং তাঁহার শরীরেও কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে নাই। * ইহাতে অনেকের মনে সাহস বাড়িল। বোধ হয়, কাহারও মনে, অগ্নির স্বাভাবিকতা সম্পর্কেও সামান্য একটুকু সংশয় জন্মিল। কিন্তু, সে সাহস অথবা সংশয় বহুক্ষণ রহিল না। কারণ, যেই তাহারা হাত বাড়াইয়া আগুন ধরিল, অমনিই তাহাদিগের হাত পুড়িল।

হলের অনুকরণে, লর্ড লিণ্ডসে এবং মিস্ ডগলাস্‌ও, ঐরূপ জ্বালাময় অগ্নিপিণ্ড হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন; অগ্নি তাঁহাদিগের হাতে কোন অংশেও সন্তাপপ্রদ না হইয়া

* "When taken off the head, without in the slightest degree injuring it or singeing the hair, others attempted to touch the coal and were burnt." Dr. Wallace.

শীতল অনুভূত হইয়াছিল। * আর এক জনে, একখানি সংবাদপত্রকে আট দশ পটলে পটলিত করিয়া, সে অগ্নি গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু, সংবাদপত্রখানি তৎক্ষণাৎই, পটলে পটলে, এ পিঠে ও পিঠে, পুড়িয়া গিয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে ডক্‌টর ওয়ালেস, বহু পর্য্যালোচনা করিয়া, লিখিয়াছেন,—"এ সকল ঘটনা এত লোকের সমক্ষে এত বার সংঘটিত হইয়াছে যে, ইহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে এখন আর অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। তবে এই এক কথা, এ সকল সংঘটন জড়বিজ্ঞান ও তাপতত্ত্বের পরিজ্ঞাত নিয়ম অনুসারে বুদ্ধির অগম্য।" †

অগ্নি লইয়া এই প্রকার পরীক্ষা শুধু হোম ও হল প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের দ্বারাই প্রদর্শিত হয় নাই। ১৮৮০

* "Lord Lindsay and Miss Douglas have also had hot coals placed in their hands, and describe them as feeling rather cold than hot ; though, at the same time, they burn any one else, and even scorch the face of the holder if approached too closely." Dr. Wallace.

† "These phenomena have now happened scores of times in the presence of scores of witnesses. They are facts of the reality of which there can be no doubt, and they are altogether inexplicable by the known laws of Physiology and heat." Dr. Wallace.

খ্রীষ্টাব্দে, সিকাগো নগরে, (Miss Suydam) মিসেস্ সুইদাম্ নাম্নী একটি অধ্যাত্ম-মাধ্যমিকা, দেবশক্তির আবেশে, অগ্নি লইয়া দীর্ঘকাল নানারূপ অদ্ভুত দৃশ্য প্রদর্শনের দ্বারা, বহু লোকের হৃদয়ে বিস্ময় ও ভক্তি প্রভৃতি উচ্চতর ভাব সঞ্চারণ করিয়াছিলেন। তিনি অগ্নিতে স্নান করিতেন না। কিন্তু, অগ্নিময় অঙ্গার, কাষ্ঠ, কিংবা লৌহ-পদার্থ হাতে তুলিয়া লইতেন। গ্যাসের আলো অথবা অন্য কোনপ্রকার দীপশিখার উপর আপনার হাতখানি রাখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন যে, একটি লোকান্তরবাসিনী দেবশক্তিশালিনী রমণী, তাঁহার দেহে আবির্ভূত হইয়া, শক্তি সঞ্চারণ করেন ; এবং সেই শক্তিরই আবেশসময়ে,তিনি অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতে সুপরিরক্ষিত রহিয়া, আগুনের পিণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। দর্শকেরা সুইদামের বর্ণিত সূক্ষ্মশরীরিণীকে (Fire Queen) অর্থাৎ অগ্নিরাজ্ঞী বলিয়া বর্ণনা করিতেন ; এবং সুইদামের হাত আগুনের উপর, কিংবা আগুনের মধ্যে, বহুক্ষণ প্রসারিত থাকিয়াও, যে একবারে বরফের মত শীতল রহিত, ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন।*

* "While she is under the control of the 'Fire Queen'—so they term the spirit that controls her—her hands are cold

এ স্থলে অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করি যে, হোম, হল ও স্থইদামের মত সাধারণ নর-নারীরাও যদি, অধ্যাত্ম-শক্তির অজ্ঞেয় মহিমা অথবা দেবাত্মার অনুগ্রহ-প্রভাবে, গায়ে আগুন মাখিয়া,—আগুনের বোঝা বুকে ও মাথায় রাখিয়া, অথবা অগ্নির লক-লক জিহ্বা-সদৃশ শিখাসমূহের মধ্যে কিয়দংশে অবগাহন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে অস্পৃষ্ট রহিতে পারেন ; তাহা হইলে, যিনি জগতের রমণীজাতিকে সতীত্ব-ধর্ম্মের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া, শতপ্রকার দুঃখ বিড়ম্বনায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, এবং একই আধারে অগ্নিকল্প তেজস্বিতা ও অমৃত-শীতলা স্নেহ-মমতা,—ঋষি-তাপস-পূজ্য পবিত্রতা ও রমণীহৃদয়-শোভিনী সুকুমার-কোমলতা প্রভৃতি গুণরাশি লইয়া, তদানীন্তন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশে ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজে, রাম-হেন জগদাদর্শ পুরুষের জীবনসঙ্গিনীরূপে বিরাজমানা ছিলেন, দেবতারা তাঁহাকে, আগে রাবণের অশোকবনে, তার পর অগ্নিপরীক্ষার জ্বলন্ত দহনে, প্রীতির সহিত আবরিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাতে কিছুই অবিশ্বাসের কথা থাকে কি ? মনুষ্য যদি অতীন্দ্রিয় শক্তির বিশেষ প্রয়োগে,—ঊনবিংশ

---

and clammy ; as cold as ice." The Religio-Philosophical Journal, as quoted by Dr. Crowell, M. D.

শতাব্দীর শেষভাগে,—বৈজ্ঞানিক সভ্যতার শীর্ষস্বরূপ লণ্ডন, বোষ্টন কিংবা সিকাগো নগরে, শতবৈজ্ঞানিকের দিদৃক্ষু-নয়ন-গোচরে, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে, ভারতের বাল্মীকি-ব্যাস-প্রমুখ মহাতপা মহর্ষি-বৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, সহস্রকোটি হৃদয়, আজি* সাত হাজার বৎসর, যাঁহাকে পুণ্যময়ী দেবতার অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই রামায়ণা গঙ্গাস্বরূপিণী আশৈশব-শুদ্ধচারিণী জনকনন্দিনী, বিশুদ্ধ স্বর্ণপ্রতিমার মত, অগ্নিপরীক্ষায় অক্লেশে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাতে সংশয়ের সামান্য মাত্র স্থল থাকাও সম্ভবপর হয় কি ?

বুদ্ধি, যত কাল বিজ্ঞানের উচ্চতর গ্রামে আরূঢ় হইয়া, বিশ্বরহস্য অধ্যয়নে অসমর্থ রহে, তত কাল পর্য্যন্ত, নিত্য-পরিলক্ষিত আহার-নিদ্রা এবং আমোদ-প্রমোদের কথা ছাড়া, আর সকল কথাই উহার নিকট অবিশ্বাস্য। চতুর্দ্দশ লক্ষ পৃথিবীর মত বৃহৎপিণ্ড সূর্য্য আকাশে শূন্যে ঝুলিতেছে, এবং সেই সূর্য্য হইতে একটি সূক্ষ্মতম জ্যোতীরেখা শত সহস্র কোটি যোজন পার হইয়া, পৃথিবীতে আসিয়া, গোলাপ

---

* রামায়ণের ইতিহাস ঠিক সাত হাজার বৎসরের পুরাতন বৃত্তান্ত কি না, ইহা অবধারণ করা কঠিন হইলেও, উহা যে মহাভারতের বহু পূর্ব্ববর্ত্তি ঘটনা, সে বিষয়ে টালবয় হুইলার ও তদীয় হিন্দুসংস্কার-শূন্য শিষ্যবর্গ ভিন্ন আর কাহারও মনে সংশয় থাকিতে পারে না।

গন্ধরাজ ও গুঞ্জদ্‌ভৃঙ্গসরোজিনীর অঙ্গে রঙ্‌ ফলাইতেছে; অথবা সর্ষপ-প্রমাণ বীজ হইতে শতশাখা-প্রসারিত বিশাল বট বিকাশিত করিয়া অসংখ্য বন-বিহঙ্গকে আশ্রয় দিতেছে, ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য। আর, সামান্য কএকটি তৈজস-পরমাণুর আলোড়নে একটা আতঙ্ক-জনক তূর্ণড উদ্ভূত হইয়া অসংখ্য গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত করিতেছে; অথবা মনুষ্যের চিন্তা, গ্রাম ও নগর, এবং পর্ব্বত ও সাগর পার হইয়া, বিনা তারে, দেশদেশান্তরে, সংবাদ লইয়া যাইতেছে, ইহাও পূর্ব্বোক্তরূপ লোকের পক্ষে বিশ্বাস ও বুদ্ধির অগ্রাহ্য। অযোধ্যার অনেক চিন্তাশ্রম-শূন্য, কার্য্যকারণ-তত্ত্বজ্ঞান-হীন সামান্য লোক, রাম-লক্ষ্মণের মত পুরুষের সাক্ষ্যেও উপেক্ষা করিয়া, জানকীর অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্তে অবিশ্বাসী হইয়াছিল। যথা, রামের উক্তিতে,—

"যচ্চাদ্ভূতং কর্ম্ম বিশুদ্ধিকালে,
প্রত্যেতু কস্তদ্ধ্যতিদূরবৃত্তম্।"

"হা! সেই অগ্নিপরীক্ষার সময়ে যে অদ্ভুত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অতি দূরবর্ত্তী দেশের কথা। কে তাহাতে বিশ্বাস করিবে?"

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে আর একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অবশিষ্ট রহিয়াছে। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

এবং তদীয় পবিত্র কথা ও পৌরাণিকদিগের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পৈত্র্যাভিমানী হিন্দুমাত্রই কহিয়া থাকেন যে, যে সকল দেবপুরুষ, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আবির্ভূত হইয়া, জানকীর অপ্রতিম চারিত্রশুদ্ধি বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, শুভ্রমূর্ত্তি দশরথও, শ্বেতাম্বর-বিভূষিত সমুজ্জ্বল বেশে, তাঁহাদিগেরই সহিত ক্ষণকালের তরে দেখা দিয়া, জানকীরে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ আসিয়া দর্শন দান করিয়াছিলেন, এ কথাও কি সত্য ? যে দশরথ, রাম-শোকে আকুল হইয়া, 'হা ! রাম' বলিতে বলিতে, অযোধ্যায় তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দশরথ, চৌদ্দটি বৎসরের পর, অযোধ্যা হইতে বহুসহস্র-যোজন-দূরস্থিত সমুদ্রবেষ্টিত লঙ্কায় আসিয়া রাম-লক্ষ্মণের সহিত আলাপ এবং জানকীরে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, ইহাও কি এখনকার বৈজ্ঞানিক যুগে বিশ্বাস করিতে হইবে ?

এই শেষ-প্রশ্নের প্রত্যুত্তরেও আমরা কুণ্ঠিত কণ্ঠে এই মাত্র বলিব যে, যিনি লোকান্তরিত আত্মা ও চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য অধ্যাত্মজগতের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, বাল্মীকি ও ব্যাসের উদার হিন্দুধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধতর্পণের ব্যবস্থান্বিত উন্নত হিন্দুজীবন তাঁহার জন্য নহে। পৃথিবী যখন শিক্ষা ও সভ্যতার সাধারণ আলোকেও বঞ্চিত ছিল, বাল্মীকি ও

ব্যাস এবং ভারতবর্ষের আরও বহু তত্ত্বদর্শী ঋষি, সেই সময়েও, পরলোক, পারলৌকিক জীবন,—পরলোকে পরস্পরের পুনঃসম্মিলন, এবং লোকান্তরিত আত্মীয়জনের সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎকার-সংঘটন-সম্পর্কে অশেষপ্রকারে উপদেশ দিয়াছেন; আর, আজিকার দিনে, বিদ্যুদালোক-দীপ্ত বিজ্ঞানশিক্ষার বিবিধ নিকেতনে, ক্রুকস্, ক্রোয়েল্, কামিল ফ্লামারিয়ন্, ওয়ালেস্, এপ্‌স্ সার্জ্জেণ্ট, ব্যাবিট ও ডেণ্টন প্রভৃতি বিশ্রুত কীর্ত্তি বৈজ্ঞানিকেরাও, নানাপ্রকার কঠোর প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া, সেই কথারই সমর্থন করিতেছেন।

সার্ উইলিয়ম ক্রুকস্, অধ্যাত্মমূর্ত্তির অঙ্গচ্ছিন্ন হস্ত অনেক দিন দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দুইটি রক্ত-মাংস-চর্ম্মময় অঙ্গুলি; অথবা তাদৃশ পঞ্চাঙ্গুলি-যুক্ত—অথচ বাহুর সহিত অসম্পৃক্ত—একখানি হস্ত মাত্র ঘরের মধ্যে শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ঐ অবস্থায় একটি ফুল অথবা পেন্‌সিল লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, ইহা তিনি চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু, ইহা ছাড়া, তিনি তাঁহার স্বগৃহে, সুহৃৎস্বজনের সহিত একসঙ্গে, পূর্ণাবয়ব ছায়ামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। সার্ উইলিয়ম্ ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, যাঁহারা সূক্ষ্মশরীরী,

তাঁহাদিগের পক্ষে স্থূল-পরমাণু-সঙ্কলন দ্বারা, স্থূল দেহ ধারণ, এবং স্থূল জগতে আপনাদিগের মূর্ত্তি প্রদর্শন বড়ই কঠিন। তথাপি, তিনি যে ভাবে, যেরূপ সময়ে, ঐ রূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষাতেই পরিষ্কার বর্ণিত রহিয়াছে।*

একদিন সন্ধ্যা হইয়াছে। সার্ উইলিয়ম ক্রূকস্ তাঁহার স্বগৃহে উপবিষ্ট। তাঁহার কএকটি বৈজ্ঞানিক সুহৃৎ, ডি ডি হোমকে লইয়া, তাঁহার চারি ধারে বসিয়া আছেন। ঘরের সকল দ্বার দৃঢ়-রুদ্ধ, গবাক্ষগুলিও পুরু পরদায় আবৃত। সে ঘরে একটি মক্ষিকাও কোন দিক্ দিয়া, কাহারও দৃষ্টির অগোচরে, প্রবেশ করিবে এমন পথ নাই। এমন সময়ে সকলেই দেখিতে পাইল যে, একটি মনুষ্যাকৃতি মূর্ত্তি, গবাক্ষের সম্মুখে, অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া, দাঁড়াইয়া আছে; এবং সে গবাক্ষের পরদাটি হাতে ধরিয়া ধীরে

* "Phantom Forms and Faces,—These are the rarest of the phenomena I have witnessed. The conditions requisite for their appearance appear to be so delicate, and such trifles interfere with their production, that only on very few occasions have I witnessed them under satisfactory test conditions." Researches in the Phenomena of Spiritualism by William Crooks, F. R. S.

ধীরে নাড়িতেছে। মূর্ত্তির বর্ণ অন্ধকার-ছায়াময়, তথাপি কতকটা স্বচ্ছ ; যেন উহার এ পিঠ ও পিঠ দেখা যায়। দর্শকেরা সকলে যখন উহার দিকে চাহিলেন, তখন মূর্ত্তি শূন্যে মিশিয়া গেল ; পরদা আর নড়িল না।

সার্ উইলিয়মের বিবেচনায়, পরবর্ত্তি কাহিনীটি অধিকতর আশ্চর্য্য। এ দিনও তিনি পূর্ব্বের মত আপনার ঘরেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং তাঁহার পরীক্ষা-সহচর সুহৃদ্বর্গ এবং ডি ডি হোমও পূর্ব্বের মত সঙ্গে আছেন। কিন্তু, এ দিন যাহা ঘটিল, তাহাতে সকলের শরীরই কণ্টকিত হইল। ছায়ামূর্ত্তি, এ দিন, ঘরের প্রান্তে আবির্ভূত হইয়া, সকলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটি একর্ডিয়ন ছিল। একর্ডিয়ন এক প্রকারের বাদ্যযন্ত্র। সকলেই উহা হাতে তুলিয়া লইয়া সহজে বাজাইতে পারে। ছায়ামূর্ত্তি সেই একর্ডিয়নটি হাতে তুলিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিল ; এবং ঘরের চারি দিকে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ঐ ভাবে ঐ যন্ত্রটি বাজাইল। এ দৃশ্য ধাঁধাঁর মত না হইয়া, প্রকৃতই কিছুকাল স্থায়ী ছিল। সুতরাং সকলেই, বহুক্ষণ, চক্ষে সে মূর্ত্তি দেখিল, এবং কর্ণে যন্ত্রের মধুর আলাপ শুনিতে পাইল। ঐ ঘরে একটি ভদ্রমহিলা, এক প্রান্তে, একাকিনী উপবিষ্টা ছিলেন। মূর্ত্তি যখন তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত

হইল, তখন তিনি চকিতবৎ একটুকু মৃদু চীৎকার করিলেন। মূর্ত্তি তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তিরোহিত হইল।*

উল্লিখিত-রূপ ছায়ামূর্ত্তি, পৃথিবীর স্থূল পরমাণুতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জড়িত হইলেও, প্রতিবিম্বমূর্ত্তিবৎ। কিন্তু, দশরথ যে মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়াছিলেন, তাহা এ রূপ ছায়ামূর্ত্তি নহে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায়, তাদৃশ মূর্ত্তির নাম—Materialized Form—অর্থাৎ কায়িক-প্রতিকৃতি।

* In the dusk of the evening, during a seance with Mr. Home at my house, the curtains of a window about eight feet from Mr. Home were seen to move. A dark, shadowy, semi-transparent form, like that of a man, was then seen by all present standing near the window, waving the curtain with his hand. As we looked, the form faded away and the curtains ceased to move.

The following is a still more striking instance. As in the former case, Mr. Home was the medium. A phantom form came from a corner of the room, took an accordion in its hand, and then glided about the room playing the instrument. The form was visible to all present for many minutes, Mr. Home also being seen at the same time. Coming rather close to a lady who was sitting apart from the rest of the company, she gave a slight cry, upon which it vanished."

* Researches in the Phenomena of Spiritualism by William Crookes, F. R. S.

উহা রীতিমত স্পর্শযোগ্য মনুষ্যমূর্ত্তি। লোকান্তরবাসী সূক্ষ্মশরীরিরা যখন, স্বকীয় ক্ষমতায়, অথবা ক্ষমতাপন্ন দেব-পুরুষদিগের সাহায্যে, ঐরূপ স্পৃশ্যমানমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহারা মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারেন; এবং মনুষ্যকে প্রাণের ভালবাসায় আলিঙ্গন করিয়া, অথবা মনুষ্যের গায়ে আশীর্ব্বাদের ভাবে হাত বুলাইয়া, আত্মহৃদয়ের প্রীতিস্নেহ জ্ঞাপন করিতেও সমর্থ হইয়া থাকেন। সার্ উইলিয়ম, যেমন পরের ঘরে, তেমন আপনার ঘরে, একাদিক্রমে, অনেক দিন, তাদৃশ জড়দেহ-প্রকাশিত লোকান্তরিত রমণীর দর্শন লাভ করিয়াছেন,—স্বহস্তে ফটোগ্রাফিক যন্ত্রগ্রহণে ও স্বকীয় বিশ্বস্ত বৈজ্ঞানিক সহযোগীর সাহায্যে, সে স্বর্গীয়া রমণীর প্রতিকৃতি তুলিয়াছেন; আর তাঁহাকে হস্তস্পর্শে সত্য বস্তু বলিয়া বুঝিয়া, এবং নানারূপ আলাপে ইংলণ্ডের পুরাতন অধিবাসিনী বলিয়া সম্যক্ বিশ্বাস করিয়া, তৎসম্পর্কে সমগ্র মানব-জাতির নিকট নির্ভয়ে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন।*

* আমাদিগের নিকট সে ফটোগ্রাফের মুদ্রিত প্রতিলিপি আছে। কিন্তু, লণ্ডনের অসংখ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিত, আসল ফটোগ্রাফ চক্ষে দেখিয়াছেন; এবং অনেকে, সার্ উইলিয়মের গৃহে অথবা স্থানান্তরে, কায়িক-মূর্ত্তিধারিণী—স্বর্গাগত রমণীকে চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন। রমণীর পুরাতন

সার্ উইলিয়ম্ ফটোগ্রাফ্ তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করেন নাই। তিনি এতৎসম্পর্কে জ্ঞান-গভীর বিষাদের ভাষায় বলিয়াছেন যে,—"শব্দের দ্বারা যেমন সে স্বর্গীয় মূর্ত্তির চাল-চলন-ভঙ্গীর চারু মাধুরী বর্ণনা করা অসম্ভব, ফটোগ্রাফী দ্বারাও সেইরূপ তদীয় মুখ-মণ্ডলের পূর্ণবিকশিত ঢল-ঢল লাবণ্য প্রতিফলিত করা একবারে অসাধ্য। ফটোগ্রাফী অর্থাৎ প্রভাচিত্র-প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাঁহার সে মুখচ্ছবির সাধারণ একখানি (map) প্রকৃতি মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহা কিরূপে তাঁহার বর্ণের অমল-ধবল অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা অথবা ভাব-চঞ্চল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিমুহূর্ত্ত-পরিবর্ত্তশীলতা চিত্রে ফলাইবে? তিনি যখন, তাঁহার পার্থিব জীবনের অতীত কাহিনী কহিবার সময়ে, কোন দুঃখের কথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার মুখের উপর অকস্মাৎ কেমন

পার্থিব-নিবাস ইংলণ্ড। তিনি, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জীবিত ছিলেন, এবং পৃথিবীর অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, একবার আমাদিগের এই ভারত-ভূমিতেও আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল আনি মরগান। তাঁহার তদানীন্তন জীবনের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার প্রীতি-প্রফুল্ল মুখখানি মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলবৎ, তৎক্ষণাৎ মলিন হইত,—কখনও তাঁহার দুটি নয়নে যেন কি গভীর দুঃখের পুনঃস্মরণে, দর-দরিত ধারা বহিত। পরীক্ষক ও দর্শকেরা, এই হেতু, শেষে কেহই আর পূর্ব্বতন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেন না।

একখানি বিষণ্ণতার ছায়া পড়িত ; অপিচ, যখন পুরাতন-স্মৃতির কোন পবিত্র সুখের কথা কহিতে আরম্ভ করিতেন, তখন সেই মুখখানিই আবার শিশুসমুচিত সরল-প্রফুল্লতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। তাঁহার কাছে উপবিষ্ট থাকা কালে সকলেরই মনে লইত যে, চারি দিকের বায়ু যেন তাঁহার দৃষ্টিসংস্পর্শে সূক্ষ্মতর ও সুখ-শীতল হইয়াছে ; এবং আকাশের নীলপট যেমন, ক্ষণে ক্ষণে, বর্ণ-বৈচিত্র্যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহার কোমল-মধুর মনোহর নয়ন-পটও যেন, ক্ষণে ক্ষণে, সেইরূপ ভাব-বৈচিত্র্যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহার মহানুভাব-সান্নিধ্যে মনে আপনা হইতেই এইরূপ একটি ভাবের উদয় হইত যে, ঈদৃশ স্থলে জানুপাত-সহকারে প্রণাম করা পৌত্তলিকতা নহে।" *

---

* অনূদিত-বর্ণনার প্রথম অংশ আক্ষরিক অনুবাদ, শেষ অংশ ভাবানুবাদ মাত্র। অক্ষরে অক্ষরে সর্ব্বত্র মূলের অনুসরণ করিতে পারি নাই বলিয়াই, শেষ-ভাগে, তাৎপর্য্যার্থ মাত্র সংকলনে বাধ্য হইয়াছি। বঙ্গীয় পাঠক বর্গের তৃপ্তির নিমিত্ত সার্ উইলিয়মের মূলগ্রন্থ হইতে এ স্থলে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

But Photography is as inadequate to depict the perfect beauty of Katie's face, as words are powerless to describe her charms of manner. Photography may, indeed, give a map of her countenance; but how can it reproduce the brilliant purity of her complexion, or the ever-varying expression of her most mobile features, now overshadowed with sadness when relating some of the bitter experiences of her past life, now

পাঠক এ স্থলে জানিয়া রাখিবেন যে, লোকান্তরবাসিনীর অপ্রতিম রূপ ও আলাপ-মাধুর্য্যের উপরিধৃত বর্ণনা কোন ভাবুক-পণ্ডিত অথবা যুবক-কবির রচনা নহে। যিনি ইহা লিখিয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক,—অধুনাতন বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্ববাদিসম্মত গুরু,—জড়তত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য, এবং অতি কঠোর ও নীরস-নিষ্ঠুর তত্ত্বপরীক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ সার্ উইলিয়ম ক্রুক্সের পরীক্ষা-প্রণালীর উপর কোনরূপ দোষ অথবা সংশয়ের ভাব আরোপণ করিতে পারে, এমন ব্যক্তি জীবিত নাই। সার্ উইলিয়ম, নির্জ্জনে বসিয়া, লোক-লোচনের অগোচরে, শুধুই তাঁহার গ্রন্থপত্রে নীরবসাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এমন নহে। আজি কএক বৎসর হইল, তিনি—British Association of Science অর্থাৎ বৃটনীয় বৈজ্ঞানিক-সভার বার্ষিক অধিবেশনে,—দেশের সমস্ত বৈজ্ঞানিকদিগের সমবেত সম্মিলনে

---

smiling with all the innocence of happy girlhood when she had collected my children round her, and was amusing them by recounting anecdotes of her adventures in India ?

'Round her she made an atmosphere of life ;
The very air seemed lighter from her eyes,
They were so soft and beautiful, and rife
With all we can imagine of the skies ;
Her overpowering presence made you feel.
It would not be idolatry to kneel."

দণ্ডায়মান হইয়া, সভাপতিরূপে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন যে, —"এই প্রত্যক্ষ জগতে যে স্থানে জড়-শক্তির শেষসীমা, সেই স্থানেই অনন্ত-শৃঙ্খলাবদ্ধ অধ্যাত্ম-শক্তির আরম্ভ ; এবং তিনি, দেশীয় বৈজ্ঞানিক ও বিদ্বৎসমাজের বিশেষ অনুরোধে, পনরটি বৎসরকাল, অধ্যাত্মতত্ত্বের আমূল অনুসন্ধান করিয়া, যে সকল আশ্চর্য্যবৃত্তান্ত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটি অনুস্বার অথবা বিসর্গও অসত্য নহে *।"

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও প্রথিতনামা ধনকুবের, সাধুমতি লিভারমোর আপনার লোকান্তরিত সহধর্ম্মিণী ও লোক-গুরু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে ক্রমান্বয়ে তিন চারি শত দিন নিজ প্রাসাদ-নিচয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; এবং চক্ষে তাঁহাদিগের ঝল-মল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শনে,—কর্ণে তাঁহাদিগের মধুর ও গভীর কথা শ্রবণে, এবং হস্তে সেই কেমন এক সুকোমল কুসুম-স্নিগ্ধ শীতল-স্পর্শলাভে কৃতার্থ হইয়া, হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় হর্ষোচ্ছ্বাসে অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন।

পাঠক, তিন চারি শত দিনের কথা শুনিয়া বিস্মিত

* Vide Sir William Crookes', Address to the British Association of Science, held at Bristol.

হইবেন না। কারণ, লিভারমোর, কোন্ মাসে,—কোন্ দিন,—কেমন সময়ে,—কি ভাবে, তাঁহার স্বর্গগতা পত্নী (Estella) এস্‌টেলা ও ডক্টর ফ্রাঙ্কলিনের দর্শনলাভ করিতেন, তাহা তাঁহার ডায়ারি অর্থাৎ দৈনিক-বিবৃতিতে, দিনের পর দিনে, যথাক্রমে, লিপিবদ্ধ আছে; এবং সে দৈনিক-দর্শন-কাহিনী, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আরব্ধ হইয়া, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময়ে Spiritual Magazine অর্থাৎ অধ্যাত্ম-তত্ত্বসন্দর্ভ নামে একখানি পণ্ডিত-জন-পাঠ্য মাসিকপত্র কএকটি উচ্চশিক্ষিত ধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিতের দ্বারা সম্পাদিত হইত। লিভারমোরের তাদৃশ মূর্ত্তিদর্শন-বৃত্তান্ত ঐ মাসিক সন্দর্ভে আদ্যোপান্ত মুদ্রিত আছে।

দৈনিক-লিখিত বৃত্তান্ত লইয়া, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় কিরূপ তন্ন তন্ন আলোচনা হইয়াছিল, তাহা পাঠক অবশ্যই অনুমান করিতে পারেন। লিভারমোরকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সত্যবাদিতায় সন্দেহ করিতে সাহস পাইতেন না। অত বড় ধনী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি,—অমন স্বদেশহিতৈষী, সহস্র-লোক-পালক সত্যপ্রিয় পুরুষ, কি উদ্দেশ্যে—কিরূপ ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে, ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল, মিথ্যা কথা কহিয়া, মনুষ্যজাতিকে প্রতারিত

করিবেন? স্বার্থ বরং সত্য গোপনের দিকে। কেন না, লিভারমোর বুদ্ধিতে বিকল এবং দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে * বিশ্বাসশূন্য হইয়াছেন, এইরূপ কথা প্রচারিত হইলে, তাঁহার বিশাল বিষয়বাণিজ্যের ঘোরতর ব্যাঘাত সম্ভাবিত। কিন্তু তথাপি, কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতেন যে, লিভারমোর শোকে আচ্ছন্ন; সুতরাং তাঁহার স্ত্রীমূর্ত্তি-দর্শনলাভ শোকাচ্ছন্ন বুদ্ধির সাময়িক ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

এই প্রকার সংশয়কারিদিগের প্রবর্ত্তনায়, প্রথমে (Doctor John. F. Gray) ডক্টর জন্ এফ্ গ্রে নামক বিচক্ষণ চিকিৎসক, তার পর (Mr. Groute) মিষ্টার গ্রাউট্ নামক লিভারমোরের একটি সম্ভ্রান্ত আত্মীয়, কখনও পৃথক্ ভাবে, কখনও সম্মিলিতরূপে, তাঁহার প্রাসাদে

* আমেরিকার প্রচলিত ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম। উহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের মূল-মন্ত্রে বড় বেশী পার্থক্য। হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে মনুষ্য, দেহত্যাগের পর, অধ্যাত্মজগতে—অর্থাৎ পিতৃলোকে—যাইয়া অবস্থিত হয়, এবং এই জন্যই তাহার শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মানুসারে, মনুষ্য, দেহত্যাগের পর, শতসহস্র কোটি বৎসর, সমাধির গহ্বরে, গভীর মোহনিদ্রায় অভিভূত রহে; এবং যখন বিশ্বসংসারের মহাপ্রলয়সময়ে বিচার-ভেরী নিনাদিত হয়, তখন সে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া, কৃতকর্ম্মের দণ্ড কিংবা পুরস্কার লাভ করে। খৃষ্টদেব স্বয়ং এমন উপদেশ করেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মেরই অধিকতর সামঞ্জস্য। কেন না, তাঁহার মত অনুসারে, মনুষ্য, মৃত্যুর পরক্ষণেই, সূক্ষ্মদেহ লাভ করিয়া, আপনার কর্ম্মফলানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আতিথ্য গ্রহণ করেন ; এবং তাঁহারা উভয়েই ডক্টর্ ফ্রাঙ্ক-লিন অথবা পতিপ্রণয়াকুলা স্বর্গবাসিনী এষ্টেলাকে সজীব মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, পারলৌকিক জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে একবারে নিঃসংশয় হন।

ডক্টর গ্রে. নিউইয়র্ক নগরে, সর্ব্বত্রে পরিচিত, এবং তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর পূজাস্পদ ব্যক্তি। তিনি, তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ এপ্স্ সারজেণ্টের নিকট, এ প্রসঙ্গে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অধ্যাত্মতত্ত্বের ইতিহাসে সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রে লিখিয়াছেন,—“আমি লিভারমোরের সঙ্গে, অনেক দিন, প্রতীক্ষাপরায়ণ মনে উপবিষ্ট হইয়াছি ; এবং সেখানে লোকান্তরিত দার্শনিক, স্বনামধন্য ফ্রাঙ্কলিনকে সজীব ও স্পর্শযোগ্য জড়মূর্ত্তিতে অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি! আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়ে অনেক দিন, ঘরে অপূর্ব্ব আলো ফুটিয়াছে, এবং নানারূপ গন্ধ ও শব্দ আমাদিগের বিস্ময় জন্মাইয়াছে। কোন কোন দিন আমাদিগের চক্ষের সান্নিধ্যে, নানারূপ ফুল ও বিচিত্র বস্ত্র, আপনা হইতে উৎপাদিত হইয়া, ক্ষণ-পরেই আবার শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। আমি লিভারমোরের সঙ্গে বসিয়া স্বচক্ষে যে সকল আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহার সুদীর্ঘ দৈনিক-বিবৃতি-বর্ণিত

যে সকল দৃশ্য, আমার অসাক্ষাতে, অন্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাংশে সত্য।" *

লিভারমোর ও ডক্টর গ্রে উভয়েই এখন স্বর্গগত হইয়াছেন। আমরা এই নিমিত্ত. এখানে, তিনটি জীবিত পণ্ডিতের সাক্ষ্যমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই, এ দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কথিত পণ্ডিতত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কারণ, যাঁহারা ওয়ালেস ও ষ্টেড প্রণীত গ্রন্থপত্র পাঠ করেন নাই, তাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে অন্ধকারে আছেন। আমরা বান্ধব নামক মাসিক সাহিত্য সমালোচন পত্রের অনেক প্রবন্ধেই ওয়ালেস ও ষ্টেডের কথা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি ; এবং বঙ্গীয় পাঠক-

* "Another friend, one I have known and honored for thirty years, Dr. John. F. Gray, of New York, writes (June. 1869) 'Mr. Livermore's recitals of the sciences in which I participated are faithfully and most accurately stated, leaving not a shade of doubt in my mind as to the truth and accuracy of his accounts of those at which I was not a witness. I saw with him the philosopher Franklin, in a living, tangible, physical from, several times ; and, on as many different occasions, I also witnessed the production of lights, odour, and sounds ; and also the formation of flowers, cloth-textures, &c, and their disintegration and dispersion. &c, &c." Gray's letter quoted by Eppes Sargent.

দিগের নিকট তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছি। এই পুস্তকেও বিষয়ান্তর-প্রসঙ্গে, ওয়ালেসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ওয়ালেস উচ্চপদবীরূঢ় বৈজ্ঞানিক,—ষ্টেড্ উদারতন্ত্রী রাজনৈতিক এবং সত্য ও স্বাধীনতার জন্য, সর্ব্বত্যাগী সাধু ধার্ম্মিক। তাঁহারা উভয়েই. লোকান্তরিত আত্মীয়ের ফটো-গ্রাফ তুলিয়া, সে কথা, মনুষ্যসমাজের নিকট, পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং মনুষ্য, এখানে যেমন স্থূল-দেহে, লোকান্তরে সেইরূপ সূক্ষ্মশরীরে, সূক্ষ্মতর-পদার্থ-নির্ম্মিত জলস্থলময় প্রাকৃত জগতে, বাস করে,—অথচ নিয়ম-বিশেষের আশ্রয়গ্রহণে, পার্থিব জগতেও সময়ে সময়ে দর্শনদান করিতে সমর্থ রহে, এই মহাসত্য প্রচার করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন। *

* ওয়ালেস্ তাঁহার পরলোকগত মাতার পরিচয়-যোগ্য ফটোগ্রাফ পাইয়াছেন। ষ্টেড্ যে সকল ফটোগ্রাফ পাইয়াছেন, আমাদিগের নিকট তাহার অনেক খানির মুদ্রিত প্রতিলিপি আছে। আমরা এস্থলে ডক্টর ওয়ালেসের সাক্ষ্য সম্বন্ধে তদীয় লেখা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব,—

"The test of clearly recognisable likenesses of deceased friends has often been obtained. Mr. William Howitt, who went without previous notice, obtained likenesses of two sons, many years dead, and of the very existence of one of which even the friend who accompanied Mr. Howitt was ignorant. The likenesses were instantly recognised by Mr. Howitt and Mr. W. H. declares them to be "perfect and unmistakable" (Spiritual Magazine, Oct. 1872). Dr. Thomson

পূর্ব্ববর্ণিত পণ্ডিতদিগের তৃতীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষে বহু পরিচিত নহেন। কিন্তু লণ্ডনে তাঁহার সমধিক প্রতিপত্তি আছে। তাঁহার নাম (Andrew Glendening) এন্‌ড্রু গ্লেন্‌ডিনিঙ। ঈশ্বর-পরায়ণ গ্লেণ্ডিনিঙের বয়স এখন আটা-ত্তর। আমরা ওয়ালেস ও ষ্টেডকে বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় রাজনৈতিক বলিয়াছি; ঋষিপ্রতিম বলি নাই। কিন্তু গ্লেণ্ডি-নিঙকে আমরা ঋষিপ্রতিম তাত্ত্বিক বলিতে প্রস্তুত আছি। কেন না, তিনি চরিত্রের উদারতা, চিত্তের মহত্ত্ব ও জীবনের প্রশান্ত পবিত্রতায় প্রকৃতই ঋষিপুরুষ। তিনি জাতিতে ইংরেজ হইয়াও চিরকাল নিরামিষভোজী; এবং লণ্ডনের মত লোক সমুদ্রে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। গ্লেণ্ডি-

---

of Clifton obtained a photograph of himself, accompanied by that of a lady he did not know. He sent it to his uncle in Scotland, simply asking if he recognised a resemblance to any of the family deceased. The reply was that it was the likeness of Dr. Thomson's own mother, who died at his birth; and there being no picture of her in existence, he had no idea what she was like. The uncle very naturally remarked that he "could not understand how it was done" (Spiritual Magazine, oct. 1873). Many other instances of recognition have since occurred, but I will only add my personal testimony. A few weeks back (in 1874) I myself went to the same photographer's for the first time and obtained a most unmistakable likeness of my mother."

নিজের শরীরে সম্ভবতঃ একটুকু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি আছে। তিনি তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবনে অনেক দিনই স্বগৃহে ও পরগৃহে ছায়ামূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়াছেন। কোন কোন ছায়ামূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাহা যত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; * এবং আজি প্রায় এক বৎসর হইল একটি আত্মীয়ার প্রতিবিম্ব-মূর্ত্তি আপনার বাড়ীতে প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত এই লেখককে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন।

পূজ্যস্বভাব গ্রেণ্ডিনিঙ্ বর্ত্তমান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে, প্রসঙ্গসঙ্গতির অনুরোধে, পাঠকের জন্য কিয়দংশ অনুবাদ করিব।

---

* গ্রেণ্ডিনিঙের স্নেহ ও অনুগ্রহে আমরা এরূপ একশত ফটোগ্রাফ উপহার পাইয়াছি; এবং সে সমুদয় ভবিষ্যৎপ্রয়োজন উদ্দেশ্যে যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমাদিগের নিকট এতদতিরিক্ত আরও কএক খানি বিশ্বাসযোগ্য Spirit-Photograph অর্থাৎ অধ্যাত্ম প্রতিকৃতি আছে। সে গুলিও আমরা লণ্ডন হইতে পাইয়াছি, এবং সাবধানে রাখিয়াছি। স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি দিগের মধ্যে, যাঁহারা দেখিতে চাহিয়াছেন, তাহাদিগকে আদর করিয়া দেখাইয়াছি। অনেকেরই এ প্রসঙ্গে বিশেষ জিজ্ঞাস্য আছে। জিজ্ঞাসার মুখ্য প্রশ্ন এই, সূক্ষ্ম শরীরি লোকান্তরবাসী তদীয় ছায়াময় মূর্ত্তিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ইহাই যেন মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাঁহার সে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ লওয়া হয় কি প্রণালীতে? এ জটিল তত্ত্ব আমরা সংক্ষেপে বুঝাইতে পারিব না। যাঁহারা সবিশেষ বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডক্টর ওয়ালেস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দিগের এতৎসংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। শুধু এই এক কথাপ্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা এত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন যে তাহাতে পাঁচখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়।

"ঘটনার তারিখ ১২ই ফেব্রুয়ারি। রাত্রি দুই টা বাজিয়া ত্রিশ মিনিট হইয়াছে। আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত, নিবিষ্ট চিত্তে, নির্জ্জনে বসিয়া লিখিয়াছি। লিখিতে লিখিতে যখন ক্লান্তি বোধ হইল, তখন নিদ্রার উদ্দেশ্যে শয্যার আশ্রয় লইলাম; এবং অতি অল্পক্ষণেই গভীর নিদ্রায় অভি-ভূত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নিদ্রা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না। রাত্রি যখন ৫টা হয় নাই, তখন আপনা হই-তেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; এবং আমার বোধ হইল যে, আমার ঘরে আর কেহ যেন উপস্থিত আছে। ঘরে একটি গ্যাসের আলো জ্বলিতেছিল। আমার বোধ হইল, যেন আমার কনিষ্ঠা কন্যা এফি (Effie) সে আলোর কাছে আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এফি! তুমি এমন সময় এখানে দাঁড়াইয়া কেন?" এফি আজও অবিবাহিতা। সে আমায় বড় ভালবাসে, এবং ভক্তির সহিত আমার পরিচর্য্যা করে। আমার প্রথম এইরূপ মনে হইয়াছিল যে, বুঝি রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, এফি আমার জন্য গরম চা লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু, যে দাঁড়াইয়া আছে, সে কোন উত্তর করিল না। আমি তখন একটুকু বিস্মিতচিত্তে মাথা তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম। দণ্ডায়মানা মূর্ত্তিও তখন, আলোর

নিকট হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, আমা হইতে অল্প একটুকু দূরে দৃষ্টিযোগ্য স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল ; এবং আমার দিকে যার-পর-নাই স্নেহপূর্ণনয়নে তাকাইয়া রহিল।

"আমার একটি কন্যা, বহুকাল হয়, স্বর্গগত হইয়াছে। তাহাকে আদরের ভাষায় টিনা বলিয়া ডাকিতাম। টিনার একটি মাসীও, বহুকাল হয়, লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম ছিল ফেমী। উভয়ের একটুকু আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল। যাহাকে দেখিতেছি সে টিনা, না ফেমী, তাহা ঐ সময়ে আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে না। কিন্তু সম্ভবতঃ ঐ দুইয়েরই একজন। আমি তখন হর্ষ, বিস্ময় ও স্নেহের সেই এক প্রকার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে আত্মহারা হইয়া, আদর করিয়া কহিলাম,—বাছা, তুমি টিনা কি ফেমী যেই হও, আমার আরও কাছে এস। তুমি নিশ্চয়ই নিতান্ত পুণ্যবতী ; তাই লোকান্তরে যাইয়া এমন পবিত্র, উজ্জ্বল ও জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল মূর্ত্তি লাভ করিয়াছ। তুমি যদি তোমার এই কায়িক প্রতিকৃতিতে কথা কহিবার শক্তি উপার্জ্জন করিয়া থাক, তাহা হইলে, দুটি কথা কহিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।

"মূর্ত্তির অধরে কথা ফুটিল না ; কিন্তু তাহার মধুমাখা প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার প্রাণটা সত্যই একটু শীতল হইল।

মূর্ত্তি এই ভাবে, আমার দিকে, বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, পুনরায় ঐ স্থানে, আমার চক্ষের কাছেই, ধীরে ধীরে, শূন্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ তিরোধান-সময়ে, প্রথম দেখিলাম মূর্ত্তির পা দুখানি অদৃশ্য হইয়াছে। তার পর দেখিলাম কটি পর্য্যন্ত অঙ্গ বিলয় পাইয়াছে। আমি স্থির-নয়নে চাহিয়া আছি, এমন অবস্থায়, পরিশেষে দেখিলাম, মূর্ত্তির মুখচ্ছবিও শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। এ আনন্দময় মূর্ত্তি কিরূপ উজ্জ্বল বসনে আবৃত ছিল, তাহা লৌকিক ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।" *

পরলোকগত পিতা, মাতা, প্রিয়সুহৃৎ ও পরিচিত স্বজনের দর্শনলাভ বিষয়ে এইরূপ একশত ব্যক্তির অভ্রান্ত সাক্ষ্য আমাদিগের নিকট লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সে সকল বৃত্তান্ত, বঙ্গীয় পাঠকদিগকে, ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে, ক্রমে উপহার দিয়া, সত্যের নিকট অঋণী হইতে যত্নপর হইব।

আমরা উপসংহার-স্থলে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিব যে, আজিও যখন মনুষ্য সূক্ষ্মশরীরি স্বর্গবাসীর দর্শনলাভে কৃতার্থ

* আমরা আজি বার বৎসর অবধি, প্লেণ্ডিনিঙের অনুগ্রহে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কে এইরূপ অসংখ্য পত্র পাইয়া আসিতেছি ; এবং তাঁহার মুদ্রিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি পড়িয়াও বিস্তর শিক্ষালাভ করিয়াছি। এখানে তাঁহার এতৎসম্পর্কিত শেষ পত্রের সারাংশ মাত্র তদীয় সাদর অনুমতি অনুসারে অনূদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল।

হইতেছে ;—কোথাও অকস্মাৎ-প্রকাশিত উজ্জ্বল ছায়ামূর্ত্তি, কোথাও বা প্রার্থনাহূত কায়িক-প্রতিকৃতি দর্শনে পরলোক ও দেব-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছে ; এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরাও যখন, তাদৃশ দর্শনকে প্রাকৃত-নিয়মের অন্তর্গত পবিত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছেন ; তখন পুত্রবৎসল দশরথ, প্রাণাধিক রামের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া, রাম-জানকীর জগদ্দুর্ল্লভ ইতিহাসে আপনার হৃদয়ের একটু প্রীতি ঢালিয়াছিলেন, আর জানকীরে দুটি প্রিয় কথা কহিয়া জগৎ-পাবন সতীত্বধর্ম্মের গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, হিন্দু জাতির এই ঐতিহাসিক সত্যকে আমরা কোন্ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া দিব ? এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় নির্ভরেই বাল্মীকির ভুবনমোহিনী বীণা, উহার পীযূষ-নিঃস্যন্দি বিলম্পিত-ঝঙ্কারে, প্রেমময় রাম ও পুণ্য-পুঞ্জময়ী জানকীর নাম গাইয়া, ভারতবাসীকে ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিভোর রাখিয়াছে ;—এই বিশ্বাসের সন্ধুক্ষণেই ভারতে, আরও শত শত কবির কোমল ত্রিতন্ত্রী ও ভাবুকের কণ্ঠ, রামের অমিয়-চরিত ও জানকীর অমলকীর্ত্তি, কবিতায় ও গীতে, যুগের পর যুগে ও শতাব্দীর পর শতাব্দীতে, গাইয়া আসিতেছে ;—এবং এই প্রগাঢ় বিশ্বাসের আশ্রয় লইয়াই ভারতবাসীর অযুত-কোটি প্রাণ, দিনে ও নিশীথে,

রাম-জানকীর নামোচ্চারণে, নয়ন-জলে ভাসিতেছে। আকাশের ঐ সূর্য্য যদি নিবিয়া যায়, তাহাতে সংসারের যত না অনিষ্ট, রাম-জানকীর চারিত্রকাহিনী বিলুপ্ত হইলে, তাহা হইতেও অধিকতর অনিষ্ট। কারণ, পৃথিবীর সাহিত্যে এ কাহিনীর তুলনা নাই;—পৃথিবীর ইতিহাসেও ইহার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নহে। ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই মঙ্গলময়, এবং প্রীতি ও পবিত্রতার অপূর্ব্ব মিশ্রণে—অমৃতময়।

বান্ধব।

সাহিত্য, দর্শন ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গাদিবিষয়ক
মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর-
কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

"মা না মহাশক্তি,"—"জানকীর অগ্নিপরীক্ষা" এবং "সীতা ও শকুন্তলা" নামক প্রবন্ধাদিও বান্ধবেই প্রকাশিত হইয়াছে; এবং এই প্রকার সাহিত্য-প্রবন্ধ ব্যতীত, "ছায়াদর্শন" নামক অতি বড় আশ্চর্য্য পারলৌকিক কাহিনীনিচয় বান্ধবে যথাক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। "ছায়াদর্শন পড়িবার সময় সকলেরই হৃদয় বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠে,—শরীর রোমাঞ্চিত হয়; এবং কখনও নয়নে ধারা বহে।" ছায়াদর্শন সংক্রান্ত আরও অসংখ্য অশ্রুতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়া বাকী রহিয়াছে। সে সকল কথা ক্রমে ক্রমে পত্রস্থ হইবে। বান্ধবে, বিগত তিন বৎসরে, আরাধনা, অধ্যয়নসুখ, অগ্নি ও অঙ্গার, অযোধ্যার মন্থরা এবং পুরীর রথ ও পুরীর পথ প্রভৃতি সম্পাদক-প্রণীত এত প্রবন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে যে, তাহাতে দশ বার খানি গ্রন্থ হইতে পারে। বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।/০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র।

ঢাকা—বান্ধব-কুটীর। } শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।
সহকারি-সম্পাদক।